

DATTA'S EDUCATIONAL SERIES.

THE

HAND BOOK

OF

BOOK-KEEPING

BY SINGLE AND DOUBLE ENTRY,

INCLUDING ZEMINDARI AND BAZAR ACCOUNTS,
WITH FORMS OF COMMERCIAL AND ZEMINDARI LETTERS,
FOR THE USE OF VERNACULAR SCHOOLS AND PRIMARY
PATH-SALAS.

BY

NABINA CAHNDRA DATTA.

Compiler of "KHAGOLA BIDARAN", "KSHETRA BYABAHAR," &c.

**সোজা ও তকরারী জমাখরচী হিসাব
অনুসারে মহাজনী দর্শন**

এবং

জমিদারী ও বাজারহিসাব ।

(জমিদারী ও মহাজনী সংক্রান্ত পত্রাদি লিখিবাব ধারা সমেত)

শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত প্রণীত ।

CALCUTTA:

PRINTED BY RAMPRADMA MOOKERJEE,

AT THE *Sucharu Press.*

NO. 336 CHITPUR ROAD.

1875.

To
HENRY WOODROW, ESQ. M. A.
INSPECTOR OF SCHOOLS PRESIDENCY DIVISION.
IN ADMIRATION
OF HIS MANY EMINENT
QUALIFICATIONS AND SCIENTIFIC
AND LITERARY ATTAINMENTS ;
HIS WELL KNOWN SYMPATHY FOR THE PEOPLE ;
AND HIS PHILANTHROPIC LABOURS
FOR THE PROMOTION OF
MASS EDUCATION
IN
BENGAL.
THIS BOOK
IS RESPECTFULLY DEDICATED,
BY
THE AUTHOR.

P R E F A C E

THE object of this Work is to explain the principles of Book-keeping and Zemindari and Bazar Accounts in a simple and popular way, elucidating them by practical examples, so as to enable the students of ordinary capacity to familiarise themselves readily with the subject. Accordingly the author has abstained as far as possible from giving abstract rules, but he has given copious examples of the various entries usually occurring in the books of Mahajans and Zemindars. The supposed transactions of a retail dealer and of a wholesale firm for a month, and of a Zemindar for a year, have in each case been detailed out through a complete set of books with explanations of each particular kind of entry when it occurs. It will be desirable for those studying the subject, after following a particular transaction through each entry in the examples, to reproduce the entries in a set of blank books with which they must provide themselves and afterwards compare them with the examples in the Book and rectify the mistakes, if any.

The first part of this Book contains Book-keeping by Single and Double Entry; the second, Zemindari Account; and the third, Bazar Account. This is the first Treatise in Bengalee on Book-keeping by Double Entry.

Forms of Commercial and Zemindari letters have also been given in an Appendix.

If this Treatise is carefully studied, it is presumed that the student will acquire a sufficient knowledge of Book-keeping and Zemindari Account to enable him to become a useful assistant in any Mercantile Office, or in a Zemindari Establishment.

The best thanks of the author are due to his respected friend, Baboo Ishan Chandra Mookerjee for the valuable assistance he has rendered in looking over and rectifying a portion of this Treatise.

CALCUTTA.
Jora Bagan, No. 9.
The 7th April, 1875.

শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	৯	জমা করিতে হইবে	ধরচ পড়িবেক
৩২	২১	খাতার	খাতার
৪৪	২৯	মেং জনহিগুন	শ্রীযত্ননাথ ঘোষ
৪৯	৩০	মেং জনহিগুন সাহেবের	শ্রীযত্ননাথ ঘোষের
৪৫	২৭, ২৮, ২৯	১০৫	১৫০
৪৬	১৫	পাইবার	পাঠাইবার
৭৭	১৮	৫/৪	৫/৩
৭৭	২০	৩/৩	৩/৪
১১২	৩	পাট্যায়	পাধ্যায়
১২০	৭	সালে ৫ই কার্তিক	সালের ৫ই কার্তিকে

সূচী ।

মহাজনী দর্শন ।

পরিভাষা	১
সোজা জমাখরচের উদাহরণ	৪
তক্রারী জমাখরচ... ..	৭
প্রথমপ্রস্ত কাগজ	

তক্রারী জমাখরচের উদাহরণ ।	
জাবেতা বহী	১১
রোকড় বহী	১৩
খতিয়ান বহী	১৫
রেওয়া করিবার প্রথা ..	১৭
খাতা দারাস্তক করিবার	
প্রথা	১৮

মুহরির কাগজ পরীক্ষারক্রম	১৯
দ্বিতীয়প্রস্ত কাগজ	

পরিভাষা	২১
জাবেতা বহী	২৩
পেটাও বহী ।	

তত্ত্বিখাতা	৩২
চালান বহী	৩৫
সওদা বহী	৩৬
তহবিলবাকী বহী	৩৮
জাবেতা বহীর কতকগুলি হি-	

সাব রোকড়ে উঠাইবার	
উপদেশ	৪০

রোকড় বহী	৪২
খতিয়ান বহীর বিবরণ ..	৫২
খতিয়ানের সূচী	৫২
খতিয়ান বহী	৫৩
নিকাশী জমাখরচ... ..	৬১

জমিদারী হিসাব ।

পরিভাষা	৬২
জরিপ	৬৯
জরিপী চিঠা	৬৯
ঐ লিখিবার প্রণালী	৭০
দাগবিলি খতিয়ান	৭৩
একওয়ালের খতিয়ান ...	৭৪
নিরিখনামা	৭৫
জমাবন্দী	৭৬
একওয়ালের জমাবন্দী ..	৭৭
সেহা	৭৮
হিসাববাকী বা ধোকা..	৮৩
বাকী জায়	৮৬
জমাওয়াশীল বাকী	৮৭
মাস্কাবার	৮৮
নিকাশী জমাখরচ	৮৯
নিকাশী জমাখরচের তেরিজ	৯১
স্থাপিত	৯৩

বাজার হিসাব ।

গণিত কড়া	৯৫
বাজলু মুদ্রাবিভাগ	৯৫
বাজার ওজন	৯৫
চাউল খাত্ত প্রভৃতির মাপ	৯৫
কাপড়ের মাপ	৯৫
ওষধ পরিমাণের ক্রম ..	৯৫
ভূমি পরিমাণ	৯৫
ইংরাজী মুদ্রাবিভাগ	৯৬
ঐ বাজার ওজন	৯৬
ঐ ডাক্তরী ওজন	৯৬
ইংরাজী ডাক্তরী মাপ	৯৬

বাজার হিসাব।

বর্ণ পরিমাণ.. ..	১৬
ঘন পরিমাণ... ..	১৬
সোণা রূপার ওজন ...	১৬
গণনার ভিন্ন ভিন্ন ক্রম..	১৬
কড়ি কষা	১৭
মণ কষা... ..	১৭
সের কষা	১৯
মাসমাহিনা	১৯
বৎসর মাহিনা	১৯
বাট্টা কষা	১০০
বিনিময় বিধি	১০০
মাণ্ট	১০১
আসললভ্য	১০১
সমুদ্র সমুখান	১০১
সপকালী	১০২
কাগজ কষা	১০৩
সোণা কষা	১০৩
কোম্পানির কাগজের ক্রয়	
বিক্রয়	১০৩
মুদ্রকবা	১০৪
আসল কষা	১০৫
কাজার ওজনকে কুটীর ওজনে	
আমদান	১০৫
কুটীর ওজনকে বাজার ওজনে	
আমদান	১০৬
জমাবন্দী	১০৬
সলিকবা	১০৬
বেলমোক্তা সেরকষা ...	১০৭
বেলমোক্তা কষা	১০৮

বেলমোক্তা জমাবন্দী .. ১০৮

পিত্তল কষা ১০৯

মালসায়েরি... .. ১০৯

পরিশিষ্ট।

দালালের একরার লিখি-

বার ধারা ১১০

মহাজনের একরার... .. ১১০

সওদা পত্র ১১১

সওদা বারনা পত্র... .. ১১১

ঋণপত্র ১১২

কিস্তিবন্দী ১১২

রসিদ ১১৩

ফারখৎ ১১৩

জমিদারের পরওয়ানা .. ১১৩

জরিপ আমীনের সনন্দ... ১১৪

আমীনের কবুলতি... .. ১১৪

মালজামিনা পত্র ১১৫

কবুলতি ১১৫

পাট্টা ১১৫

ইজারার দখলি ১১৬

কোবলা ১১৬

ছাড় চিঠি ১১৭

শুভপুণ্যাহের চিঠি ১১৭

দাখিল ১১৮

চালান ১১৮

তলব চিঠি ১১৮

তাগবি খত ১১৮

বাকী খাজানা নালিশের

দরখাস্ত ১১৯

উকালত নামা ১২০

জামিনাতি ১২০

সোজা ও তকরারী জমাখরচ হিসাব অনুসারে মহাজনী দর্শন ।

পরিভাষা

যে বিজ্ঞানদ্বারা মহাজনী অর্থাৎ বাণিজ্যমর্ফাকার হিসাবের কার্যক্রম
পত্র প্রস্তুত করিবার সুপ্রণালী শিক্ষিতরা ব্যয়, তাহাকে খাতারকণী,
বিজ্ঞা বা মহাজনী দর্শন বলে ।

মহাজনেরা খাতার দ্বারা ইচ্ছাশক্তির বিবরণ্যপারের প্রকৃত
অবস্থা অবগত হন ।

খাতা দুই একারে রক্ষিত হয়, সোজা জমাখরচ ও তকরারী
জমাখরচ ।

সামান্য আয়ব্যয়ের স্থলে সোজা জমাখরচ ব্যবহৃত হয় ।

বাহুল্য আয়ব্যয়ের স্থলে অর্থাৎ যে কারবারে মোটামোট ক্রয়
ক্রয় হইয়া থাকে, তখন তকরারী জমাখরচই ব্যবহৃত হয় । তকরারী
জমাখরচের রীতি পৃথিবীর সকল সভ্য দেশে প্রচলিত । ইহার প্রাথমিক
এই যে, এই হিসাব অনুসারে আয়ব্যয় ও স্থিতির অর্থাৎ সম্পত্তির
নিরূপণ, অনায়াসে হইয়া থাকে ।

তকরারী জমাখরচের মৌলিক তত্ত্বগুলি অবগত হইবার পূর্বে,
সোজা জমাখরচের সংক্ষেপ বিকিরণ অভ্যাস করা আবশ্যিক ।

মজুম অর্থাৎ মাল টাকার কারবার সোজা জমাখরচে চলে, এই
জমাখরচে কেবল একখানা আবেজতা ও এক খানা প্রতিদানের প্রয়ো-
জন হয় ।

জাবেতা খাতাতে মহাজনের নিজের দেমাশাওনা প্রভৃতি
প্রথমতঃ জমাখরচ করিতে হয়, পরে যেমন টাকা আর ও ব্যয়, অথবা
ক্রয় খরচ ও বিক্রয় হইতে থাকে, তখনই একে একে তৎসমুদায়
জমাখরচ করিয়া লাইতে হয় ।

আমি তা খাজতে প্রথমে আমায়ের নাম লিখিতে হয়, পরে ব্যক্তি নাম লিখি। সে ব্যক্তি খাজক কি মহাজন তাহা স্থির করিয়া খরচ কিম্বা জমা তাহার সম্বন্ধে লিখিবেক। খাজক ও মহাজন কি রূপে জানিতে হইবে তাহার বিধি নিয়ম লিখিত হইতেছে।

যে ব্যক্তি ক্রয় করে সেই খাজক, তাহার নামে খরচ পড়ে; এবং যে বিক্রয় করে সেই মহাজন, তাহার নামে জমা হয়। যথা—

ঐহুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু খরিদারকে(২) আমি ধারে জব্বাদি বিক্রয় করিলাম, তাহাতে ঐ খরিদার খাজক হইলেন; ঈশানচন্দ্র বসু খাজতে ঐ জব্বাদির পরিমাণ ও মূল্য জমা করিতে হইবে।

ঐহুক্ত রামগোপাল ঘোষ দোকানদারের কাছে আমি জব্বাদি ধারে ক্রয় করিলাম, তাহাতে ঐ দোকানদার মহাজন হইল; রামগোপাল ঘোষ খাজতে ঐ জব্বাদির পরিমাণ ও মূল্য জমা করিতে হইবে।

কিন্তু তহবিল হইতে কোন ব্যক্তিকে অগাদ টাকা দেওয়া যায়, তাহা হইলে—সেই ব্যক্তি ঐ টাকার নিবন্ধ তহবিলের খাজক হইবে, এবং তাহার সমস্ত টাকা লইয়া ঐ তহবিলে রাখা যায়, সেই ব্যক্তি ঐ টাকার কারণ তহবিলের মহাজন হইবে। এতদ্বিধি অন্য কোন প্রকারে ঋণ প্রাপ্ত কিম্বা পরিশোধ করিলেও পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে জমাখরচ করিতে হইবে। অর্থমণ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার কাছে কজ করিলে আমার খাজক, তাহার নামে খরচ পড়ে; উত্তমণ অর্থাৎ যাহার নিকট আমি কজ করি সে আমার মহাজন, তাহার নামে জমা হয়। আমি যাহার ঋণ পরিশোধ করি, সে ব্যক্তি আমার খাজক, তাহার নামে খরচ লিখিতে হয়। এবং যে ব্যক্তি আমার ঋণ পরিশোধ

করে ব্যক্তি জব্বাদি বিক্রয় করে বা টাকা কজ করে যখনবা দুইদফা হইতে জব্বাদি আনয়ন করে, তাহাকে উত্তমণ বা মহাজন কহে।

যে ব্যক্তি কোন মহাজনের নিকট টাকা কজ লয়, তাহাকে অর্থমণ বা খাজক কহে।

যে ব্যক্তি মহাজনের নিকট জব্বাদি ক্রয় করে, তাহাকে খরিদার কহে।

করে, সে আমার মহাজন, তাহার নামে আমাকে জমা করিয়া রাখিতে হয়।

জমাবেতা খাতাতে প্রত্যেক আসামীর বৃত্ত জমাখরচ থাকে, তাহা প্রতীক ও একত্র করিয়া খতিয়ান বহীতে লিখিতে হইবে এবং হিসাবের পরে “জমা” এবং “খরচ” এই দুই শব্দ দুই দিকে লিখিবে। খাতার আসামীর নাম শিরোনামার মত লিখিয়া বাম দিকে জমা লিখিবে, এবং ডাইন দিকে খরচ লিখিবে। এই দুই দিকে জমাবেতা খাতাতে যে সকল জমাখরচ থাকে, তাহা সমুদায় খতিয়ান করিবে; যথা রামগোপাল ঘোষ যেবে ত্রব্য আমার কাছে ধারে খরিদ করিয়াছেন, খতিয়ানে তাঁহার নামে ঐ সকল ত্রব্য খরচের দিকে খতাইবে, এবং “তিনি বাহা দিয়াছেন তাহা ঐ খাতার বাম দিকে জমায় নিম্নে জমা করিবে, যেহেতু আমি তাঁহাকে বাহা ধারি বিক্রয় করিয়াছি, তাহা তাঁহার খাতার খরচ পাড়িবে এবং তিনি বাহা আমাকে দিয়াছেন তাহা জমা হইবে। এই হিসাবে জমা ও খরচের যে অন্তর তাহাকে বাকি কহে।

১২৮১ সালের ১লা বৈশাখে রামগোপাল ঘোষের বিকট আমার ১০০ টাকা পাওনা স্থির করিলাম, সেই টাকাই আমার মূলধন; ২রা তারিখে উক্ত রামগোপালের কাছে কি গজ ৬০ আনা হিসাবে, ৬০ গজ লংকুশ কাপড় খরিদ করিলাম; ৩রা তারিখে ঐ ৬০ গজের মধ্যে ৪০ গজ কাপড় গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে, কি গজ এক টাকার হিসাবে, মুকতে বিক্রয় করিলাম; ৪টা তারিখে গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কাপড়ের দামের মধ্যে এক দকা ২০ টাকা দিগেল। এই কারবারের যে জমাবেতা ও খতিয়ান করিতে হইবে, তাহার প্রণালী নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

স্বাক্ষরিত

তারিখ

ক্রিয়াকর্মের নামঃ

সম ১২৮১ সাল।

বিতারিখ—১লা বৈশাখ—

রোজ—রবিবার—

দিনার জাবেতা মেহঃ—

জমা— খরচ—

ক্রিয়াকর্ম রামগোপাল ঘোষ

খাতে খরচ—

বিমর্জিত ১নং খাতার বাকি—

১০০)

বিতারিখ—২রা বৈশাখ—

জমা— খরচ—

ক্রিয়াকর্ম রামগোপাল ঘোষ

খাতে জমা—

৮০ গজ লংগুর কাপড়—

সর ৫০ জামা হিঃ ৬০।

বিতারিখ—৩রা বৈশাখ—

জমা— খরচ—

ক্রিয়াকর্ম গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

খাতে খরচ—

৪০ গজ লংগুর সর ১ হিঃ—৪০,

বিতারিখ—৪ঠা বৈশাখ—

জমা— খরচ—

ক্রিয়াকর্ম গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

খাতে জমা—

৪০ কাপড়ের দামের মধ্যে

২০০

সোজা জমাখরচের খতিয়ান।

৫

পূর্বোক্ত হিসাব খতিয়ান করিবার প্রথা।

একতা সমুদায় কাগজ রুল করিয়া তাহার বাম দিকে জমা ও দক্ষিণ দিকে খরচ লেখ।

পরে বাবু রামগোপাল ঘোষের নাম পত্তন করিয়া খরচের ১০০ টাকা দক্ষিণদিকে খতাও এবং ২রা তারিখে তাহার জমা ৬০ টাকা বামে খতিয়ান কর।

অনন্তর বাবু গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম পত্তন করিয়া, ৩রা তারিখে তাহার খরচ ৪০ টাকা খরচে খতাও এবং ৪ঠা তারিখে তাহার জমা ২০ টাকা জমায় খতিয়ান কর।

যখন সমুদায় জমাখরচ খতিয়ান হইবে, তখন প্রত্যেক হিসাবের বাকি ফাজিল কাটরা যে স্থানাতিরেক হইবে, সেই ছিট যে দিকে কম সমষ্টি সেই দিকে ধরিয়। দুইদিকের সমষ্টি সমান করিবে।

সোজা জমাখরচের খতিয়ান।

শ্রীজীকেশরায় মহাঃ।

সন ১২৮১ সাল

হিসাব শ্রীরামগোপাল ঘোষ।

জমা	খরচ
২ রা বৈশাখ ১২৮১—৬০,	১ লা বৈশাখ ১২৮১—১০০,
৮০ গজ কাপড় বাবুদ—	দঃ গতসনের ১ম আগের—
দর ফি গজ ৫০ হি—	খাতার বাকি—
৬০	১০০ ০
বাকি—৪০	
১০০	১০০

হিসাব শ্রীগিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

জমা	খরচ
৪ঠা বৈশাখ—১২৮১—২০	৩ রা বৈশাখ ১২৮১—৪০
২০	৪০ গজ কাপড় বাবুদ
বাকি—২০	৪০
৪০	৪০

মহাজনী কর্তন।

আমার যে পাওনা তাহা পূর্বোক্ত হিসাব দ্বারা নির্দ্ধারিত হইতেছে। এই পাওনা এবং এক্ষণে আমার হস্তে যে টাকানগদ আছে, এবং আমার কাপড় বাহা অবিক্রীয় আছে তাহার ক্রয় মূল্য ধরিয়া যে টাকা হয়, এই সকল সমষ্টি করিয়া আমার সমুদায় সম্পত্তি স্থির হয়। এই সম্পত্তি পূর্বের পুঁজির সহিত মিলাইয়া দেখিলে লাভ কি ক্ষতি হইল তাহা স্থির হইতে পারে। যথা—

বাবুরামগোপাল ঘোষের কাছে পাওনা ৪০
গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছে পাওনা ২০
আমার হস্তে নগদ তহবিল মজুদ ২০
কাপড় অবিক্রীত মজুদ ৪০ গজ,)
খরিদ দর ফি গজ ৫০ হিঃ) ৩০
	<hr/>
আমার একগণকার সম্পত্তি ১১০
আমার পূর্বের পুঁজি ১০০
	<hr/>
লাভ ১০ টাকা

এই কারবারে ৪০ গজ কাপড়, ফি গজে ১০ আনার হিসাবে মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া, বিক্রয় দ্বারা ১০ টাকা লাভ হইল।

সোজা জমাখরচ।

সোজা জমাখরচে কেবল হিসাবের কাগজ দেখিয়া, কি কি দ্রব্য অবিক্রীয় রহিল, এবং কত লাভ বা ক্ষতি হইল তাহা বলিতে পারা যায় না। সামান্য ব্যবসা হইলে নগদ আসামীদিগের হিসাব ধরিয়া কিছু কিছু বুঝা যায়, নতুবা এ জমা খরচে, কেবল মহাজনের দেনা পাওনা ভিন্ন, অত্ৰ কোন বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হওয়া যায় না।

কারবারের তাবৎ হিসাব না ধরিলে অবিক্রীত দ্রব্য কত আছে, এবং কোন দ্রব্যের কত লাভ বা ক্ষতি হইল তাহা সোজা জমাখরচে বুঝিতে পারা যায় না। যথা—আপনকার অবিক্রীত দ্রব্য হার্প কিবা ওজন করিয়া তাহার ক্রয়মূল্য, মজুত তহবিল এবং লইয়া,

এই সকল সমষ্টি করিয়া আসিল পুঞ্জির সাহিত্য মিলাইয়া দেখিলে লাভ লোকজ্ঞান জানা যায়।

সৌজ্য জমাখরচে মহাজনের সম্পত্তি নিরূপণ করা সুবিধা নহে। পুঞ্জি তাৎক্ষণিক প্রযোজ্য না ধরিয়া হিসাব করিলে, হিসাবে ভ্রম হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ইহার দ্বারা চুরি নিবারণের কোন উপায় নাই, অথবা কাগজের কোন ভুল বা কৃত্রিম হিসাব ধরা পড়ে না; কিন্তু ঐ সকল দোষ তকরারী জমাখরচে বিশেষরূপে ধরা পড়ে। হিসাব শুদ্ধরূপে রাখা কেবল তকরারী জমাখরচের দ্বারা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে।

তকরারী জমাখরচ।

তকরারী জমাখরচে জাবেতা, রোকড় ও খতিয়ান এই তিন প্রকার খাতার প্রয়োজন হয়।

যে কাগজে দৈনন্দিন আয়ব্যয়, কি খরিদবিক্রয় উপস্থিত মতে সম্পূর্ণ ও বিস্তারিত করিয়া লিখিতে হয়, তাহাকে জাবেতা কহে।

রোকড় খাতাতেও ঐ সকল বিষয় জমাখরচ করিতে হইবেক। এই খাতার খাতক মহাজনের অর্থাৎ কাহার নামে জমা ও কাহার নামে খরচ পড়িবে তাহা নির্দিষ্ট করিতে হয়। রোকড়ে জমা ও খরচ নির্দিষ্ট হইলে, খতিয়ানে জমাখরচ করিবার অতি সুবিধা হইয়া থাকে। বাহ্যিক আয়ব্যয়ের স্থলে তকরারী জমাখরচই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রতিদিন বিতারিখ দিয়া, সেই তারিখের জমাখরচ যত ফর্দে মাজ হয় লিখিয়া, ঠিক দিয়া তাহার নিচে কৈফিয়ত কাটিতে হয়। কৈফিয়ত অনুসারে তহবিলের টাকা দিনদিন মিলায় যায়। মজুত টাকা কোন প্রকারে কাহার হাওলাত (১) থাকিলে, ঐ কৈফিয়তের মজুত টাকার নীচে যায় দিয়া, নগদ মজুত ও হাওলাত এই দুই ব্যয় লিখিয়া বাহার যে পরিমাণ হাওলাত তাহা লেখা হয়।

রোকড়ের যে এক খণ্ড খসড়া হইয়া থাকে, তাহাকে কাঁচা খাতা

(১) অল্প দিগ্বেদ্য মিশ্রিত বিনা সূদে ও বিনা লেখাপড়ায় যে টাকা খরচ দেওয়া যায়, তাহাকে হাওলাত কহে।

মহাজনী নগর

কহে। এই কাঁচা খসড়া হইতে বে বাহা খাতার পরিষ্কার রূপে লেখা হইয়া থাকে, তাহাকে পাকা খাতা কহে।

খাতকমহাজন অর্থাৎ জমাখরচ নিশ্চিত করিবার ধারা বে লইয়া লেখা জমাখরচ কথিত হইয়াছে, ইহাতেও সেইরূপ। কিন্তু তৎকালী জমাখরচে কারবারী ব্যক্তিদিগের নাম যেমন খাতার জমা খরচ পড়ে, কারবারের অব্যাদির নামেও সেইরূপ হইয়া থাকে। যেমন, অমুক ব্যক্তি অমুকের খাতক লেখা যায়, তেমনি অমুক অব্যাদ অমুক অব্যাদের খাতক বসিয়া লিখিতে হয়।

যদি আমি ইশানচন্দ্র বসুকে ধারে কাপড় বিক্রয় করি, তবে রোকড়ে এই লিখিতে হইবে, ইশানচন্দ্র বসু কাপড়ের খাতক, অর্থাৎ ইশানচন্দ্র বসু খাতে খরচ, কাপড় খাতে জমা পড়ে। যদি আমি শিবচন্দ্র দত্তের কাপড় ধারে ক্রয় করি, তবে কাপড় শিবচন্দ্র দত্তের খাতক লিখিতে হইবে, অর্থাৎ শিবচন্দ্র দত্ত খাতে জমা, কাপড় খাতে খরচ পড়ে। নগদ টাকায় যত্বপি কোন বেচাকেনা করি কিম্বা কোন অব্যদের সহিত কোন অব্যদের মার্জা (বিমিসর) করি, তবে নীচের নিয়মানুসারে জমাখরচ করিতে হইবেক।

যে অব্য পাওয়া যায় অর্থাৎ ঘরে আইসে সেই অব্য খাতক, কারণ সেই অব্য খরিদখাতে খরচ পড়ে; এবং যে অব্য দেওয়া যায় অর্থাৎ বাহা বাহিরে যায় সেই মহাজন, কারণ সেই অব্য বিক্রয় খাতে জমা হয়।

যদি আমি নগদ টাকা দিয়া কাপড় ক্রয় করি, তাহা হইলে রোকড়ে এই লিখিতে হইবে;—কাপড় নগদ তহবিলের খাতক অর্থাৎ কাপড় খাতে খরচ, তহবিল খাতে জমা হইবেক। যত্বপি কাপড় নগদ টাকায় বিক্রয় করি, তবে তহবিল কাপড়ের খাতক লিখিতে হইবে, অর্থাৎ কাপড় খাতে জমা, তহবিল খাতে খরচ পড়িবেক। পরে অব্যের দর, পরিমাণ, এবং মোটের বিবরণ লিখিতে হইবে।

যখন দুই ভিন্ন আসামী কিম্বা অব্য এক কাগজের ভিতরে জমাখরচ করিতে হয়, তখন ‘বিবিশ’ এই সংজ্ঞা ব্যবহার করিতে হয়, যথা—যদি আমি কাপড় বিক্রয় করিয়া কতক নগদ টাকা পাইলাম, কতক পাওনা রাখিলাম, তখন, বিবিশ আসামী কাপড়ের খাতক এইরূপ রোকড়ে

তকরারী জমাখরচ।

লিখিতে হয়, অর্থাৎ বিবিধ খাতে খরচ করিয়া কাপড় খাতে জমা হইবেক; এখানদেও দর প্রকৃতির বিকরণ লিখিতে হইবেক।

যে সকল লোকের সহিত দেনা পাওনা থাকে, কিবা যে সমস্ত ত্রব্য খরিদবিক্রয় হয়, এবং ঘেষে বাবের জমা ও খরচ রোকড়ে থাকে, ততৎ লোকের বা খরিদ বিক্রয়ের ও বাবের এক কি উতোমিক হিসাবের কর্দে পৃথক্ লিখিতে হয়। সন আখিরীতে এই সকল হিসাবের জমা ও খরচে ঠিক দিয়া বাকী কাটিলে দেনাপাওনা, লাভনোহান জানা যায়। নগদ বিক্রয়ের স্থলে জমাখরচ কোন ব্যক্তির হিসাবে না হইয়া জিনিসের খতিয়ানে হইবে, অর্থাৎ রোকড়ের লিখিত জমা খতিয়ানের জমার ঘরে ও রোকড়ের লিখিত খরচ খতিয়ানের খরচের ঘরে পাড়বেক। এই খতিয়ান অনুসারে রেওয়া অর্থাৎ সালতামামী নিকাসী কাগজ প্রস্তুত হয়।

জমার অঙ্ক বেশী হইলে জমার ঠিকের নিম্নে খরচ বাদ, এবং খরচের অঙ্ক বেশী হইলে খরচের ঠিকের নিম্নে জমা বাদ দিতে হইবে। এবং জমার নিম্নের বাকী টাকাকে দেনা ও খরচের নিম্নের বাকী টাকাকে পাওনা গণ্য করিতে হইবেক। জমাখরচ উভয় তুল্য হইলে খরচের নিম্নে জমা বাদ দিয়া বাকী শূন্য করিতে হইবে।

এক প্রকার খাতার জমাখরচ যদ্যপি রোকড়ে নানা স্থানে লিখিত হইয়া থাকে, তবে খতিয়ানে তৎসমুদায় একত্র করিয়া খতাইতে হইবে। প্রত্যেক খতিয়ানে সোজা জমাখরচের মত, জমার দিকে জমা, খরচের দিকে খরচ খতাইতে হইবে; কিন্তু এস্থলে এক খাতা দুইবার খতিয়ান করিতে হয় বলিয়া, ইহাকে দোহারী অর্থাৎ তকরারী হিসাব কহে।

খতিয়ানে তিন প্রকার খতা নির্দিষ্ট আছে,—কারবারী ব্যক্তির খাতা, ত্রব্যাদির খাতা এবং বাজে খাতা।

কারবারী ব্যক্তির খাতা, সোজা হিাবে যে রূপ, তকরারী হিসাবেও সেইরূপ খতিয়ান হয়। রোকড়ে কোন ব্যক্তির নামে যেমন জমা কিবা খরচ পড়ে অর্থাৎ সে ব্যক্তি খাতক কিবা মহাজন দেখা থাকে, খতিয়ানেও সেইরূপ লিখিতে হয়। যদ্যপি রোকড়ে মহাজন বোরক অর্থাৎ জমা শব্দের ব্যবহার না থাকে, তথাপি কে মহাজন তাহা অন্যান্য

জমিতে পারা যায়। হিসাব উল্টা করিয়া দেগিলেই মহাজন অর্থাৎ জমা বোধ হইয়া থাকে, যথা,—কাপড় দৈশানচন্দ্র বস্তুর খাতক, তবে দৈশানচন্দ্র বস্তুর কাপড়ের মহাজন হইলেন।

কোন ব্যক্তির নিজ হিসাবসকলও এইরূপ জানিবে। দৈশানচন্দ্র বস্তুর নিজ খাতার যে সকল বাবুদে খরচ পড়িয়াছে, সেই সকল বিষয়ের নিমিত্ত তিনি আমার খাতক হইয়াছেন, এবং যে সকল বাবুদে জমা হইয়াছে, সেই সকল বিষয়ের কারণ আমি তাহার খাতক হইয়াছি। এই দুই দিকের অন্তরকে শাকী কহে। যদি খরচের দিকে বাকী বেশী হয়, তবে দৈশানচন্দ্র বস্তুর আমাব খাতক এবং অন্যপি জমার নিকে বেশী হয়; তবে আমি অবশ্যই তাহার খাতক হইব।

যে খাতায়, সওদাগরী দ্রব্য, মজুদ তহবিল, জাহাজ, বাটী, ইত্যাদি বস্তুর জমাখরচ পতন করিতে হয়, তাহাকে আসল খাতা কহে। যেমন রোকড়ের তত্ত্বাত্তা হিসাবের জমার দিকে জমা, খরচের দিকে খরচ খতিয়ান হয়, সেইরূপ কোন দ্রব্য বন্দ করিলে, সেই অবস্থায় খাতায় খরচের দিকে খতিয়ান হয়; এবং যখন ঐ দ্রব্য কিছু জায় কিমদংশ বিক্রয় হয়, তখন ঐ খাতার জমার দিকে জমা হয়, তখন ঐ দ্রব্যের বড় অবিক্রয় থাকে, এবং প্রত্যেক দ্রব্যের কি লাভ নোকান হইল তাহা যখন ইচ্ছা তখন অবগত হওয়া যাউতে পারে।

মজুদ তহবিলখাতায় বাহা জমা হয়, তাহা ঐ খাতার খরচের দিকে খতিয়ান হয়, বাহা খরচ হয়, তাহা জমার দিকে খতিয়ান হয়।

ধনীর নিজ খাতা এবং লাভ ও নোকানের খাতাকে প্রজ্ঞেখাতা কহে।

ধনীকে অর্থাৎ কাগজ পত্রের এবং কারবারের কর্তাকে নিজ খাতা কহে। ধনীর যে সকল দেনা থাকে, তাহা মূল্য কাগজের নিজ খাতার খরচের দিকে খতিয়ান করিতে হয়; এবং ধনীর নিজের নগদ পুঞ্জি, দ্রব্যাদি এবং পাওনা বাহা থাকে, তাহা ঐ খাতার জমার দিকে জমা করিবেক। এই দুইদিকের কৈফিয়ৎ কাটিলে মহাজনের সম্পত্তি স্থির হইতে পারে। ব্যবসায় দ্বারা যে কিছু লাভ ও নোকান হয়, তাহাকে মুনাফা ও কতি কহে। ব্যাজ, বেতন ইত্যাদিগকেও কতি বলিয়া ধরিতে হয়। কতি খরচের দিকে আর মুনাফা জমার দিকে খতিয়ান করিতে হয়।

এই দুই দিকের কৈফিয়ৎ কাটিলে মোট লাভ কি মোসান জানিতে পারা যায়।

মাসিক আয় ব্যয়ের জমাখরচকে মাসকাবারু কহে। তমা বা খরচের মোট সংখ্যা ও স্থূল লিখিত বিষয়কে সদর এবং তাহার অন্তর্গত বিভাগ-
রিত বিবরণ সমন্বিত দৈনন্দিন আমানীওয়ারী জমা বা খরচের অঙ্কে
মফসল কহে।

আর ইহাতে বাস বাদে অবশিষ্ট যে টাকা স্থিৎ থাকে, তাহাকে
মজুদ কহে।

রোজুতে কোন ব্যক্তির নামে টাকা জমা কি খরচ পড়িল, এ
ব্যক্তির ধাম লিখিতে হয়। রোজুতে কোন হিসাবে খতিয়ান হইল,
এ হিসাবের পার্শ্ব (১) এককপা চিহ্ন দিতে হইবেক। তাহাতে জানা
যায় যে, এই হিসাব খতিয়ানে উঠিয়াছে।

বৎসরের শেষ দিবসে অর্থাৎ আগামী মনেৎ খাতা পত্রের পূজা
দিবস মজুদ মাল ও দিবস বাজার মনেৎ বিক্রম লম্বা করিতে হয়, এ
ও মজুদ মাল আগামী মনেৎ খাতায় অবত লিখিতে হয়। ইহা
ভিন্ন মজুদের সহিত সাংসারিক লাভ মোসানাব হিসাব পরি-
কার হয় না।

বাৎসরিক আয় ব্যয়ের বিবরণগ্রন্থকে যে কাগজ, তাহাকে মাল-
তামামী নিকানী জমা খাচ কহে।

তক্রারী ভাণ্ডারের সংক্ষিপ্ত উদাহরণ।

প্রথম প্রস্ত জাকাবহী।

জিউঈখরায় নমঃ।

সন ১২৮১ মাল।

বিতারিখ ————— ১ মা বৈশাখ

রোজ ————— রবিবার ———

দিনায় জাকাব খেহা-

জমা

খরচ

ঈরামগোপাল ঘোষ

খরচ

দং গতসনের ১ দাগের

খাতার বাকী বাবদি

টাকা

বিতারিখ ২ রা বৈশাখ

রোজ সোমবার

দিনার জাক শেহা

জমা

খরচ

ঈরামগোপাল ঘোষ

জমা

৮০ গজ কাপড় বাবদ

দর প্রতিগজ ৮০ আনার হিঃ

টাকা

বিতারিখ ৩রা বৈশাখ

রোজ মঙ্গলবার

দিনার জাক শেহা

জমা

খরচ

ঈগিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

খরচ

৪০ গজ কাপড় বিক্রয় বাবদ

দর প্রতি গজ ১ টাকার হিঃ

টাকা

বিতারিখ ৪ঠা বৈশাখ

রোজ বুধবার

দিনার জাক শেহা

প্রথম প্রস্তু রোকড় বহী।

২০

জমা ————— খরচ —————

শ্রী গিরীশচন্দ্র ঘোষোপাধ্যায়

জমা —————

দং কাপড়ের দাঁড়িমের মধ্যে

টাকা ————— ২০

প্রথম প্রস্তু রোকড় বহী।

শ্রী শ্রীধরায় নমঃ।

সন ১২৮১ সাল।

বিতারিখ ————— ১রা বৈশাখ

রোজ ————— রবিবার

দিনায় রোকড় রূপেয়া —————

জমা ————— খরচ —————

নিজ খাতে ————— শ্রী রামগোপাল ঘোষ খাতে

জমা ————— ১০০

খরচ ————— ১০০

দং সাবেক হিসাবের বাকী ————— সাবেক হিসাবের দং বাকী —————

জমা খরচি —————

জমা খরচি —————

টাকা ————— ১০০

টাকা ————— ১০০

বিতারিখ ————— ২রা বৈশাখ

রোজ ————— সে মবার

দিনায় রোকড় রূপেয়া —————

জমা ————— খরচ —————

শ্রী রামগোপাল ঘোষ খাতে ————— কাপড় খরিদ খাতে —————

জমা ————— ৬০

খরচ ————— ৬০

৮০ গজ কাপড় বাবুদ

শ্রী রামগোপাল ঘোষ

দর কি গজ ৬০ হিসাবে

৮০ গজ, দর কি গজ ৬০ হিঃ

টাকা ————— ৬০

টাকা ————— ৬০

বিতারিখ ————— ৩রা বৈশাখ

রোজ ————— মঙ্গলবার

দিনায় রোকড় রূপেয়া —————

জমা	খরচ
কাপড় বিক্রয় খাতে	ত্রিগিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় খাতে
জমা—৪০	খরচ—৪০
ত্রিগিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪০ গজ কাপড় দ্বারা
৪০ গজ দর প্রতি গজ ১ হিঃ	দর কি গজ ১ হিঃ
টাকা—৪০	টাকা—৪০
বিতারিখ	৪৮১ বৈশাখ
রোজ	কুখবার
দিনার রোকড় রূপেরা	

জমা	খরচ
ত্রিগিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	মজদ তহবিল খাতে
খাতে জমা—২০	খরচ—২০
দং কাপড়ের দামের মধ্যে	টাকা—২০
টাকা—২০	

খতিয়ান বহীতে ডাইনদিকে খরচ ও বামদিকে জমা লিখিত হইয়া থাকে। ইংরাজী খতিয়ান বহীর পত্রের পত্রের বামদিকে তারিখের স্থান রাখিতে হয়, আর ডাইনদিকে রোকড়ের পত্রের অপায়ে যে যে পত্রের হিসাব খতিয়ান হয়, সেই পত্রের পত্রাঙ্ক বসাইবার স্থান রাখিতে হয়।

রোকড় বহীতে যাহার পব যে খাতা জমাখরচ হইয়াছে, গতি-রান্নেও সেইরূপে খাতা পত্তন হইয়া থাকে, কেবল নিজ খাতা প্রথমতঃ পত্তন করিতে হয়।

পূর্বে যে উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে নিজ খাতা মহাজন, রামগোপাল ঘোষ খাতক, অর্থাৎ নিজ খাতে জমা, রামগোপাল ঘোষ খাতে খরচ; অতএব নিজ খাতার প্রথমতঃ জমা খতিয়ান হইবেক, পরে রামগোপাল ঘোষের খাতার খরচ খতিয়ান হইবেক।

যদিও অন্য খাতা হইবার রোকড়ে খতিয়ান করিতে হইবেক। রোকড় রোকড়ের দোঁমরা তারিখের জমাখরচ খতিয়ান হইয়াছে,

প্রথম প্রস্তু খতীয়ান বহী।

১৫

কাপড় খাতক, রামগোপাল ঘোষ মহাজন অর্থাৎ কাপড় খাতে খরচ
রামগোপাল ঘোষ খাতে জমা পড়িয়াছে।

তেমরা ও চৌচা তারিখের জমাখরচও এই রূপে খতিয়ান হইয়াছে,
যথা—দ্বিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় খাতক ও কাপড় মহাজন অর্থাৎ
দ্বিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় খাতে খরচ, কাপড় খাতে জমা হইয়াছে। পরে
মজুদ তহবিল খাতক, দ্বিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাজন অর্থাৎ মজুদ
তহবিলে খাতে খরচ, দ্বিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় খাতে জমা হইয়াছে।

খতিয়ান বহীতে যেখো খাত একবার পত্তন হইয়াছে, সেই সেই
খাতেরই পত্তন করিতে যেন তত্তৎখাতা পুনর্বার পত্তন না হয়।

প্রথম প্রস্তু খতীয়ান বহী।

শ্রী কীর্ত্তিবরায় নমঃ।

সন ১২৮১ সাল।

হিসাব নিজ খাতা।

১লা বৈশাখ	১০০	খরচ	
মাং কীরামগোপাল ঘোষ			
টাকা	১০০		
লাং লোকদান	১০		
মুদ্রা	১০		
	১১০	বাকী	১১০

হিসাব কীরামগোপাল ঘোষ।

জমা	খরচ
২রা বৈশাখ	১লা বৈশাখ
৮০ গজ কাপড় ব্যবদে--১০	খোদ ধনী ১০০
দর প্রতি গজ ৮০ হি	টাকা ১০০
টাকা ৬০	১০০
	৬০
বাকী ৪০	
১০০	

গহাকনী দর্শন

হিসাব কাপড় খাতা ।

জমা	খরচ
৩৫১ বৈশাখ	২৫১ বৈশাখ ৬০
মাং গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮০ গজ কাপড় খরিদ বাবতে
৪০ গজ কাপড় বিক্রয়—৪০	দর কি গজ ১০ হি—
৪০ গজ অবিক্রীত	টাকা— ৬০
কিঃ গজ ১০ হিঃ— ৩০	
৮০ গজ ৭০	মুনাফা— ১০
	৭০

হিসাব শ্রীগিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।

জমা	খরচ
৪৮১ বৈশাখ ২০	৩৫১ বৈশাখ ৪০
কাপড়ের দরের মধ্যে—	৪০ গজ কাপড় বাবতে কি গজ
টাকা ২০	১ টাকা হি ৪০
	২০
বাকী ১০	৪০
	৪০

হিসাব মৃত তহবিল ।

জমা	খরচ
	৪৮১ বৈশাখ
	মাং শ্রীগিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২০
	বাকী ২০
বাকী ২০	২০

হিসাব লাভ নোয়ান খাতা ।

জমা	খরচ
মাং কাপড় খাতা— ১০	ধনী ১০
মুনাফা বাবতে ১০	দং মুনাফা— ১০
১০	১০

হিসাব লহনা খাতা ।

জমা ————— খরচ —————

ধর্মীর নিজের সম্পত্তি ——— ১১০ বাবতে রামগোপাল ঘোষ — ৪০

মজুদ ————— ১১০ কাপড় খাতা ————— ৩০

গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় — ২০

• মজুদ তহবিল ————— ২০

রেওয়া করিবার প্রথা ।

রেওয়া দ্বারা কারবারেব বাৎসরিক আয়, ব্যয়, মুনাফা এবং দেনা-পাওনা বিশেষরূপে জানা যায়। খতিয়ান দৃষ্টে এই কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই কাগজ কেহ কেহ নক্সাওয়ারী মতে প্রস্তুত করে, এবং জমিদারী মহালদের সালতমামী জমাখরচের কাগর মফস্বল সহিত লিখিয়া থাকে।

যেমন বোকড়ের জমা এবং খরচের অঙ্ক খতিয়ানের জমা ও খরচের ঘরে পড়ে, তেমনি খতিয়ানের জমা ও খরচ বাদ রাখিয়া যে অবশিষ্ট অঙ্ক জমা ও খরচের নিম্নে থাকে তাহা রেওয়ায় জমা ও খরচের ঘরে রাখিতে হইবে; তাহার অন্তর্গত হইলে কিম্বা বোকড় কি খতিয়ানের কোন স্থানে কোন ভুল হইলে মোট মিল হইবে না।

দেনা ও মুনাফা রেওয়ায় জমার ঘরে রাখিতে হইবে, এবং খরচ ও বিলতবাকী রেওয়ায় খরচের ঘরে পড়িবে। মুনাফার যে পরিমাণ, তাহার নীচে ঐ খরচ বাদ দিয়া নিকর মুনাফা জানিতে হইবেক। নোক্তানু থাকিলে ঐ নোক্তানের অঙ্ক মুনাফায় বাদ দিয়া মুনাফা পূর্ত্ব হইবে।

যখন বোকড় হইতে তাৎক্ষণিক হিসাব খতিয়ানে দুইবার লিখিত হইবেক, এবং উভয় দিকের অর্থাৎ খরচের দিকের মোট ঠিক জমার দিকের মোট ঠিকের সহিত ঐক্য হইবেক, তখন এই হিসাব বিশুদ্ধ হইয়াছে জানিতে হইবে।

সচরাচর এই পরীক্ষা একতা কাগজে ধারিতে হয়। ঐ কাগজে কণের বাহুল্যতা বুঝিয়া প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক, মাসিক অথবা বার্ষিক খতিয়ানে মোট উঠাইতে হয়। ঐ কাগজের বামদিকে জমা ও ডানদিকে খরচ লিখিয়া, এতোক খাতার মোট জমাখরচ, জমার দিও জমা ও খরচের দিকে খরচ বসাইতে হয়। যদি দুইবির কাগজে ক্রোপি ভুল না থাকে, তবে দুই দিকের সমষ্টি তুল্য হইবে। পরীক্ষিত প্রতিয়ান কিরূপে ইংরেজী বাঙ্কালার রেওরা বর্ণিত হইবে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

ইংরেজী রেওয়ার প্রথা ।

খরচ ———		জমা ———	
“	“	“ নিজ খাতা ———	— ১০০
১০০,	“	“ জী রামগোপাল ঘোষ ———	— ১০
৬০,	“	“ কাপড় খাতা ———	— ৮০
৪০,	“	“ জীগিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় —	— ১০
২০,	“	“ মজুদ তহবিল ———	— ০
<hr/>		<hr/>	
২২০,		১১০,	

বাঙ্কাল রেওয়ার প্রথা ।

জমা (দেনা) ———		খরচ (পাওনা) ———	
নিজ খাতা ——— ১০০		জী রামগোপাল ঘোষ ——— ৪০	
মুনাফা ও নোজান খাতা ১০		কাপড় খাতা ——— ৩০	
		জীগিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় — ২০	
		মজুদ তহবিল ——— ২০	
<hr/>		<hr/>	
১১০		১১০	

খাতার বাকী ফাজিল করিয়া, খাতা মারাত্মক করিবার নিয়ম।

রোকড় খতিয়ান হইলে, লাভনোজানের এক খাতা মার বাকী জারের এক খাতা পত্তন করিতে হয়। যে পর্যন্ত অত্যন্ত সমুদায় খাতার বাকী ফাজিল না হয়, সেই পর্যন্ত এই দুই খাতার, এবং মজুদ খাতার বাকী মারাত্মক করা উচিত নহে। অতএব, দ্বিতীয় হিসাবের শেষ কর, এবং দুবখানে জমাখরচ হইয়া ৪০ টাকা বাকী হইয়াছে, ঐ বাকী যে

নিকের ঠিক কম আছে, সেই দিকে ধরিয়া দুই দিকের ঠিক সমান কর ।

জমার দিকে বাহা বাকী হইয়াছে, তাহা রামগোপাল ঘোষের হিসাবে জমা করিয়া লহনার ফর্দে খরচের দিকে লিখিয়া রাখ ; কারণ, রামগোপাল ঘোষের ঐ বাকী যদ্যপি এই হিসাবে জমা করিতে হয়, তবে পাওনা খাতায় ঐ টাকা খরচ লিখিতে হইবে ।

এই নিয়মানুসারে সকল ব্যক্তির হিসাব ঠিক করা জিল করিয়া খাতা মারাত্মক করিতে হইবে ; কিন্তু যদ্যপি মহাজমা বা দারিদ্র্যের কতক অতিক্রম থাকে, তবে ঐ খাতায় দুই দফা বাকী কাঁজিল করিবার আবশ্যক হয় । যথা, কাপড় খাতায় কত গজ কাপড় খরিদ বিক্রয় হইয়া জমাখরচ হইয়াছে, প্রথমে তাহার মিনন করিয়া বাহা বাকী মজুদ থাকে, তাহা ঐ খাতার যে দিকে ঠিক কম অর্থাৎ জমার দিকে ধরিলে, জমাখরচ দুই দিকের জমুল ঠিক একসমান হইবে ।

এইস্থলে ৪০ গজ কাপড় বাকী মজুদ ; ইহার ক্রয় মূল্য ৩০ টাকা । ঐ টাকায় এই কাপড়ের হিসাবের জমার দিকে টানিয়া, লহনার খাতার খরচের দিকে লিখিয়া রাখিতে হইবে ।

যখন দ্রব্যের অর্থের কাপড়ের জমাখরচ এইরূপ নিকাশ হয়, তখন তাহার খরিদ বিক্রয়ের টাকা মিলাইলে ঐ দ্রব্যের লাভনোজ্ঞান জানা যায় । এই কাপড়ের খাতায়, খরচের দিকে আশোকা জমার দিকে ১০ টাকা বেশী হইল, এই জন্ত ঐ ১০ টাকা এই কাপড়ের হিসাবে খরচের দিকে টানিয়া মুনাফার খাতায় ঐ টাকা জমা রাখিতে হইবে ।

গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের খাতা ও মজুদ তহবিলের খাতা এইরূপ বাকী কাঁজিলের দ্বারা মারাত্মক করিয়া, হিসাব পরীক্ষা করিতে হইবে ।

মুহুরির কাগজ পরীক্ষার ক্রম ।

নিজ খাতা, লাভ ও নোজ্ঞান খাতা, এবং লহনা খাতা, এই তিন খাতার হিসাব ব্যতিরেক হইবে খাতা মারাত্মক করিতে হইবে । পরে লাভ ও নোজ্ঞান খাতা মারাত্মক করিয়া মুনাফা ১০ টাকা ঐ খাতার খরচ লিখিয়া নিজ খাতায় জমা করিবে । অনন্তর নিজ খাতা মারাত্মক

করিলে যে ১১০ টাকা বাকী মজুদ হইবে, তাহা এই খাতায় খরচ লিখিয়া লহনার খাতায় জমা করিবেক ।

যদ্যপি এই বিষয়ে কোন তুল না থাকে, তবে এই লহনার খাতায় জমাখরচ দুই দিকের একুন ঠিক সমান হইবে ; এবং তদ্বারা কাগজের ও পরীক্ষা হইয়া যাইবে । এইরূপ পরীক্ষা তফরারী হিসাবের সময় উপস্থিত হইয়া থাকে । এই পরীক্ষার কারণ নিম্নে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইতেছে ।

লহনার হিসাবে খরচের দিকে অর্থাৎ পাওনার দিকে আঁকিয়া মজুদ জমিস, মজুদ টাকা ও যে সকল লহনা পাওনা আছে সমুদায় ধরা হইয়াছে । আর এই হিসাবের জমার দিকে অর্থাৎ দেনার দিকে বাহা আমার দেনা তৎসমুদায় ধরা হইয়াছে । এই জমা ও খরচ দুই দিকের অন্তর করিলে নিজ সম্পত্তি জানা যায় ।

সম্পত্তি নিশ্চয়ের অন্য প্রথা এই, - যুনফা ও সাবেক পুঁজি দুই একত্র করিয়া, কিছু বাহা নোজান হয়, তাহা আসল পুঁজি হইতে বাদ দিয়া বাহা বাকী থাকে, তাহা লহনার ফর্দে জমার দিকে ধরিলে, যদি কাগজ পত্রের কোন স্থানে তুল না থাকে তবে দুই দিকের মোট সমান হয় ।

হিসাবের ভিতর তুল থাকিলেও লহনার হিসাবে দেনাপাওনা সমান হয়, খতিয়ান বহীতে এক আসামীর জমাখরচ অন্য আসামীর হিসাবে খতিয়ান হইলেও দেনা পাওনার হিসাবে অর্থাৎ লহনার হিসাবে ঞ্জমুল ঠিকের কোন কমিবেশী হয় না । অবএব, পূর্বোক্ত পরীক্ষা দ্বারা ইহা ধরা পড়ে না, কিন্তু মুহুরির কাগজে এ প্রকার ভুল কখন কখন অপ্রকাশ থাকে । যাঁহা হউক, এই সম্ভাবিত ভ্রান্তির নিবারণ করিতে হইলে, আসল খতিয়ান বহীর আর একখানা কজু খতিয়ান বহী করিলে, এবং ঐ দুই খানা খতিয়ান বহী দুইজন মুহুরিতে লিখিলে । সর্বত্রই এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে, হিসাব দিনদিন কিম্বা সপ্তাহে সপ্তাহে কজু দিতে হয়, তাহা হইলে যখনকার ভুল তখনি সংশোধিত হয় । দুইখানা খতিয়ান বহীর কজু, পাকা মোকড় বহীর সহিত কজু দিতে হয়, একজন মোকড় ধরিয়া পড়িবেক, আর একজন খতিয়ান

বহী দেখিবেক, তাহা হইলে অনায়াসে দেখিতে পাওয়া যাইবেক যে, সমুদায় তকরারী জমাখরচী খতিয়ান বহীতে নিয়ম পূর্বক খতিয়ান হইয়াছে কি না ।

নূতন কাগজ আরম্ভ করিবার সময়, পুরাতন হিসাব অর্থাৎ পূর্ব কারবারের রেওয়ার কর্দে মহাজনের সমুদায় রকমের ঠিকানা পাইবে, তাহা দেখিয়া নূতন হিসাব পত্রনের সময় মহাজনের নিজের সম্পত্তির ঠিক করিতে পারিবে । প্রথম প্রস্ত কাগজের মধ্যে এ সেরেস্তার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল না, দ্বিতীয় প্রস্তে দর্শিত হইবে ।

দ্বিতীয় প্রস্ত কাগজ ।

(বর্তমান রীতানুসারে শৃঙ্খলাবদ্ধ ।)

তকরারী জমাখরচের ধর্ম্যানুসারে পূর্ব প্রথা মত এ প্রথাতেও জাদা, রোকড় ও খতিয়ান বহীতে সকল কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে । কিন্তু ইহাতে শৃঙ্খলাবদ্ধর অনেক প্রভেদ লক্ষিত হয়, কারণ সদর জাদা বহী ভাঙ্গিয়া অনেক পেটাও জাদাবহী করিয়া, প্রত্যেক বিষয়ের বিস্তারিত হিসাব রাখিতে হয় । সেই সকল পেটাও বহীর নামস্বথা—

তহবীল বাকী বহী । চালান বহী

হুণ্ডির নকলবহী । সওদাবহী

নগদ টাকার জমাখরচ রাখিবার জাদাবহীকে তহবিলবাকী বহী কহে ।

আয়দানী ও রপ্তানি হুণ্ডি সকলের নকল রাখিবার জাদাবহীকে হুণ্ডির নকলবহী কহে ।

মহাজনের নিজের কিসা আড়তের দ্রব্যাদির রপ্তানির হিসাব রাখিবার জাদাবহীকে চালানবহী কহে ।

আড়তে যে সকল দ্রব্য আমদানী হয়, তাহার বিক্রয়ের হিসাব রাখিবার জালা বহীকে সওদা বহী কহে ।

জাদাবহীতে পূর্বোক্ত করেক বিষয় ভিন্ন অত্যাশ্রয় কারবারের বিস্তারিত লিখিতে হয়, কিম্বা এই সদর জাদায় সকল বিষয়ের বিস্তারিত লিখিয়া, বিমর্জীম তহবিলবাকী বহী ইত্যাদি লিখিলে, ঐ সকল পেটাও বহীতে বিস্তারিত জানিবার প্রয়োজন হয়। থাকে ।

সদর বহী সকলের আয় পেটাও জাদাবহী সকলেরও অন্তান্ত আয়-শ্রুক, কারণ যে সকল আড়তদারেরা দ্রব্যের আমদানীরপ্তানি করে, তাহার সকলেই অবশ্য বাৎসার রীতিমত এই সকল পেটাও বহীর এক এক প্রস্তুত স্বস্থ নিকটে রাখিবেন ।

গুজরৎ বা মারফৎ শব্দের অর্থ দ্বারা বুঝায় ।

খোদ শব্দে স্বয়ং ।

বাবতে [বাবুদ] শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ।

সকা শব্দের অর্থ পৃষ্ঠা ।

প্রাপ্য আদায়কে ওয়াশীল কহে ।

মোট মিলাইবার জন্ত, এক ফর্দের টিক অত্র ফর্দে লিখিতে হয়, তাহা এই ফর্দের উপরে টানিলে জের ও নিম্নে টানিলে ইজা কহে ।

টাকার অঙ্কের পূর্বে মবলগ লিখিতে হয় ।

দিনায় শব্দে দৈনিক বুঝায় ।

কারবার ঘটিত বা সুবিধার নিমিত্ত, হুণ্ডি বিনিময় অথবা কোন কার্য করাইয়া লইলে যে কিছু দিতে হয়, তাহাকে বাঁটা কহে ।

বাছারা দেশবিদেশে অনেক টাকার ব্যবসায় করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে হাউসওয়াল কহে ।

বাছারা কুঠী ও বস করিয়া নীল, রেশম প্রভৃতির ব্যবসায় করে, তাহাদিগকে কুঠিয়াল কহে ।

বাছারা কমিসন লইয়া হুণ্ডি, বিল প্রভৃতির দ্বারা টাকা বিনিময়ের ব্যবসায় করে, তাহাদিগকে কুঠিওয়াল কহে ।

বাছারা দূরদেশ হইতে মাল চালানোর কার্য করে, তাহাদিগকে জাহাজওয়াল বা মহাজন কহে ।

যাহারা পরের মাল সংগ্রহ পূর্বক দালাল দ্বারা তৎসমুদায় বিক্রয় করিয়া দেয়, ও উহার মূল্য হইতে কমিসন বাদ লয়, তাহাদিগকে আরতদার কহে। আড়তদারেরা বাহাদের মাল বিক্রয়ার্থ লয়, তাহাদিগকে বাপারী কহে। যে স্থানে আরতদারেরা কার্য করে, তাহাকে আড়ত কহে। যাহার মূলধনে আড়তের কার্য চলে, তাহাকে আড়তের মহাজন কহে। আরতের সর্বাগ্রধান কর্মচারীকে গাদিসান কহে। বাহারা মাল খরিদ বিক্রয়ের সময় ওজনের কমিবেশী ঠিক করে, তাহাদিগের নাম কয়াল। ঐ মাল বাহারা কাঁটায় চড়াইয়া দেয়, তাহাদিগকে চাপাদার কহে। আড়তদারদিগের নিযুক্ত যে সকল কর্মচারী জলপথে ভ্রমণ করিয়া বাপারী সংগ্রহ করিয়া আনে, তাহাদিগকে খালগস্তী কহে।

যাহারা কোন মালের গ্রাহক সংগ্রহ করে ও আপনাদিগের পরিশ্রমের পরিবর্তে সেই দ্রব্য বিক্রয় হইলে, উভয় পক্ষ হইতে শতকবা বা মণকরা কমিশন লয়, তাহাদিগকে দালাল কহে।

যাহারা কোন কার্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত ফরান বাঢ়ুক্তি করিয়া লয়, তাহাদিগকে কন্ট্রাক্টর কহে।

জাবেতা অথবা রোজনামা বহী ।

এই বহীর আরম্ভে মহাজনের নিজের সম্পত্তির তালিকা (যাহা পূর্বক খতীয়ান বহীর বাকীজায় হিসাবে দেখিতে পাইবে) প্রথমে জমা খরচ কবিরেক। তদনন্তর যখন যে কর্ম উপস্থিত হইবেক, সেই বিষয় জমা খরচ করিয়া, যে মতালকের যে কর্ম সেই মতালকের পেটাও বহীতে বিস্তারিত জানিবার বরাত দিবে; কারণ ঐ পেটাও বহীতে ঐ বিষয় বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে। পেটাও বহীতে বরাত দিবার জন্ত নিম্নলিখিত সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—

বিমর্জিত তহবিল বাকী বহী স্থলে	তঃ	বাঃ	বঃ
“ ভণ্ডির নকল বহী “	ভঃ	নঃ	বঃ
“ চালান বহী “	চাঃ	বঃ	
“ সওদা বহী “	সঃ	বঃ	

এই সাপ্তাহিক অঙ্কর সকলের পার্শ্বে যে পত্রাক থাকিবেক, সেই অঙ্কদ্বারা চালান বহী ও সওদা বহীর-যে পত্রে এই বিষয় লিখিত আছে, তাহার টিকানা পাইবে। এই সাপ্তাহিক অঙ্করের নিকটে ছুটি ইত্যাদির সংখ্যা (নম্বর) লিখিরা রাখিবে, এবং যে বিষয় বিমর্জিত তহবিলবাকী বহী লিখিতে হইবেক, তাহাতে পত্রাক দিবার প্রয়োজন নাই, শুদ্ধ তারিখ থাকিলে অনায়াসে ধরা পড়িতে পারে।

দ্বিতীয় প্রস্তুত জাবেতা বহী ।

শ্রীশ্রীজগদীশ্বরায় নমঃ ।

সন ১২৮১ সাল।

সাং কলিকাতা, সরকার জিয়ুক্ত শাবু দুর্গাচরণ লাহা, ১২৮০ সালের ৩১এ চৈত্র পর্যন্ত খাতার নানা প্রকার দ্রব্য, অংশামী, দেনা পাওনা ইত্যাদির তালিকা । তাং ১লা বৈশাখ ১২৮১ সাল।

বিতারিখ ১লা বৈশাখ।

রোজ সোমবার।

দিনার জাবেতা মেহা—

জমা—	খরচ—
অর্থাৎ দেনা—	অর্থাৎ পাওনা—
মেং জ্ঞান হিও'নর	বং মজুত ডহবিল অর্থাৎ উপস্থিত
নিকট কজ্জ লুওয়া যার— ২০৫	মজুত ধন ————— ৮০০
শ্রীচন্দ্রমাথ রায়ের	বং ছুটি আদায়
নিকট কজ্জ লওয়া যার— ১২৫	দঃ শ্রীউমাচরণ রায় সাকার।
ছুটি প্রদানের	আমার পাওনা ১ ছুটি নং ১০৭-৩৫০
শ্রীতুলসীদাস পালের	বং চিনির খাতা
পাওনা, ২২৫ নং এক ছুটি	৪০ মন চিনি মজুদ ৮০ হিঃ—৩৩০
২৮এ জ্যৈষ্ঠতে দেয়— ৪০০	বং শ্রীহরলাল দাসের খাতা
	বাং কজ্জ দেওয়া যার— ২৫০

দ্বিতীয় প্রস্তু জাবেতা বহী ।

২৫

বিতারিখ ————— ২রা বৈশাখ ———

রোজ মঙ্গলবার

দিনায় জাবেতা মেহা —————

জমা ————— খরচ —————

লিনেন কাপড় খাতে খরচ — ২৪০

দঃ নগদ খরিস ৬০ খানের কাঃ

৪ হিঃ খান টাকা — ২৪০

বিতারিখ ————— ৩রা বৈশাখ ———

জমা ————— খরচ —————

চিনি খাতে জমা — ১৫০

দঃ নগদ বিক্রম

১৫ মণেব কাঃ ১০ হিঃ মণ

টাকা — ১৫০

বিতারিখ ————— ৪ঠা বৈশাখ ———

জমা ————— খরচ —————

শ্রীহরলাল দাস খাতে

জমা — ২০০

২০ খান কাপড় বাঃ ১০ টাকার

হিঃ ফি খান

টাকা — ২০০

বিতারিখ ————— ৬ ই বৈশাখ ———

জমা ————— খরচ —————

মেং জন হিওন খাতে খরচ — ২০০

২৫ খান লিনেন কাপড় বাঃ

৮ টাকার হিঃ ফি খান

টাকা — ২০০

বিতারিখ ————— ৭ই বৈশাখ —————

জমা ————— খরচ —————

শ্রীরামহরি বসু খাতে খরচ ————— ১২০

১০ খান কাপড় বাঃ ১২ টাকার

হিঃ ১২০ টাকা, জায় ———

নগদ পাওয়া যায় ——— ৬০

২ মাস মুদত বাদে

পাওয়া যাইবেক ——— ৬০

বিতারিখ ————— ৮ই বৈশাখ ———

জমা ————— খরচ —————

শ্রীযত্ননাথ ঘোষ খাতে

জমা ——— ২৪০

৮০ খান ছিট কাপড় বাঃ

৩ টাকার হিঃ ২৪০, জায়

নগদ দেওয়া যায় ——— ১২০

২ মাস মুদত বাদে

দেওয়া যাইবেক ——— ১২০

বিতারিখ ————— ৯ই বৈশাখ —————

জমা ————— খরচ ———

মেং জন জেনিৎস্ খাতে খরচ ——— ২৮০

১০ খান লিনেন কাপড় ৯ হিঃ ৯০

৫ মণ চিনি ——— ১২ হিঃ — ৬০

১০ খান কাপড় ——— ১৩ হিঃ ১৩০

২৮০ জায়

নগদ পাওয়া যায় ——— ১০০

মেং ওয়ান্টন কোংর

উপর হুণ্ডি নং ১ ৫০

১ মাস মুদত বাদে ——— ১৩০

দ্বিতীয় প্রাপ্ত জাবেতা-বহী ।

২৭

বিতারিখ ————— ১০ই বৈশাখ —————

দিনার জাবেতা সেহা —————

জমা ————— খরচ —————

মেং জন হিওন খাতে খরচ — ১৫০

নগদ দেওয়া যায় টাকা ১৫০

বিতারিখ ————— ১১ই বৈশাখ —————

জমা ————— খরচ —————

শ্রীরামহরি বন্দ্র খাতে জমা ৬০

তাহার নিজের এককেতা

ভণ্ডি নং ২

টাকা — ৬০

বিতারিখ ————— ১৩ই বৈশাখ —————

জমা ————— খরচ —————

দস্তুরী খাতে জমা — ১২৥

শ্রীহরলাল দাসের

২৫০০ টাকা পাঠাইতে

দস্তুরী ৥ হিঃ শতকরা

টাকা ————— ১২৥

বিতারিখ ————— ১৪ই বৈশাখ —————

জমা ————— খরচ —————

জীবনমালী দে খাতে

মেং জন পামর সাহেব খাতে

জমা — ৭৭৫

খরচ — ৮২০

নানাবিধ বাণিজ্য দ্রব্য বাৎ

চালান (ইনভইস) অনুযায়ী

মূল্য দুই মাস মুদ্রত বাদে দেয়,

নানাবিধ বাণিজ্যদ্রব্য বাৎ — ৭৭৫

৫ বস্তা চিনি, ১০ মণ ১০ হিঃ ১০০ জাহাজে পাঠাইতে বাজে

১০ বস্তা সোরা, ২০ মণ ৩৮ হিঃ ৭৫ খরচ, ইনভইস বিঃ — ২৫

১ গাটীরেসম, ১১০ মণ ১০ হিঃ সের ৬০০ দস্তুরী শতকরা ২৥ হিঃ — ২০

বিতারিখ ——— ১৫ই বৈশাখ ———

জমা ————— খরচ ———

লাভ ও ক্ষতি খাতে

জমা ——— ৫০০

বিনিয়োগ পত্র অনুসারে

দান প্রাপ্ত ——— ৫০০

বিতারিখ ——— ১৬ই বৈশাখ ———

জমা ————— খরচ ———

জীবনালী দে খাতে

খরচ ——— ৭৭৫

দহ দেনা পরিশোধ ৭৭৫

এই টাকা হইতে

সালিয়ানা শতকরা

৬ হিঃ দুই মাসের ব্যাজ

কাটিয়া লইতে হইবেক ——— ৭৭

বিতারিখ ——— ১৭ ই বৈশাখ ———

জমা ————— খরচ ———

ছিট কাপড় খাতে

জমা ——— ১৫০

দহ নগদ বিক্রয়

৩০ খানের কাঃ ৫ হিঃ

কি খাম ——— ১৫০

দ্বিতীয় প্রস্তুত জাবেতা বহী ।

২৯

বিতারিখ ————— ২০ এ বৈশাখ —————

দিনায় জাবেতা সেহা

জমা ————— খরচ —————

ঈষদ্রনাথ ঘোষ খাতে

খরচ — ৫৫

৫ মণ চিনি বাঃ ১১ হিঃ

মণ ————— ৫৫

বিতারিখ ————— ২২ এ বৈশাখ

জমা ————— খরচ —————

লাভ এবং ক্ষতি খাতে

খরচ ————— ১০০

১ কেতা বেস নোট

খোয়া যায় ————— ১০০

বিতারিখ ————— ২৩ এ বৈশাখ —————

জমা ————— খরচ —————

মরমেড জাহাজ দ্বারা আগত

৪ পিপা অলিভ তৈল বিক্রয় খাতে

জমা — ৩৫০

মেং জন পামর সাহেবের হিঃ

মাং মেং জন হিওন

২ পিপা অলিভ তৈল — ২০০

মরমেড জাহাজ দ্বারা আগত

৪ পিপা অলিভ তৈল

বিক্রয় খাতে খরচ — ৩৫০

দস্তুরী বাং ২৪ হিঃ শতকরা ৮৮

ঐ মাল জাহাজ হইতে

চোলাই দং বাজে খরচ — ১৬৮

২৫

নগদ বিক্রয়

২ পিপা ঐ ————— ১৫০

৩৫০

মেং জন পামর সাহেবের

হিসাবে জমা করিয়া

দেওয়া যায় ————— ৩২৫

৩৫০

বিতারিখ ——— ২৪ এ বৈশাখ ———
দিনার জাবেতা সেহা

জমা ————— খরচ —————

শ্রীচন্দ্রনাথ রায় খাতে

খরচ ——— ১৮০

৩০ খান ছিট কাপড় বাৎ

৬ হিং ফি খান — ১৮০

বিতারিখ ——— ৩১ এ বৈশাখ ———

জমা ————— খরচ —————

শ্রীচন্দ্রনাথ রায় খাতে

খরচ ——— ১১০

১০ মণ চিনির কাৎ

১১ হিং মণ ——— ১১০

বিতারিখ ——— ২৭ এ বৈশাখ ———

জমা ————— খরচ —————

ছিট কাপড় খাতে

জমা ——— ৮০

দ০ নগদ বিক্রয়

২০ খানের কাৎ

৪ হিং ——— ৮০

বিতারিখ ——— ২৮ এ বৈশাখ ———

জমা ————— খরচ —————

হুণ্ডি প্রদানের অর্থ্যৎ

কল্লি কর্দন খাতে জমা — ৫০০ শ্রীচন্দ্রনাথ ষোম খাতে

শ্রীবদনচন্দ্র দাস

খরচ ——— ১৫০

দ০ ৫০ খান লাংকুথ,

২০ খান লিনেম কাপড়

খরিদ ১০ টাকার হিং

৮ টাকার হিং

ফি খান, বিমজ্জিম

টাকা ——— ১৬০

১ নং এককেতা হুণ্ডি

টাকা ——— ৫০০

দ্বিতীয় প্রস্তাব জাবেতা বহী ।

৩১

বিতারিখ ————— ২৯ এ বৈশাখ —————

দিনায় জাবেতা সেহা

জমা ————— খরচ —————

হুগি আদানের খাতে

জমা ——— ৩৫০

দঃ জীউমাচরণ রায়ের

১ হুগি ডিস্কাউন্ট করা

দায় টাকা ——— ৩৫০

ইহার মধ্যে ডিস্কাউন্ট দেনা

বাদ পড়িবে ——— ১

বিতারিখ ————— ৩০ এ বৈশাখ —————

জমা ————— খরচ —————

মেঃ জন পায়র খাতে

হুগি প্রদানের খাতে খরচ — ৪০০

জমা ——— ১০০০

দঃ রেঙ্গুণ হইতে গিলাগুর

বঃ তুলসীদাস পাল

কোং উপর ১ হুগি আইসে

দঃ তাহার পাওনা হুগি

টাকা ——— ১০০০

ডিস্কাউন্ট করিয়া লয়

টাকা ——— ৪০০

ইহার মধ্যে ডিস্কাউন্ট পাওনা

বাদ পড়িবেক ——— ২

বিতারিখ ————— ৩১ এ বৈশাখ —————

জমা ————— খরচ —————

লাভ ও মোজান খাতে

খরচ ——— ১৫০

দঃ বাটী-ভাড়া, ঘর খরচ,

চাকরের মাহিনা,

বিমজ্জিম তহবিল খাতা

টাকা ——— ১৫০

পেটাও খাতা।

হুণ্ডি খাতা, চালান খাতা, বিক্রয় খাতা, এবং তহবিল খাতা এই গুলি পেটাও খাতার অন্তর্গত।

হুণ্ডিখাতা।

হুণ্ডির খাতাতে দেনা ও পাওনার বরাতি হুণ্ডি ইত্যাদির বিবরণ খতিয়ান রাখিতে হয়।

যে সকল খতপত্রের দ্বারা মহাজন আপনার টাকা আদায় করিয়া থাকে, তাহাকে হুণ্ডি আদানের অর্থাৎ পাওনা বরাতি কহে। যে সকল খতপত্রের টাকা মহাজনকে দিতে হয়, তাহাকে হুণ্ডি প্রদানের অর্থাৎ দেনা বরাতি কহে।

যখন পাওনা বরাতি হস্তে আইসে, তখন হুণ্ডি খাতাতে তাহার হিসাব খতাইতে হইবেক; এবং যখন দেনা বরাতির টাকা প্রদান করিবে, তখন ও ঐরূপ হুণ্ডি খাতাতে সমুদায় বিষয়ের নকল রাখিবে।

নিম্নে যে দুইখানা হুণ্ডির নকল প্রদত্ত হইল, উহা দেখিয়া হুণ্ডি খাতার উপযোগিতা অনায়াসে উপলব্ধি হইতে পারিবে।

মেং জন জেনিংস,
ওয়ার্টন কোংর উপর
যে বরাতি দেখেন, তাহার
নকল নিম্নে প্রদত্ত হইল।
এই বিবরণ হুণ্ডি পাওনা
খাতার প্রযুক্তব্য।

শ্রীবদনচন্দ্র দাসকে যে টীপ লিখিয়া
দেওয়া যায়, তাহার নকল নিম্নে
প্রদত্ত হইল।
এই বিবরণ হুণ্ডি দেনা খাতার
প্রযুক্তব্য।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

ভরসা।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

ভরসা।

জন জেনিংস
সাং বারাকপুরু।

শ্রীদুর্গাচরণ লাহা
সাং কলিকাতা।

মেং ওয়াণ্টন কোং
সাং কলিকাতা
সমীপেয়।

লিখিতং জন জেনিংস, কস্ত
ধরাত পত্রমিদং কার্য্যক্ষেপে।
মহাশয়েরা শ্রীদুর্গাচরণ লাহাকে
অথবা তিনি লাহাকে অনুমতি
করিবেন তাহাকে এই বরাত
মঞ্জুর হইবার দুইমাস পরে আ-
মারি হিসাবে ৫০ টাকা দিবেন।
ইতি তাং ৯ ই বৈশাখ ১২৮১ সাল।

মহাহিম শ্রীযুক্ত বদনচন্দ্র দাস
মহাশয় বরাবরেয়।
লিখিতং শ্রীদুর্গাচরণ লাহা, কস্ত
কঙ্কু উপপত্রমিদং কার্য্যক্ষেপে।
আমি মহাশয়কে কিহা মহাশয়
লাহাকে অনুমতি করিবেন তা-
হাকে জিমিস ধরিত বাবুদী ৫০০
পাঁচশত টাকা চাহিব। মাত্র দিব।
এতদার্থে উপ লিখিয়া দিলাম।
ইতি তারিখ ২৮ ই বৈশাখ ১২৮১
সাল।——

তাং ৯ ই বৈশাখ ১২৮১ সাল।

বরাত চিঠি মঞ্জুর করা গেল।

দেনা ৯/১১ অব্যাহত।

ওয়াণ্টন কোং

পাণ্ডনা
বরাহ ।

[illegible]

ହେନା ବରାତ ।

[illegible]

চালান বহী।

কোন প্রকার অব্য জাহাজযোগে দূরদেশে রপ্তানি করিতে হইলে, যে ফর্দে জাহাজের, জাহাজের অধ্যক্ষের, যে স্থানে অব্য প্রেরিত হই-
তেছে তাহার এবং নাহার নিকট প্রেরিত হয় তাহার নাম এবং অব্যের
ওজন ও ক্রয় মূল্য লেখা থাকে তাহাকে চালান কহে। যে বহীতে এই
চালান নকল থাকে তাহাকে চালান বহী কহে।

চালান বহী দুই প্রকার, রপ্তানি চালান বহী ও আমদানী চালান
বহী। যে সকল চালান রপ্তানি হয়, তাহার নকল যে বহীতে থাকে,
তাহাকে রপ্তানিচালান বহী কহে। যে সকল চালান বাহির হইতে
আইসে, তাহার নকল যে বহীতে থাকে, তাহাকে আমদানীচালান
বহী কহে। আমদানীচালান নকল না করিয়া, আমল চালান গুলি নথি
করিয়া রাখিলে কার্য সম্পন্ন হইতে পারে।

জাহাজে মাল উঠাইবার যে সকল খরচ হয়, তাহা এই অব্যের মূল্যের
সহিত সমষ্টি করিয়া কুটীওয়াল। এই মোট টাকার উপর বাটা (কমিসন)
ধরিয়া লয়। চালানের নিম্নে কুটীওয়ালাকে স্বাক্ষর করিতে হয়।

কোন ব্যক্তিকে অব্যাদি দিয়া, তাহার নিকট গ্রহণের চিহ্নস্বরূপ যে
কাগজ লিখিয়া লওয়া যায়, তাহাকে রসিদ কহে।

কোন মহাজনের নিকট টাকা কর্জ করিয়া, এই টাকার প্রতিভূ স্বরূপ
যে প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দিতে হয়, তাহাকে খৎ বা তমসুক কহে।

মাল খুজরা বিক্রয় করিয়া, রিক্রেতেরা প্রাপ্য বিলের সহিত বিক্রীত
মালের যে বিস্তারিত বিবরণ অথবা প্রমাণপত্র পাঠাইয়া দেয়, তাকে
ভাউচর কহে।

বহাজনী দর্শন।

চালান বহী।

চালান বিবিধ ত্রাণ। রপ্ত কলিকাতা হইতে মোং হেমবর্গ, বরাবরা
বেং জন পাঁচাংর সওদাগর, জাহাজ "সেলির বোকাই" কাপ্তেন হেমন্নি
হাটের, বিমভির্জিম দাগ ও নিশানি। ১২০৯ সাল ১৪ ই বৈশাখ।

T. M.

নং ১ নাং ৫, চিনি ৫ বস্তার কাত কুটিরওজন ১০ মণ দর ১০ হিঃ ১০০,
নং ৬ নাং ১৫, সোরা ১০ বস্তার কাং—ঐ—২০—ঐ—৩৫ হিঃ ৭৫,
নং ১৬, রেশম ১ গাইটের কাং—ঐ—১১০—১০ হিঃ ৬০০,

৭৭৫

বাজে খরচ।

মোড়াই কারণ চট, বস্তাবন্ধ, দাগ দেওন,

তৌল করণ ইত্যাদি ৫

জাহাজে উঠাইবার নিমিত্ত মুটে ভাড়া .. ১

গুলিম ভাড়া ও হারবানকে দেওয়া যায় ... ১

পাখীটের হাসিল আদি ১৮

২৫

৮০০

৮০০ টাকার কমিশন, শতকরা ২৪০ হিঃ—২০

মবলগে ৮২০

ঐদুর্গাচরণ লাহা।

মহাজন।

সওদাবহী।

এই কাগজের দ্বারা জাহাজের আমদানী অথবা আত্মের প্রেরিত
ক্রয়ের যথার্থ বিক্রয় মূল্য জানা যায়।

জিনিস বিক্রয়ের হিসাব সর্বদা দোকানী কাগজে লিখিতে হয়।
এই কার্য উপলক্ষে যে সকল কাজে খরচ হয়, তাহা বাম দিকে লিখিবে।
জিনিসের পরিমাণ, দর এবং বিক্রয়ের মোট টাকা ডাইন দিকে লিখিবে।

এ মোট টাকার সহিত খরচখরচা বাস দিয়া বাহা বাকী থাকে, তাহাই
এ অব্যয় যথার্থ বিক্রয় মূল্য হইল। কুটিওয়াল। এ টাকা তাহার
আড়তের কারবারির নামে জমা দিয়া রাখিবে এবং তাহাকে এ
হিসাবের একখানা নকল আশনি দস্তখত করিয়া পাঠাইয়া দিবে।

অপ্প অব্যাদি বিক্রয়ের হিসাব এক কর্দ কাগজের মধ্যে সম্পন্ন
হইতে পারে। প্রথমে বাজে খরচ লিখিয়া অথবা অব্যাদি বিক্রয়ের মোট
টাকা খরচা হিসাব প্রস্তুত করিতে হয়। এই হিসাব প্রস্তুত করিবার
অনেক প্রকার প্রথা আছে, কিন্তু সকল প্রথাতেই কলের একতা দেখা
যায়, কারণ অব্যয় যথার্থ বিক্রয় মূল্য জানাই উদ্দেশ্য মাত্র।

তারিখ— ২৩ এ বৈশাখ ১২৮১।

হিসাব অলিভ তৈল বিক্রয়।

১০০ মেং জন পামরের হিসাবে “মর্মেড” জাহাজে আমদানী হয়।
২ মাস মুদতে বিক্রয়।

২ পিপার কাত

দর ১০০ টাকার হিঃ কি পিপা— ২০০

নগদ বিক্রয়।

২ পিপার কাত

দর ৭৫ টাকার হিঃ কি পিপা— ১৫০

৪ পিপা

৩৫০

বাজে খরচ।

আমাদানী ও রপ্তানি তোলাই— ২

দালালি ও কুপারের মজুরি— ২০

পরমিটের হাসিল— ১০০

১৬০

৩৫০ টাকার কমিকস

শতকরা ২১০ টাকার হিসাবে— ৮১০

২৫

৩২৫

মবলগে তিন শত পঁচিশ টাকা দেখা মাত্র।

ঐত্বগীচরণ লাহা।

নগদান বা তহবিলবাকী বহী ।

যে বহীতে নগদ আর ব্যয় লিখিতে হয়, তাহাকে নগদান বা তহবিলবাকী বহী কহে । খজীরাণ বহীর মত এই বহীর বামদিকে জমা ও ডাইন দিকে খরচ লিখিতে হয় । যে সকল টাকা পাওয়া যায়, তাহা খরচের দিকে জমা করিবেক ; এবং যে সকল টাকা দেওয়া যায় তাহা জমার দিকে খরচ পড়িবেক ।

জাবেতা বহীর ও আর আর পেটাও বহীর নগদ টাকা জমাখরচের আসামী ও তারিখ এবং অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ এই নগদান বহীতে লিখিতে হয় ।

কোন ব্যক্তিকে সাহায্য বা হাওলাত দেওয়া হইলে, নগদান বহীতে জমা খরচ করিতে হয়, কিন্তু পাকা রোকড়ে উঠাইবার আবশ্যক নাই, কারণ এই সকল টাকা শীঘ্র আদায় হইয়া হিসাব নিকাশ হইয়া থাকে ।

ঐশ্বর্যদীপ্তির নমঃ ।

হিঃ তহবিল বাকী ।

মাহ বৈশাখ ১২৮১ সাল ।

জমা ————— খরচ —————

১ নং বৈশাখ

২ নং বৈশাখ

নিজ খাতে জমা ————— ৮০০

লিনেন খাতে খরচ ————— ২৪০

দং তহবিলের মজুদ বাকী ।

দং ৬০ খান খরিদ বারুদ

টাকা — ৮০০

৪ হিঃ খান টাকা — ২৪০

৩ নং বৈশাখ

৮ ই বৈশাখ

চিনি খাতে জমা ————— ১৫০

কেলিকো খাতে খরচ ————— ১২০

দং নগদ বিক্রয়

৫২ জীষদুনাথ ঘোষ

১৫ মণের কাত ————— ১৫০

৮০ খান ৩ হিঃ ফিঃ খান

২৪০ টাকার মধ্যে — ১২০

তহবিল বাকী বহী ।

৩৯

জমা	খরচ
ইজা জমা	ইজা খরচ
৭ ই বৈশাখ	১০ ই বৈশাখ
কাপড় খাতে জমা	মেং জন হিওন
শ্রীরামছরি বস্ত্র	খাতে খরচ
১০ খানের কাত	দং নগদ দেওয়া
১২ টাকা হিঃ খান	যায়—১৫০
৩২০ টাকার মধ্যে	
৯ ই বৈশাখ	১৪ ই বৈশাখ
মেং জন জেনিংস	মেং জন পামর খাতে খরচ
খাতে জমা	দং সওদাগরী জিনিস
দং বিবিধ জব্য বিক্রয়ের মধ্যে	পাঠাইবার বাজে খরচ
নগদ পাওয়া যায়—১০০	বাবুদে
১৩ ই বৈশাখ	১৬ ই বৈশাখ
দস্তুরী খাতে জমা	জীবনমালী দে খাতে খরচ
দং শ্রীহরলাল দাসকে	দং দেনা শোধ
২৫০০ টাকা পাঠাইবার	বাবুদ
দস্তুরী শতকরা ১০ হিঃ ১২১০	
১৫ ই বৈশাখ	২২ এ বৈশাখ
লাভ নোজ্ঞান খাতে জমা	লাভ নোজ্ঞান খাতে খরচ
দং বিনিয়োগপত্রানুসারে	দং ১ কেতাবেকনোট
দান পাওয়া যায়—৫০০	খোয়া যায়
১৭ ই বৈশাখ	২৩ এ বৈশাখ
কেলিকো খাতে জমা	জাহাজ মরমেডের মাল
দং নগদ বিক্রয়	বিক্রয় খাতে খরচ
৩০ খানের কাত	দং জাহাজ হইতে মাল
ফি খান ৫ হিঃ—১৫০	উঠাইবার বাজে খরচ
২৩ এ বৈশাখ	৩০ এ বৈশাখ
জাহাজ মরমেডের মাল	দেনা বরাত খাতে খরচ
বিক্রয় খাতে জমা	বং শ্রীতুলসীদাস পাল
দং নগদ বিক্রয়	তাহার ১ বরাত আমার
২ পিপা অনিভর্তিলের	কাছে ডিস্কাউন্ট করে
কাং	টাকা ৩৯৮

স্বাক্ষরী দর্শন ।

জমা	খরচ
ইজা জমা	ইজা খরচ
২৭ এ বৈশাখ	৩০ এ বৈশাখ
কেলিকো খাতে জমা	লাত মোজান খাতে
দং নগদ বিক্রয়	খরচ
২০ ধানের কাত	বাচীভাড়া
৪ হিঃ কি ধান	শু খরখরচ দিগর
	বিবিধ বাবুদ
২৯ এ বৈশাখ	
পাঁওনা বরাত খাতে	
জমা	তহবিল বাকী
৩৪৯	৩৭৭
মং উমাচরণ রায়ের বরাত	
ডিস্কাউন্ট করিয়া লই	
৩৪৯	

২৩৫১৥০

পূর্বোক্ত জামাবহীর কতকগুলি বিশেষ হিসাব পাকা রোকড়ে উঠাইবার উপদেশ ।

আমরা নিজের সম্পত্তি সকল কর্মমত পাকা রোকড়ে নিজ খাতার জমা দিয়া, বিবিধ খাতে খরচ লিখিয়া পরে অজ্ঞাত বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়াছি; অনন্তর আমার যে সকল দেনা আছে, তাহা বিবিধ খাতে জমা করিয়া নিজ খাতে খরচ লিখিয়াছি ।

পরে যে সকল জমা খরচ ৮ই তারিখ পর্যন্ত হইয়াছে, তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই । ৯ই তারিখে বিবিধ ত্রব্য জন জেনিংসের কাছে বিক্রয় হইয়াছে, এবং ঐ সকল ত্রব্যের পরিবর্তে তাহার কাছে বিবিধ ত্রব্য লওয়া গিয়াছে । এই প্রকার হিসাব সকল উত্তমরূপে জমা ও খরচের দুই দিকে বিস্তারিত করিয়া পাকা রোকড়ে জমাখরচ করিবে ।

প্রথম ধরিদারকে বাছা দিবে, তাহা তাহার নামে খরচ লিখিয়া বিবিধ খাতে জমা করিবে; পরে তাহার কাছে বাছা লইবে, তাহা তাহার নামে জমা দিয়া বিবিধ খাতে খরচ লিখিবে।

১১ ই তারিখে জিরামহরি বন্দুর দে বরাত পাওরা গিরাছে, তাহা তাহার নামে জমা দিয়া, পাওনা বরাত খাতার খরচ লেখা হইয়াছে। অন্যান্য সম্পত্তি খাতে বেরূপ খরচ পড়ে, পাওনা বরাতও একপ্রকার সম্পত্তি জানিবে, অতএব বাহার কাছে ঐ বরাত পাওরা বার, তাহার নামে তাহা জমা দিয়া, পাওনা বরাত খাতার খরচ লিখিতে হয়।

ঐ রূপ দেনা বরাতের টাকা যে ব্যক্তি পাইবেন, তাহার মারকতে দেনা বরাত খাতে জমা করিবে, কারণ শেষে পরিশোধের সময় বাহার মারকতে টাকা জমা থাকিবে, তাহার নামে টাকা খরচ লিখিয়া দেনা বরাত খাতে জমা করিতে হইবে।

যখন আমি কোন ব্যক্তির অনুমতিতে দ্রব্য ক্রয় করি, তখন যে অনুমতি দেয়, তাহার নামে ঐ দ্রব্য ও তাহার দকণ খরচখরচা ও কমিসন প্রভৃতি খরচ লিখি ও তৎ সমুদায় একত্র করিয়া “বিবিধ” এই শব্দ প্রয়োগ করি। এইরূপ হিসাব জন পামরের চালান বহী হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

এরূপ যক্ষি কাহারও অনুমতিতে দ্রব্য বিক্রয় করি, তখন যে জাহাজে ঐ দ্রব্য আদানী হয় তাহার নাম উল্লেখ করিয়া, সেই জাহাজের মাল বিক্রয় খাতে খরচ লিখিয়া, বিবিধ খাতে অর্থাৎ বাজে খরচে এবং দস্তুরী (কমিসন) খাতে জমা করিতে হইবেক। আর যে ব্যক্তি ঐ মাল পাঠাইয়াছে, তাহার হিসাবে ঐ সকল খরচখরচা বাদে বাছা থাকিবে তাহা জমা হইবেক, এবং যে ব্যক্তি ঐ মাল ক্রয় করিবে, যত্বপি তিনি ক্রয়কর্তা নন, তবে তাহার নামে খরচ লিখিবে, বেরূপ ২৩এ তারিখের জরান খরচ হইয়াছে।

কমিসন, বাজি, দুক্কাকালীদ দান, কতি, বাটীভাড়া প্রভৃতি সকল হিসাব ল্যাজবোয়ালি হিসাবের মধ্যেই গণিত হইবে, কিন্তু যদিও কমিসন জাহাজের হিসাব এখানে বিতরণ করিয়া লিখিত হইল, তথাপি শেষে ল্যাজবোয়ালি খাতার ভিতর সমুদায় খতিয়ান হইয়াছে।

সহায়কী প্রশ্ন

দ্বিতীয় শ্রুত রোকড় বহী

ক্রীতদাস প্রণয়

সন ১২৮১ সাল

বিভাগ—১ম ভূত বৈশাখ

রোজ—সোমবার

দিল্লার রোকড় রূপেরা—

জমা—খরচ—

নিজ খাতে জমা—১৭৩০

হরেক খাতার খরচ

দং সাবেক খাতার

অর্থাৎ পারনা—

হরেক লহনা জমাখরচ

মজদ তহবীল খাতে খরচ—৮০০

বারুদ—১৭৩০

টাকা—৮০০

হরেক খাতার জমা

পাওনা বরাত খাতে—

অর্থাৎ দেনা

খরচ—৩৫০

মেং জন হিওন খাতে জমা ২০৫

দং ক্রীতদাসের রায়ের উপর

টাকা—২০৫

১ বরাত টাকা—৩৫০

ক্রীতদাসের রায়ে খাতে

চিনি খাতে খরচ—৩৩০

জমা—১২৫

৪০ মণের কাং ৮৭০ হিং

টাকা—১২৫

কি মণ টাকা—৩৩০

দেনা বরাত খাতে

ক্রীতদাস দাস খাতে

জমা—৪০০

খরচ—২৫০

দং ক্রীতদাস দাস পালের

টাকা—২৫০

১ বরাত আকর করা বার

টাকা—৪০০

নিজ খাতে খরচ—১৩০

টাকা—১৩০

শ্রীমতী কল্যাণী দেবী

804

বিভাগীয় — ২ নং ফোন

দিবার বোকড় রূপের।—

कमल

তহবিল খাতে ক্রম।———২৪০ নিম্নের খাতে ক্রম।———২৪০

८।५।—२८०

॥२॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

बाबुद ४ दिने कि वान

ତା. ୧୫ — ୧୫୦

280

380

বিতারিখ—৩রা বৈশাখ।

দিনায় ব্লকড রপেজা

अथ विश्वरूप

চিনি খাতে জমা—১৫০. তহবিল খাতে খরচ—১৫০.

দং ১৫ মণ বিক্রয় বাবুদ

টাকা—১৫০

१ दिः कि. मल

টাকা ————— ১৫০

240

বিত্তাৱিধি—৪৪টা বৈশাখ ।

দিম্বার মোকড় রপেরা—

अथ ————— अथ

ঐহবদীশ দাস খাতে কাগড় খাতে বহুত — ২০৬

७५१—२००

२० शान्ति धर्मिण दादुल

অর্থ ২০ খান কাপড় খরিদ বাবুদ

१० दि: कि. वा. - १००

॥ हिः वि वास—२००

2006

বিতারিখ— ৩ ই বৈশাখ ।

দিনার রোকড় রপোয়া—

জমা— খরচ—

লিনেন খাতে জমা— ২০০

জন্ম হিণ্ডন খাতে খরচ— ২০০

দং ২৫ খান বিক্রয় বাবুদ

২৫ খান লিনেন বাবুদ

৮ হিঃ কি খান

৮ হিঃ কি খান—

টাকা— ২০০

টাকা— ২০০

২০০

২০০

বিতারিখ— ৭ ই বৈশাখ ।

দিনার রোকড় রপোয়া—

জমা— খরচ—

কাপড় খাতে জমা— ১২০

তহবিল খাতে খরচ— ৬০

১০ খান বিক্রয় বাবুদ

দং কাপড় বিক্রয় বাবুদ

১২ হিঃ কি খান

নগদ পাওয়া যায়— ৬০

টাকা— ১২০

জীরা মহরি বসু খাতে

খরচ— ৬০

দং কাপড় বিক্রয়ের

টাকার মধ্যে পাওয়া বাবুদ

মুদত দুই মাস আছে

টাকা— ৬০

১২০

১২০

বিতারিখ— ৮ ই বৈশাখ ।

দিনার রোকড় রপোয়া—

জমা— খরচ—

তহবিল খাতে জমা— ১২০

কেলিকো খাতে খরচ— ২৪০

টাকা— ১২০

৮০ খানের কাং ৩ হিঃ কি খান

টাকা ২৪০ মধ্যে নগদ

দং জন্ম হিণ্ডন খাতে জমা— ১২০

দেওয়া যায়— ১২০

দং কেলিকো খরিদের মধ্যে

দং জন্ম হিণ্ডন সাহেবের

মধ্যে বাকী দেয়া মুদত ২ মাস

নামে জমাখরচী— ১২০

টাকা— ১২০

টাকা— ২৪০

২৪০

২৪০

দ্বিতীয় প্রান্ত রেকর্ড বহা ।

৪৪

বিতারিখ — ৯ই বৈশাখ ।

দিনার রোকড় রূপেয়া —

জমা — খরচ —

লিনেন খাতে জমা — ৯০ মেং জন জেনিংস খাতে

১০ খান বিক্রয় বাবুদ খরচ — ১০০

৯ হিঃ ফি খান — ৯০ বিবিধ জব্বা বিক্রয় বাবুদ

লিনেন ১০ খান — ৯০

চিনি খাতে জমা — ৬০ চিনি ৫ মণ — ৬০

৫ মণ বিক্রয় বাং কাপড় ১০ খান — ১৩০

১২ হিঃ মণ — ৬০ টাকা — ২৮০

কাপড় খাতে জমা — ১৩০

১০ খান বিক্রয় বাং

১৩ হিঃ খান — ১৩০

২৮০

২৮০

জের — ৯ই বৈশাখ ।

দিনার রোকড় রূপেয়া —

জমা — খরচ —

জন জেনিংস খাতে জমা — ১৫০ তহবিল খাতে খরচ — ১৫০

নগদ — ১০০ টাকা — ১০০

ওয়ার্লটন কোং পাওনা বদাত খাতে খরচ

উপর ১ হুণ্ডি — ৫০ দং ওয়ার্লটন কোং

১ হুণ্ডি বাবুদ — ৫০

১৫০

১৫০

বিতারিখ — ১০ই বৈশাখ ।

দিনার রোকড় রূপেয়া —

জমা — খরচ —

তহবিল খাতে জমা — ১০৫ জন হিওন খাতে খরচ — ১০৫

টাকা — ১০৫ নগদ দেওয়া ঋণ

টাকা — ১০৫

১০৫

১০৫

মহাজনী দর্শন।

বিতারিখ—১১ ই বৈশাখ।

দিনার রোকড রূপেয়া—

জমা—

খরচ—

ঈরামহরি বন্দ খাতে

পাওনা বরাত খাতে খরচ—৬০

জমা—

৩০

দং ঈরামহরি বন্দর

দং এক বরাত মঞ্জুর

মঞ্জুর করা ১ বরাত

মুক্ত দুই মাস

টাকা—৬০

টাকা—

৬০

৬০

৬০

বিতারিখ—১৩ ই বৈশাখ।

দিনার রোকড রূপেয়া—

জমা—

খরচ—

দস্তুরী খাতে জমা—১২৥০

তহবিল খাতে খরচ—১২৥০

দং ঈছরলাল দাসকে

টাকা—১২৥০

২৫০০ টাকা পাইবার

দস্তুরী ৥০ হিঃ শতকরা

টাকা—

১২৥০

১২৥০

১২৥০

বিতারিখ—১৪ ই বৈশাখ।

দিনার রোকড রূপেয়া—

জমা—

খরচ—

জীবনমালী দে খাতে জমা—৭৭৫

ব্যবসায় খাতে খরচ—৭৭৫

দং চিনি ১০ মণ

দং চিনি ১০ মণ—১০০

১০ হিঃ—১০০

সোরা ২০ মণ—৭৫

সোরা ২০ মণ

রেসম ১৥০ মণ—৬০০

৩৮০ হিঃ—৭৫

৭৭৫

রেসম ১৥০ মণ

১০ হিঃ দেব—৬০০

দ্বিতীয় প্রক্ক রোকড় বহী ।

৪৭

ব্যবসায় খাতে জমা	১৭৫	জন পামর খাতে খরচ	৮২০
টাকা	৭৭৫	দং সেলি জাহাজে	
তহবিল খাতে জমা	২৫	বিবিধ দ্রব্য পাঠান যায়	
বাজে খরচ কারণ	২৫	বিং চালান	
দস্তুরী খাতে জমা	২০	টাকা	৮২০
দং ৮০০ টাকার দস্তুরী			
২৪০ হিঃ	২০		

৮২০

৮২০

বিতারিখ — ১৫ ই বৈশাখ —

দিনার রোকড় রূপেয়া —

জমা	খরচ
লাভ ও নোয়াব খাতে জমা	৫০০
তহবিল খাতে খরচ	৫০০
দং বিনিয়োগ পরামুসারে	টাকা ৫০০
দান পাওয়া যায়	৫০০

৫০০

৫০০

বিতারিখ — ১৬ ই বৈশাখ ।

দিনার রোকড় রূপেয়া —

জমা	খরচ
তহবিল খাতে জমা	৭৬৭।০
জীবনমালী দে খাতে	
টাকা	৭৬৭।০
খরচ	৭৭৫
বাজ খাতে জমা	৭৬০
টাকা	৭৭৫
মাং জীবনমালী দে	
২ মাসের ব্যাজ কাটিয়	
দিয়া টাকা লয়	
টাকা	৭৬০

৭৭৫

৭৭৫

মহাজনী দর্শন

বিতারিখ—১৭ ই বৈশাখ।

দিনার রোকড় রূপেরা—

কেনিকো খাতে জমা	— ১৫০	তহবিল খাতে খরচ	— ১৫০
৩০ খান নগদ বিক্রয়		টাকা	— ১৫০
বাবুদ ৫ হিঃ খান			
টাকা	— ১৫০		
		১৫০	১৫০

বিতারিখ—২০ এ বৈশাখ।

দিনার রোকড় রূপেরা—

জমা	—	খরচ	—
চিনি খাতে জমা	— ৫৫	ঐয়তুনাথ ঘোষ খাতে	
মাং ঐয়তুনাথ ঘোষ		খরচ	— ৫৫
৫ মণ চিনি বিক্রয়		৫ মণ চিনি বাবুদ	
বাবুদ ১১ হিঃ মণ		১১ হিঃ ফি মণ	
টাকা	— ৫৫	টাকা	— ৫৫
		৫৫	৫৫

বিতারিখ—২২ এ বৈশাখ।

দিনার রোকড় রূপেরা—

জমা	—	খরচ	—
তহবিল খাতে জমা	— ১০০	লাভনোয়ান খাতে খরচ	— ১০০
টাকা	— ১০০	১ কেতা বেক মোট খোলা বায়	
		টাকা	— ১০০
		১০০	১০০

দ্বিতীয় প্রস্ত রোকড় বহী ।

৪৯

বিতারিখ—২৩ এ বৈশাখ ।

দিনার রোকড় রূপেয়া—

জমা—	খরচ—
মজুদ তহবিল খাতে জমা—১৬০	জাহাজ মরমেডের মাল
সওদাগরি মালের	বিক্রয় খাতে খরচ—৩৫০
বাজে খরচ কারণ বিং	টাকা—৩৫০
বিক্রয় হিসাব টাকা ১৬০	
দস্তুরী খাতে জমা—৮৫০	জন হিওন খাতে—
৩৫০ টাকার দস্তুরী	খরচ—২০০
২৫০ হিঃ শতকরা	২ পিপা অলিভ তৈল
টাকা—৮৫০	বিক্রয় বাবুদ মুদ্রত ২ মাস
	টাকা—২০০
জন পামর খাতে জমা—৩২৫	
টাকা—৩২৫	মজুদ তহবিল খাতে খরচ ১৫০
জাহাজ মরমেডের মাল	দহ ২ পিপা অলিভ তৈল
বিক্রয় খাতে জমা—৩৫০	বিক্রয়ের মর্গদ দাম পাওয়া
টাকা—৩৫০	যায় টাকা—১৫০
৭০০	৭০০

বিতারিখ—২৪ এ বৈশাখ ।

দিনার রোকড় রূপেয়া—

জমা—	খরচ—
কেলিকো খাতে জমা—১৮০	ত্রিচন্দ্রনাথ রায় খাতে
৩০ খান বিক্রয় বাবুদ	খরচ—১৮০
৬ হিঃ ফি খান	৩০ খান কেলিকো বাবুদ
টাকা—১৮০	৬ হিঃ ফি খান
	টাকা—১৮০

১৮০

১৮০

বিতারিখ—২৭ এ বৈশাখ ।

দিনার বোকড় রূপের।

জমা—	খরচ—
চিনি খাতে জমা—১১০	জীতেন্দ্রনাথ রায় খাতে খরচ—১১০
১০ মণ চিনি বিক্রয় বাবুদ	১০ মণ চিনি বাবুদ
১১ হিঃ কি মণ	১১ হিঃ মণ
টাকা—১১০	টাকা—১১০
১১০	১১০

বিতারিখ—২৭ এ বৈশাখ ।

দিনার বোকড় রূপের।

জমা—	খরচ—
কেলিকো খাতে জমা—৮০	মজুম তহবিল খাতে খরচ—৮০
২০ খান নগদ বিক্রয়	দং ২০ খান কেলিকো
বাবুদ দর ৪ টাকা	বিক্রয়ের দাম
হিঃ কি খান	টাকা—৮০
টাকা—৮০	৮০

বিতারিখ—২৮ এ বৈশাখ ।

দিনার বোকড় রূপের।

জমা—	খরচ—
দেনা বরাহু খাতে জমা—৫০০	লাংকুথ খাতে খরচ—৫০০
মাং জীবদনচন্দ্র দাস	দং জীবদনচন্দ্র দাস
৫০ খান লাংকুথ	৫০ খান খরিদ বাবুদ
খরিদ বাবুদ দর	দর ১০ হিঃ কি খান
১০ হিঃ কি খান—৫০০	টাকা—৫০০
লিনেন খাতে জমা—১৬০	জীতেন্দ্রনাথ বোম খাতে খরচ ১৬০
২০ খান বিক্রয় বাবুদ	২০ খান লিনেন বাবুদ
৮ হিঃ কি খান	দর ৮ হিঃ কি খান
টাকা—১৬০	টাকা—১৬০

দ্বিতীয় প্রস্তু রোকড় বহী ।

৫১

বিতারিখ — ২৯ এ বৈশাখ ।

দিনায় রোকড় রূপেয়া —

জমা	খরচ
পাওনা বরাত খাতে জমা — ৩৫০	মজুদ তহবিল খাতে খরচ — ৩৪৯
	টাকা — ৩৪৯
দং ক্রীতমাচরণ রায়ের	বাজ খাতে খরচ — ১
ভণ্ডি (বিল) ডিস্কাউন্ট	ক্রীতমাচরণ রায়ের
করিয়৷ টাকা আনা যায়	৩৫০ টাকার বিল ডিস্-
টাকা — ৩৫০	কাউন্ট করিতে টোটা
	দেওয়া যায় — ১
	৩৫০

বিতারিখ — ৩০ এ বৈশাখ ।

দিনায় রোকড় রূপেয়া —

জমা	খরচ
জম পামর খাতে জমা — ১০০০	পাওনা বরাত খাতে
গিলাওর কোং উপর	খরচ — ১০০০
১ বরাত বারুদ	টাকা — ১০০০
টাকা — ১০০০	
তহবিল খাতে জমা — ৩৯৮	দেমা বরাত খাতে খরচ — ৪০০
টাকা — ৩৯৮	
বাজ খাতে জমা — ১	বং ক্রীতুলসীদাস পাল
শ্রীতুলসীদাস পাল	টাকা — ৪০০
যে বিলের টাকা পাঠিত	
তাছা ডিস্কাউন্ট করিয়া	১৪০০
অর্থাৎ ২ টাকা বাদ	
দিয়া টাকা লয় ।	
টাকা — ২	

১৪০০

বিতারিখ — ৩১ এ বৈশাখ ।

দিনায় রোকড় রূপেয়া —

জমা	খরচ
মজুদ তহবিল খাতে জমা — ১৫০	লাত মোস্তান খাতে খরচ ১৫০
টাকা — ১৫০	বাগী ভাড়া চাকরদিগের
	মাহিনা আদি বিবিধ খরচ
	টাকা — ১৫০

খতিয়ান বহীর বিস্তারিত বিবরণ ।

খতিয়ান বহীর আরম্ভে নিজ খাতা পত্তন করিয়া, মহাজনের নিজের যে সকল দেনা থাকে, তাহা ঐ নিজ খাতার খরচের দিকে খতিয়ান করিবে ; এবং নিজের যে সকল সম্পত্তি ও পাওনা থাকে, তাহা জমার দিকে খতিয়ান করিবে । তাহার পরে মজুদ তহবিলের হিসাব, পাওনা বরাতিখাতা, প্রত্যেক দ্রব্যের খাতা ও মহাজনের প্রত্যেক খাতকের হিসাবসকল পত্তন করিবে । এই সকল খাতাই নিজ খাতার খাতক জানিবে ; ইহার পরে কুঠীওয়ালার মহাজন সকলের খাতা পত্তন করিবে, কারণ কুঠীওয়ালার কাছে তাহাদের সকলেরই জমা আছে ।

খতিয়ানের সূচী ।

পৃষ্ঠা			পৃষ্ঠা		
কাপড়	...	৫৬	বাগিজা	..	৫৮
কেলিকো	...	৫৭	বাজ	...	৬০
চন্দ্রনাথ রায়	..	৫৫	মর্মেড জাহাজের		
চিনি	...	৫৪	মাল বিক্রয়	...	৬০
জেনিংস জুন	...	৫৮	যদুনাথ ঘোষ	...	৫৭
তহবিল মজুদ	..	৫৩	রাশিহরি বসু	...	৫৬
দস্তুরী	...	৫৮	লহনা	..	৬০
দেনা বরাতি	..	৫৫	লংকুখ	..	৫৭
নিজ খাতা	..	৫৩	লাভ ও ক্ষতি	..	৫৯
পাওনা বরাতি	..	৫৪	লিমন	...	৫৬
পায়র জুন	...	৫৯	হরলাল দাস	..	৫৪
বসদাদী দে	...	৫৯	হিওন জুন	...	৫৫

দ্বিতীয় প্রস্তু খতিয়ান বহী ।

৫৩

দ্বিতীয় প্রস্তু খতিয়ান বহী ।

কিরিষ্টি কাগজ, বাবুদ খরিদ বিক্রয়ের হিসাব খতিয়ান
মোঃ কলিকাতা সরকার জীযুত বাবু দুর্গাচরণ লাহা ।

সন ১২৮১ সাল তাং ইং শুভ ১লা নং ৩১এ বৈশাখ ।

হিসাব নিজ খাতা ।

জমা	খরচ
১লা বৈশাখ ১২৮১ সাল	১লা বৈশাখ ১২৮১ সাল
মাং বিবিধ বাবুদ জমা	বং বিবিধ বাবুদ খরচ
টাকা ————— ১৭৩০	টাকা ————— ৭৩০
মাং লাভ ও ক্ষতি জমা	বাকী ————— ১৮৩৭।
টাকা ————— ৮৩৬।০	
২৫৬৬।০	২৫৬৬।০

হিসাব মজুদ তহবিল ।

জমা	খরচ
১২৮১ সাল	১২৮১ সাল
২রা বৈশাখ দং লিনেন খাতা ২৪০	১লা বৈশাখ দং নিজ খাতা—৮০০
৮ই রোজ—কলিকো খাতা ১২০	৩রা রোজ—চিনি খাতা—১৫০
১০ই রোজ—জন হিওন—১৫০	৭ই রোজ—কাপড় খাতা—৬০
১৪ই রোজ—জন পাঁয়র — ২৫	৯ই রোজ—জন জেঞ্জিৎস—১০০
১৬ই রোজ—বনমালী দে—৭৩৭।০	১৩ই রোজ—দস্তুরী খাতা—১২।০
২২এ রোজ—লাভ ও ক্ষতি ১০০	১৫ই রোজ—লাভ ও ক্ষতি—৫০০
২৩এ রোজ—মর্মেড জাহাজের	১৭ই রোজ কলিকো খাতা—১৫০
মাল বিক্রয় ————— ১৬।০	
৩০এ রোজ—দেনাবরাত—৩৯৮	২৩এ রোজ—মর্মেড জাহাজের
	জের জব্য বিক্রয় ————— ১৫০
৩১এ রোজ—লাভ ও ক্ষতি—১৫০	২৭এ রোজ—কলিকো খাতা ৮০
১৯৬৬।০	২৯এরোজ—পাঁওনা বরাত—৩৪৯
বাকী—৩৮৫	
২৩৫১।০	২৩৫১।০

হিসাব দাওনা বরাত ।

জমা	খরচ
১২৮১ সাল—	১২৮১ সাল—
২৯ এ বৈশাখ বিবিধ ব্যয়	১ লা বৈশাখ দং নিজখাতার—৩৬০
জমা—৩৫০	৯ ই রোজ জন জেনিংসের—৫০
টাকা—৩৫০	১১ ই রোজ—রামহরি বন্দুর—৩০
বাকী—১১১০	৩০ এ রোজ—জনপামরের—১০০০
১৪৬০	১৪৬০

হিসাব চিনি খাতা ।

জমা	খরচ
১২৮১ সাল—	১২৮১ সাল—
৩০। বৈশাখ মাং মগদবিক্রয় ১৫ মণ ১৫০	১ লা বৈশাখ দং নিজখাতার
৯ ই রোজ—মাং জন জেনিংস ৫ মণ ৬০	মকুদ ৪০ মণ—৩৩০
২০ এ রোজ মাং যত্ননাথ হোস ৫ মণ ৫৫	৩১ এ রোজ ৬০
২৫ এ রোজ মাং চন্দ্রনাথ রায় ১০ মণ ১১০	লাভ ও ক্ষতি ৮৩০
৩৫ মণ ৩৭৫	৪১৬০
বাকী—৫ মণ ৪১০	
৪০ মণ ৪১৬০	

হিসাব শ্রীহরলাল দাস ।

জমা	খরচ
১২৮১ সাল—	১২৮১ সাল—
৪৮। বৈশাখ কাপড় ব্যয়—২০০	১ লা বৈশাখ দং নিজখাতার ২৫০
৩১ এ রোজ বাকী—৫০	
২৫০	

দ্বিতীয় প্রস্তাবিতীয় বহী ।

৫৫

হিসাব জন হিঙন ।

জমা	খরচ
১২৮১ সাল—	১২৮১ সাল—
১লা বৈশাখ—নিজ খাতা	৬ই বৈশাখ লিনেন কারুদ—২০০
বারুদ জমা ——— ২০৫	১০ ই রোজ নগদ — ১৫০
টাকা ——— ২০৫	২৩এ রোজ জাহাজ মর্মেডের
বাকী — ৩৪৫	জিনিস বিক্রয় বারুদ—২০০
৫৫০	৫১০

হিসাব শ্রীচন্দ্রনাথ রায় ।

জমা	খরচ
১২৮১ সাল—	১২৮১ সাল—
১লা বৈশাখ মাং নিজ খাতা—১২৫	২৪এ বৈশাখ কেলিকো বারুদ ১৮০
বাকী—১৬৫	২৫এ রোজ চিনি বারুদ—১১০
২৯০	২৯০

হিসাব দেনা বরাত ।

জমা	খরচ
১২৮১ সাল—	১২৮১ সাল—
১ বৈশাখ দং নিজ খাতা—৪০০	৩০এ বৈশাখ বিবিধ বারুদ—৪০০
২৮এ বৈশাখ দং লংকুথ—৫০০	৩১এ বৈশাখ—বাকী—৫০০
৯০০	৯০০

হিসাব লিনেন খাতা ।

জমা	খরচ
১২৮১ সাল—	১২৮১ সাল—
৬ই বৈশাখ—মাং জন জেনিংস	২রা বৈশাখ নগদ খরিদ
২৫ খান বিক্রয় ৮ হিঃ ——— ২০০	বাবুদ ৬০ খান ৪ হিঃ—১৪০
৯ই রোজ—জন জেনিংস	৩১এ রোজ মুনাফা—২৩০
২০ খান বিক্রয় ১ হিঃ ——— ৯০	
২৮এ রোজ—মাং বহুনাথ ঘোষ	৪৭০
২০ খান — ৮ হিঃ ——— ১৬০	
৫৫ খান ——— ৪৫০	
৩১এ রোজ ——— বাকী	
৫ খান ——— ৪ হিঃ ——— ২০	
৬০ খান ——— ৪৭০	

হিসাব কাপড় খাতা ।

জমা	খরচ
১২৮১ সাল—	১২৮১ সাল—
৭ই বৈশাখ—মাং বিবিধ বাবুদ ১২০	৪টা বৈশাখ দং হরলাল দাসের
৯ই রোজ—মাং জন জেনিংস—১৩০	ছিকট খরিদ ২০ খান ১০ হিঃ—২০০
২৫০	৩১এ রোজ — মুনাফা ——— ৫০
	২৫০

হিসাব শ্রীরামহরি বস্ত্র ।

জমা	খরচ
১২৮১ সাল—	১২৮১ সাল—
১১ই বৈশাখ—১ হাতি বাবুদ — ৬০	৭ই বৈশাখ—কাপড় বাবুদ ৬০

দ্বিতীয় প্রস্তু খতিয়ান বহী ।

৫৬

হিসাব কেলিকো খাতা ।

জমা—

খরচ—

১২৮১ সাল

১২৮১ সাল—

১৭ই বৈশাখ নগদ বিক্রয় ৩০ খান ১৫০ ৮ই বৈশাখ বিবিধ বাবুদে খরিদ

২৪এ রোজ মাং চন্দ্রনাথ রাগ

৮০ খানের কাং ২৪০

৩০ খান—১৮০ ৩১ বৈশাখ—মুনাফা—১৭০

২৭এ রোজ নগদ বিক্রয় ২০ খান ৮০

৮০ খান ৪১০

৪১০

হিসাব লাংগ খাতা ।

জমা—

খরচ—

১২৮১ সাল

১২৮১ সাল

জমা—

২৮এ বৈশাখ খরিদ ।

৭৭কী ———— ৫০০ দং দেনা বরাত ৫০ খানের কাং ৫০০

হিসাব ক্রীষত্ননাথ ঘোষ ।

জমা—

খরচ—

১২৮১ সাল—

১২৮১ সাল—

৮ বৈশাখ দং কেলিকো বাবুদ—১২০ ২০ বৈশাখ দং চিনি বাবুদ ৫ মণ ৫৫

৩১ রোজ ———— বাকী ———— ৯৫ ২৮ রোজ লিনেন বাবুদ ———— ১৬০

২১৫

২১৫

হিসাব বেং জন জেনিংস ।

জমা ————— খরচ —————

১২৮১ সাল —

১২৮১ সাল —

৯ বৈশাখ বিবিধ বাবুদে জমা — ১৫০ ৯ বৈশাখ — বিবিধ বাবুদে

৩১ বৈশাখ — — বাকী — ১৩৩ টাকা — ২৮০

২৮০

২৮০

হিসাব দস্তুরী খাতা ।

জমা ————— খরচ —————

১২৮১ সাল —

১২৮১ সাল —

১৩ বৈশাখ দং মজুদ তহবিল ১২১০ ৩১ বৈশাখ দং

১৪ বৈশাখ জন পামর — ২০ সাং ও কতি খাতা — ৪১১০

২৩ বৈশাখ মর্মেত জাহাজে

মাল বিক্রয় কিং — ৮৫০

৪১০

হিসাব বাণিজ্য দ্রব্য ।

জমা ————— খরচ —————

১২৮১ সাল —

১২৮১ সাল —

১৪ বৈশাখ — দং জন পামর — ৭৭৫ ১৪ বৈশাখ দং বনমালী দে — ৭৭৫

হিসাব শ্রীকমালী দে ।

জমা	খরচ
১২৮১ সাল	১২৮১ সাল
১৪ বৈশাখ দং বাণিজ্য দ্রব্য—৭৭৫	১৬ বৈশাখ দং বিবিধ বারুদে—৭৭৫

হিসাব মেং জন পামর ।

জমা	খরচ
১২৮১ সাল	১২৮১ সাল
১২ বৈশাখ দং মর্মেড জাহাজদ	১৪ বৈশাখ দং বিবিধ বারুদে—৮২০
মাল বিক্রয়—৩২৫	৩১ বৈশাখ—বাকী—৫০৫
৩০ বৈশাখ দং ১ ছত্রি—১০০০	
১৩২৫	১৩২৫

হিসাব লাভ ও মোক্সান খাতা ।

জমা	খরচ
১২৮১ সাল ।	১২৮১ সাল
১২ বৈশাখ দং বিনিয়োগ পত্রানুসারে ১২ বৈশাখ দং ১ বেকনোট হারান—০০	
দানবারুদ—৫০	৩১ বৈশাখ দং বাটী ভাড়া দিগর
চিনির খাতার—৮৬১	বাজে খরচ—১৫০
লিনেন খাতার—২৩০	
কাপড় খাতার—৫০	
কেনিকো খাতার—১৭০	২৫০
দস্তুরী খাতার—৪১১০	মিজ খাতার মুনাফা—৮৩৬১
বাজ খাতার—৮৬০	
১৮৮৬১০	১০৮৬১০

হিসাব ব্যাজ খাতা ।

জমা	খরচ
১২৮১ সাল	১২৮১ সাল
১৬ বৈশাখ দং বনমালী দে—৭৫০	২৯ বৈশাখ দং পাওনা বরাত—১
৩০ বৈশাখ দং দেনা বরাত—২	৩১ বৈশাখ মুনাফা—৮৫০
৯৫০	৯৫০

হিসাব মর্মেড জাহাজের মাল বিক্রয়খাতা ।

জমা	খরচ
১২৮১ সাল	১২৮১ সাল
২৩ বৈশাখ বিবিধ বাবুদে—৩৫০	২৩ বৈশাখ বিবিধ বাবুদে—৩৫০

হিসাব লহনা খাতা ।

জমা	খরচ
১২৮১ সাল	১২৮১ সাল
৩১ বৈশাখ দেনা বরাত বাবুদে—৫০০	৩১ বৈশাখ দং মজুদতহবিল ৩৮৫
দং জন পায়র—৫০৫	দং পাওনা বরাত—১১১০
খমীর নিজের সম্পত্তি মজুদ ১৮৩৬।	চিনি বাবুদে—৪১।০
	দং হরলাল দাসের—৫০
	দং জনহিওনের—৩৪৫
	দং চন্দ্রনাথ রায়ের—১৬৫
	দং লিমন বাবুদে—২০
	দং লংকুথ বাবুদে—৫০০
	দং বহুনাথ ঘোষ—৯৫
	দং জন জেনিংস—১৩০
২৮৪১।০	

রেওয়া বা নিকাশী জমাখরচ ।

রেওয়া বা নিকাশী জমা খরচ রূপেয়া বাবুদে তেজারত
মোং কলিকাতা সরকার জীযুক্ত বাবু হুর্গাচরণ লাহা ।

সন ১২৮১ সাল ইং ১ লা মাং ৩১এ বৈশাখ ।

জমা—(দেনা)—	খরচ—(পাওনা)—
নিজ খাতা—	মজুদ তহবিল—
দেনা বরাত —	পাওনা বরাত —
জমপায়র—	চিনি খাতা—
	হরলাল দাস—
	জনহিওন—
	চন্দ্রনাথ রায়—
	লিনেন খাতা—
	নংরুথ খাতা—
	বহুনাথ ঘোষ—
	জল জেনিংস—
২৮৪১।০	২৮৪১।০

মহাজনী দর্শন সমাপ্ত ।

জমিদারী হিসাব ।

পরিভাষা ।

জমির মূল বা মুখ্য অধিকারীকে জমিদার কহে । জমিদারের অধিকৃত ভূমিকে জমিদারী কহে । জমিদারেরা গবর্ণমেন্ট হইতে সদর খাজনা দিবার নিয়মে চিরকালের নিমিত্ত জমিদারী গ্রহণ করিয়াছেন । গবর্ণমেন্ট সেই জমিদারীর উপর কখন খাজনা বৃদ্ধি করিবেন না স্বীকার করিয়াছেন । লর্ড কর্ণওয়ালিস কর্তৃক ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে এই বন্দোবস্ত সম্পাদিত হয় । ইহাকে দশশাব্দ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কহে । জমিদারেরা স্বয়ং জমিদারী খণ্ডেখণ্ডে বিভক্ত ও সদর মালগুজারির উপর জমা বৃদ্ধি করিয়া অস্বাভাবিক ব্যক্তিকে পত্তনি, দরপত্তনি, ইজারা, প্রভৃতি নানারূপে বিলি করিয়া থাকেন ।

যে ব্যক্তি রাজস্ব দেয়, কিম্বা ভূমি কর্ষণ করে, তাহাকে রাইয়ত বা প্রজা কহে । কোন অধিকারের অধিবাসীদিগকেও রাইয়ত কহে ।

জমিদার ও প্রজার মধ্যবর্তী জমির অধিকারীকে তালুকদার কহে । মধ্যবর্তীদিগের অধিকৃত জমির নাম তালুক ।

তালুক নানাবিধ । যে তালুকদারেরা একবারে গবর্ণমেন্ট সরকারে খাজনা দাখিল করিতে পারে, তাহাদের তালুককে খারিজা তালুক কহে । যাহারা একবারে গবর্ণমেন্ট সরকারে খাজনা দাখিল করিতে পারে না, তাহাদিগের তালুককে মজকুরি তালুক কহে । এতদ্বির অস্বাভাবিক প্রকার তালুকও আছে ।

সদর মালগুজারির অতিরিক্ত অল্প পরিমাণে নির্দিষ্ট বার্ষিক কর গ্রহণ করিয়া, আপনাতালুক অংশকে চিরকালের নিমিত্ত ভোগ করিতে দেওয়ার ক পত্তনি দেওয়া কহে । ঐ পত্তনি যে ব্যক্তি লয়, তাহাকে পত্তনিদার কহে । পত্তনিদারের নিকট হইতে যে ব্যক্তি পুনঃ পত্তনি লয়, তাহাকে দরপত্তনিদার কহে । দরপত্তনিদারের নিকটে যে পত্তনি লয়, তাহাকে সেপত্তনিদার কহে । দরপত্তনিদার বা সেপত্তনিদারের সহিত জমিদারের কোন বাধ্যবাধ্যকতা নাই । পত্তনিদার

খাজনানা দিতে পারিলে, জমিদার বাকী খাজনার নিমিত্ত তাহার পত্তমি নিলামে বিক্রয় করিতে পারেন।

যে জমি নির্দিষ্ট খাজনা দিবার নিয়মে পূর্ববানুক্রমে ভোগ দখল করিবার নিমিত্ত দেওয়া যায়, তাহাকে মৌরস জমা কহে। মৌরস জমার উপর নিরিখ স্বাক্ষর হইতে পারে না।

এক বৎসরের জন্য জমি ইজারা দিলে, তাহাকে কটকিনা কহে। যে ব্যক্তি ঐ কটকিনা লয়, তাহাকে কটকিনাদার কহে। এক বৎসরের বেশী মেয়াদে কোন জমি লইলে তাহাকে ইজারা কহে। যে ব্যক্তি ইজারা লয়, তাহাকে ইজারাদার কহে। ইজারাদারের নিকট হইতে পুনঃ ইজারা লইলে দরইজারা কহে।

মুসলমান সম্রাটেরা কোন ধর্ম সংক্রান্ত কার্যের নিমিত্ত নিজের বা অঙ্গ করযুক্ত যে জমি প্রদান করিয়াছেন, তাহাকে আয়মা কহে। যে ব্যক্তিকে আয়মা দেওয়া যায়, তাহাকে আয়মাদার কহে।

দেব সেবার নিমিত্ত যে জমি নিজের প্রদত্ত হয়, তাহাকে দেগোত্তর কহে। কোন বিশ্রীকে যে জমি নিজের প্রদত্ত হয়, তাহাকে ব্রহ্মোত্তর কহে। শূত্রের প্রাপ্ত নিজের ভূমিতে মহাজাগ কহে।

প্রজা নানা প্রকার, যথা, খোদকস্তা, পাইকস্তা, কোরপা ইত্যাদি।

খোদকস্তা। খোদ শব্দে নিজ, কস্তা শব্দে কর্ণ বা চাঁষ। নিজ অধিকারের প্রজারা জমা রাখিলে, অর্থাৎ যাহারা পূর্ববানুক্রমে যে গ্রামে বাস কবে, সেই গ্রামের জমি চাঁষ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে খোদকস্তা প্রজা কহে। খোদকস্তা প্রজারা যতদিন নির্দিষ্ট খাজনা দিয়া থাকে, ততদিন জমিদার বা তালুকদার তাহাদিগের নিকট হইতে জমি ছাড়াইয়া লইতে পারেন না।

পাইকস্তা। পাই শব্দে পার্শ্ব, কস্তা শব্দে কর্ণ। যে প্রজা যে গ্রামে বাস করে, তাহার পার্শ্ববর্তী বা অন্য গ্রামের জমি চাঁষ করিয়া থাকে, অর্থাৎ কোন জমিদারের প্রজা অন্য জমিদারের অধীনে জমা রাখিলে, তাহাকে পাইকস্তা প্রজা কহে।

যে প্রজা জমিদারের কোন পাট্টাই প্রজার অধীনে জমা বাধে, তাহাকে কোরপা প্রজা কহে।

বাহারী ঘাট রক্ষা, চৌকিদারী প্রভৃতি কোন কার্য করিয়া মাহিনার পরিবর্তে জমি ভোগ দখল করে, তাহাদিগের সেই জমিকে ঘাটোয়ালী জমি কহে।

চাকরেরা বেতনের পরিবর্তে যে জমি ভোগ দখল করে, তাহাকে চাকরাণ ভূমি কহে। ঘাটোয়ালী বা চাকরাণ ভূমিতে কোন কোন স্থলে অল্প খাজনা দিবার নিয়ম থাকে, কোন কোন স্থলে নিকরও থাকে।

সদ্বৃতিপন্ন প্রজাকে মাতরান প্রজা ও অসদ্বৃতিপন্ন প্রজাকে নাতরান প্রজা কহে।

নানাবিধ জমির নিরিখমত প্রত্যেকের হার দরে প্রজা বিলি হইয়া যে জমা ধার্য্য করা হয়, তাহাকে জমাবন্দী কহে।

এক পরিমাণের বিশেষবিশেষ ভূমির বিশেষবিশেষ করকে জাব-নিরিখ কহে।

প্রজার দখলি ভূমির পরিমাণ অনুসারে দিবার জমাধার্য্য করাকে নিটনকাত জমা কহে।

প্রজার গত বৎসরের খাজনাকে জম ওজল কহে।

গত সনের যে খাজনার টাকা আদায় করিতে বাকী থাকে, তাহাকে বকেয়া বাকী কহে।

কোন প্রজার জমির জমা অন্য প্রজা নহিলে, পূর্ব প্রজার নাম খারিজ হইয়া, হাল প্রজার নামে যে দাখিল হয়, তাহাকে খারিজ দাখিল কহে।

দাখিল দুই প্রকার, প্রজার জমি হইতে দাখিল হইলে, আগত-রায়তী; আর খাস খামার হইতে হইলে, আগতখামার কহে।

খারিজ দুই প্রকার। গতরায়তী ও গতখামার।

প্রজার জমি, জমা হইতে খারিজ হইলে, তাহাকে গতরায়তী কহে; এবং খাসখামার হইতে খারিজ হইলে, তাহাকে গতখামার কহে।

কোন জমির খাজনা আদায় এক বা ততোধিক বৎসরের জন্ত স্থগিত হইলে, তাহাকে মোক্ফরসদ কহে। ঐ খাজনা তৎপরে কোন সনে পূর্ব জমায় ধৃত হইলে, তাহাকে বাররসদ কহে।

পদ্ধতির প্রকারে সেরারী প্রকারে।

হুক প্রকারে জমা অথবা অচিরিত্ত জমির জমাকে কোতিজমা কহে।

নিরূপিত করকে নিজজমা ও উদতিরিক্ত আদারকে বাজেজমা কহে।

দেশভেদে নিজজমার পরিবর্তে, বিলাতমাধুনি ও বিলাত-আমদানী লিখিবার রীতি আছে।

ইরসাল শব্দে অর্থ প্রেরণ। জমিদারের নিকট যে খাজনা প্রেরিত হয়, তাহাকে ইরসাল কহে। যে ব্যক্তি খাজনা ও পত্র বহন করিয়া লইয়া যায়, তাহাকে আরিফা কহে। সালতামানীতে জেরিত এফুন চালানকে একজাইচালান কহে।

ভূমির নির্দিষ্ট রাজস্ব ব্যতীত জলকর, হাট, বাজার প্রভৃতির করকে সায়রাং কহে।

মানুলী অর্থাৎ চিরপ্রচলিত নিয়ম। প্রজার নিকট হইতে নিরীক্ষিত খাজনা ব্যতীত, তাহাদিগের পরিজম দ্বারা উৎপন্ন যে সকল জন্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে মানুলী আদার কহে।

প্রজাগণ আপনাদের বৃক্ষাদি কর্তন বা তাহার উপসব্দ বিক্রয় করিলে, তাহার চতুর্থাংশের যে হুল্য জমিদারকে প্রদান করে, তাহাকে চৌধ কহে।

প্রজাগণ বিবাহ সময়ে জমিদারকে যে প্রণামী প্রদান করে, তাহাকে সাদীসেলামী কহে; আর পাট্টা গ্রহণ করিবার সময়ে যে সেলামী দেয়, তাহাকে পাট্টাসেলামী কহে।

কোন জমির কবুলায় লিখিত জমা অপেক্ষা বড় অধিক প্রদানে স্বীকার করা যায়, তাহাকে কবুলাবেশী কহে।

তদারকে যে জমা বেশী হয়, তাহাকে তদারকবেশী কহে। কবুলাবেশী, বন্দোবস্তী বেশী প্রভৃতি ভুক্তির নানা নাম আছে।

একবারে চিরদিনের জন্য কদী না দিয়া জমারকে অধীনে আপত্যতঃ যে কদী দেওয়া যায়, তাহাকে হাজৎকদী কহে। দস্তরীকদী প্রভৃতি কদীর নাম আছে।

জমিদারের কোন বিশেষ কার্যবশতঃ খাজনার বে কোন অংশ আশ্রিতঃ লিখিত নাথেন, তাহাকে মহকুব হাজত কহে।

কোন নিয়মে জমিদারেরা আরম্ভ খরচের নিমিত্ত যে খাজনা রেহাই দেন, তাহাকে মহকুবরসম্বন্ধে কহে।

জমিদারেরা বিভিন্ন পুরিমাণে কর অবদান বা খরচের প্রদর্শিত কাবণ অগ্রাহ্য করিয়া, আমলাদিগের নিরীক হইতে যে টাকা গ্রহণ করেন, তাহাকে সেরিজ বা রদ কহে।

গোশালদার জমিদারের নিকট মিকাস দিবার সময় যাহা দেনাদার হয়, তাহাকে মিকাসীপোতা কহে।

কোঁতী বা কেরারী প্রজার জমা বিলি যে পর্য্যন্ত না হয়, তাদে উহাকে লোকমান জমা কহে।

যে জমিতে লাজল দিয়া শস্য উৎপন্ন করা হয়, তাহাকে মাঠান কহে। মাঠান জমি দুই প্রকার, শালি ও সুন।। যে জমিতে হৈমন্তিক অর্থাৎ আদম রাস্ত উৎপন্ন হয়, তাহাকে শালি বা আমনো জমি কহে। আর বাহাতে আশু খানা ও রবিষণ্ড প্রভৃতি শস্য জন্মে, তাহাকে সুন বা আউস জমি কহে।

শালি ও সুন দুই প্রকার জমি চারি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত : যথা, আউসল, দুয়েম, শ্রেয়ম ও চাহারম।

যে জমিতে সকল প্রকার শস্য যেন আনা উৎপন্ন হয়, তাহাকে আউসল বা প্রথম শ্রেণীর জমি কহে। যে জমিতে বার আনা বকম শস্য জন্মে, তাহাকে দুয়েম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি কহে। যে জমিতে সর্বত্র বকম শস্য জন্মে, তাহাকে শ্রেয়ম বা তৃতীয় শ্রেণীর জমি কহে। আর বাহাতে চারি আনা বকম শস্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে চাহারম বা চতুর্থ শ্রেণীর জমি কহে।

কনকেরা যে জমি সজতিপন্ন প্রজার নিকট হইতে আবাদ করিতে হয়, তাহাকে জোত কহে।

যে জমিতে কোন বৎসর কদল উৎপন্ন হয়, কোন বৎসর হয় না, তাহাকে উঠিৎপতিৎ কহে।

যে জমির কর দিতে হয়, তাহাকে মালেক জমি কহে।

যে জমি আপাততঃ পণ্ডিত আছে, কিন্তু চাষ করিলে বাহাতে কদল জন্মিতে পারে, তাহাকে খিল জমি কহে।

যে জমি কোন প্রজা নিজের ব্যবহারার্থ চাষ করিয়া থাকে, তাহাকে নিজ জোত কহে ।

সকর জমিকে জমাই জমি কহে । নিষ্কর জমিকে নাথেরাজ কহে । কতিপয় পরগণার সম্বন্ধিকে চাকলা কহে । কতকগুলি গ্রামের সম্বন্ধিকে ডিহি কহে । কোন একটা গ্রামকে মৌজা কহে ।

যে জমিতে ধাত্তের বীজ রোপণ করা হয়, তাহাকে রোয়া কহে । যে জমিতে ধাত্তের বীজ ছড়ান হয়, তাহাকে বাওড়া কহে ।

কিতা শব্দে জমির খণ্ড । বসবাসের ভূমিকে বাস্তু ও বাস্তুর সংলগ্ন ভূমিকে উদ্বাস্তু কহে । গোসমূহ যে ভূমিতে চরে, তাহাকে গোচর কহে । পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা, ডোবা প্রভৃতিকে জলকর এবং মৃত গরু ফেলিবার স্থানকে ভাগাড় কহে ।

অনাবাদ ও পতিত জমি যাহার কর ধার্য্য নাই, তাহাকে খাস খামার কহে । বাগাৎ শব্দে বাগান, বাস থাকিলে বাঁগবাগাৎ কহে ।

একগ্রামের জমি অপর গ্রামের মধ্যে ও শেখোক্ত গ্রামের ভূমি পূর্বোক্ত গ্রামের মধ্যে থাকিলে ঐ জমিকে পিতলগোনা কহে ।

সদর ফর্দকে প্রথম ফর্দ কহে । আয়ের সম্বন্ধকে আমদানী-সুমার কহে । আমদানীর অর্থ আয়, সুমারের অর্থ সম্বা । ইন্তক শব্দের অর্থ অবধি । নাগাৎ শব্দের অর্থ এই পর্য্যন্ত । আখিরি শব্দের অর্থ শেষ । পাওনার সম্বন্ধিকে হস্ততলব কহে । প্রাপ্য আদায়কে ওয়াগীল কহে । খাজনা ভিন্ন অস্তান্ত পাওনাকে লহনা কহে ।

জমির অঙ্কের পূর্বে মওরাজী লিখিতে হয় ।

জমিদারেরা কর আদায় করিবার নিমিত্ত যে সকল কর্মচারী নিযুক্ত করেন, তাহাদিগকে গোমাস্তা বা তহশীলদার কহে । অনেক গোমাস্তার উপর যে একজন কর্মচারী নিযুক্ত থাকে, তাহাকে নামেব কহে ।

যে চাকর গোমাস্তার সন্ধানে থাকিয়া, প্রজাদিগের নিকট খাজনার ভাগাদা প্রভৃতি করে, তাহাকে মালেরপাইক বা তৈনিতি কহে । গোমাস্তার প্রার্থনামতে জমিদারের সদর কাছারী হইতে যে লোক মকঃসমে প্রেরিত হয়, তাহাকে ইতনিং কহে ।

যে প্রজার খাজনা বাকী পড়ে, তাহাকে বাকীদার কহে। আমানী শব্দের অর্থ কবজ কহে। প্রজা অথবা প্রতিবাদী বা প্রত্যর্ষী বুঝায়।

আদালতের সনদেশানুসারে কোন জমি দখল করিতে হইলে, ঐ স্থানে বাস পুতিতে হয়, ইহাকে বাসগাড়ি কহে।

প্রজাকে কোন জমি জমা দিতে হইলে, জমিদারেরা যে অধিকারিপত্র লিখিয়া দেন, তাহাকে পাট্টা কহে, আর ঐ কাগজের পরিবার্তে প্রজা জমিদারকে যে করস্বীকার পত্র লিখিয়া দেন, তাহাকে কবুলতি কহে। প্রজারা কর প্রদান করিয়া গোমাস্তার নিকট যে রসিদ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে দাখিলা বা কবজ কহে।

যে কাগজে প্রত্যেক প্রজার উম্মদবাকী প্রভৃতির হিসাব, ভিন্ন ভিন্ন কর্দে লিখিত হয়, তাহাকে কড়চা বা পোকা কহে।

যে কাগজে প্রজাদিগের জমীজমা বিশেষ করিয়া নির্ধারিত হয়, ও বাহাতে খাজনার নিরূপণ ও আয়ের হিসাব লিখিত হয়, তাহাকে খতিয়ান বা একোয়ান কহে।

মাসমাস যেরূপ খাজনা আদায় হয়, তাহা যে কাগজে লিখিত হয়, তাহাকে সেহা কহে। সেহায় শুদ্ধ জমার অঙ্ক লিখিত হয় এমনও আছে, যে কোন তারিখে সে খরচ হয়, তাহাও লিখিবার রীতি আছে।

কোন গ্রামের অধিবাসিদিগের মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে বাস্তবিক মতল বা মোড়ল কহে। মোড়লেরা জমি বিলি ও খাজনা আদায় করিয়া থাকে।

গত সনের কাগজে প্রজার নামে যে জমা লেখা থাকে, তাহাকে জমাওজস্তা কহে। প্রজার নিকট গত সনের যে খাজনা বাকী থাকে, তাহাকে বকরাবাকী কহে।

জমাওজস্তা ও বকরাবাকী ব্যতীত যদি অন্য কোন বাব অর্থাৎ প্রজারা মহল হইলে ইজদারী, কিন্তু খেলাপী, সুদ প্রাপ্য হইলে ঐ সুদ, এবং ভাগাবী নাদন অর্থাৎ নাতান প্রজাকে আবাদ খরচ দেওয়া হইলে, ঐ ভাগাবীর টাকা ও তস্য সুদ বাকীর নীচে লিখিতে হয়।

জমিদারের নিকট বাহা ঋণ স্বরূপ গ্রহণ করা যায়, তাহাকে কর্দ-কর্দন কহে।

জরিপ ।

ক্ষেত্রের মধ্যে কোন্ পদার্থ কি ভাবে অবস্থিত, সেই ক্ষেত্রের পরিমাণ-ফল কত, ভূ পৃষ্ঠের কোন্ স্থান কত উন্নত এবং কোন্ স্থান কত নিম্ন, এই সকল বিষয় যে উপায় দ্বারা স্থিরীকৃত হয়, তাহাকে জরিপ কহে। জরিপ দুই প্রকার। একজাই বা একআন্দাজ জরিপ, তপাসি বা নোক্‌সান চর্চা জরিপ। একজাই জরিপের দ্বারা একাদিক্রমে সমুদায় ভূমি মাপিয়া জমা নিসস্ত হয়। তপাসি জরিপ দ্বারা হামিল পতিত তদন্ত করিয়া, রাজস্ব আদায় হয়।

যদি বহুতর ক্ষেত্র একত্র জরিপ করা যায়, তাহাকে চাপ জরিপ কহে। আর যদি প্রজা বিলি দাগদাগ স্বতন্ত্র মাপা যায়, তাহা হইলে কিতাওয়ারী জরিপ কহে।

জরিপ সমাপন হইলে আমীন যথার্থ লিখিয়াছে কি না, এই সম্বন্ধে ভগ্ননার্থে যে দ্বিতীয়বার জরিপ করা যায়, তাহাকে পরতাল (পুনরীক) জরিপ কহে। জরিপ করিবার নিমিত্ত যে সকল ব্যক্তি নিযুক্ত হয়, তাহাদিগকে আমীন কহে।

জরিপী চিঠা।

জমির পরিমাণ নির্ণয় করিয়া যে কাগজে লিখিত হয়, তাহাকে চিঠা বা মাপবহী কহে।

জরিপী চিঠার শীর্ষ দেশে অর্থাৎ নক্সার উপরিভাগে প্রাথমিক্রমে আসামী, দাগ, দীঘ, প্রান্ত, সারা, জিনিস লিখিতে হয়। আসামীর নিম্নে যে প্রজার জমি তাহার নাম, ও দাগের নিম্নে যত সংখ্যক ভূমি জরিপ হয়, ক্রমশঃ তাহার সংখ্যা; যে ভূমি যে পরিমাণে দীর্ঘ, তাহা দৈর্ঘ্যের নিম্নে, এবং প্রস্থের যে পরিমাণ, তাহা প্রস্থের নিম্নে লিখিতে হয়। কালি করিয়া যে মানের ভূমি তাহার অঙ্ক সারার নীচে পড়িবে, ঐ ভূমি বাস্তব কি উদ্ভাস্ত কি বাগাৎ ইত্যাদি যে প্রকারের হয়, তাহা জিনিসের নিম্নে লিখিতে হইবে। আসামী ও দাগ নক্সার এক ধরেও লেখা যাইতে পারে। ভূমির চতুঃসীমা আসামীর নামের নীচে অথবা সর্ব নিম্নে লিখিতে হয়।

জমিদারী হিসাব ।

মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ এই কয় মাস জরিপ করিবার প্রকৃত সময়, কারণ তৎকালে ভূমিতে ফসল থাকে না ।

জরিপের সময় উত্তরাধি নিম্নের নাম সম্পূর্ণ রূপে লিখিত হইলে অধিকারী ও অধিকারী কাগজ লাগে, এজন্য সাক্ষেতিক অক্ষর দ্বারা লিখিত হইয়া থাকে । বর্ষা, উত্তর স্থলে “উ” দক্ষিণ স্থলে “দ” ইত্যাদি লিখিত হইয়া থাকে । “ত” লিখিলে তন্তু, অর্থাৎ অগ্রে যে জমি জরিপ হইল তাহার, আর ত-র সহিত যে দিকের প্রথমাক্ষর যোগ হইবে, তাহার সেই দিক বুঝাইবে ।

ভিন্নভিন্ন গ্রামে ভিন্নভিন্ন মাপ অনুসারে জরিপ হইয়া থাকে । সচরাচর যে মাপের প্রণালী অনুসারে জরিপ হইয়া থাকে, তাহাকে জমিদারী রসী কহে । ইহা রসী (রজু) ৭ চর দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । ইহা দৈর্ঘ্যে ৪০ গজ বা ৮০ হাত এবং বিংশতি অংশে বিভাজিত । প্রত্যেক অংশকে কাঠা কহে । রসীর এক প্রান্ত হইতে প্রত্যেক ৪র্থ কাঠাতে ৮ বা ১০ অঙ্গুলি দীর্ঘ এক এক খণ্ড চর বা রজু খুলান থাকে, তাহাকে কুলি কহে । ৫ কাঠার স্থানে ৫টি অঙ্গুলিবিধিষ্ট মণিবন্ধের দ্বারা এক ৭০ চর বাঙ্গা থাকে, তাহাকে পাঁচট কহে । ১০ কাঠার স্থানে অর্থাৎ রসীর মধ্যস্থলে দশঅঙ্গুলিবিধিষ্ট করেত দ্বারা এক খণ্ড চর খুলান থাকে, তাহাকে দশক কহে । বঙ্গদেশের প্রায় সর্বত্রই এই রসী ব্যবহৃত হইয়া থাকে । যেখানে ঐ রসীর প্রচলন নাই, বাণেশ্বর নল দ্বারা জরিপী কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে ।

জরিপী চিঠা বা মাপবহী লিখিবার প্রণালী ।

জরিপী চিঠা ঘোজে বলরামপুর, পুরগণে গিরিগড় ।

জমিদার শ্রীপ্রসন্ননারায়ণ দেব ।

কাঠাকুড় ১০ হাতের মাপ ।

শ্রীরামচন্দ্রলাল রায় জরিপ আমীন ।

শ্রীকাশীনাথ দাস মুহুরী ।

সন ১২৮১ মাল ৬ই মাঘ ।

দিনার জমজমি ।

আসামী—দাগ—দীর্ঘ—প্রস্থ—সারা—জিনিস

আদৌ আরও আমসা পশ্চিম বঁকা নদীর তপু, বউ সরকারী রাস্তা ।

১ দাগে প্রজা তিনকড়ি ঘোষ ।

পূপং ২১০ উদং ১/৪ ৩/০ সালিআউওল

কৈফিয়ৎ । এই জমির তপ আইসে একটা ভালো ছ আছে ।

২ দাগে তন প্রজা গৌরাচাঁদ দাস ।

পূপং ৪৪২ উদং ৫৩ ৪/৩ সালিহুয়েম

কৈফিয়ৎ । ইহার তপু হাবিলপুরের জমি ।

৩ দাগে তউ প্রজা হে । পূপং ১/১ উদং ৫৩ ১৫৩ সুনাতাউওল

৪ দাগে তউ প্রজা পেনা বাম কলো ।

পূপং ১৫৪

২/৪

৪/৩

সহি ২/৪

উদং ১/৪ ৩/৪ সুনাতাউওল

তদ ঘোম ১/৩

৫/২

কৈফিয়ৎ । এই জমির তউ বঁকা নদী । তপ হাবিলপুরের জমি ।

৫ দাগে ত প প্রজা খেলারাম কলো ।

উদং ২৫০

পূপং ২/৩

৪/৪

বাগাতি

৬ দাগে ত দ প্রজা কালচাঁদ দাস ।

উদং

পূপং ১৫১

২/১

৩৫২

২১০

সহি ১৫৪

৫/৩ সালিচাহাবম

৭ দাগে তপু প্রজা বলরাম পাল ।

উদং ২৪১

পূপং ১/২

২৫১

বাস্ত ৫১

উদ্বাস্ত ২/

জমির নীচে আর একটা লতায় প্রজার ব্যবসায়, তাহার বাটার জন-সংখ্যা ভিত্তিতে লিখিত হইয়া থাকে । এই লতাকে তফসীল হকিকৎ কহে ।

কৈফিয়ত। ইহার তউ হাবিলপুরের জমি, তপ আইল ডাঙ্গা। উক্ত
বলরাম পাল গবর্ণমেন্টের চাকরী করে।

৮ দাগে তপু প্রজা তিনকড়ি ঘোষ।

উদং ৪১০ পূপং ১৬০ ৭১৪ বাস্তু ১/০
বাঁশবাগাং ৬৪

কৈফিয়ত। ইহার তউ বীকা নদী। দাগমধ্যে একটা ডুঙ্গুর গাছ
আছে।

৯ দাগে তপ প্রজা গোরচাঁদ দাস।

বাস্তু ১০

পূপং ১১০ উদং ১/০ ১১০ উদ্যাস্ত ৬০

১০ দাগে তউ প্রজা কালচাঁদ দাস।

পূপং ১/০ উদং ১/০ ১/০ ডোবা

১১ দাগে তপু প্রজা খেলারাম কলো।

উদং ১১২ পূপং ১১০ ১/০ বাস্তু ১০
পুষ্করিণী ১০

১২ দাগে তউ প্রজা কালচাঁদ দাস।

পূপং ৪১৪ উদং ৬০ ৩১০ সালিসুরেয়ম।

কৈফিয়ত। এই দাগের তউ বীকানদী। তপ আইলে একটা সেতু
গাছ আছে।

১৩ দাগে তপ। খাস খামার। পূপং ১৬৪

উদং ৬২ ১১০ গো

১৪ দাগে তপদ। জোত বলরাম পাল।

পূপং ১৬১ উদং ১১০ ২১০ সুনাস্ত ওস

১৫ দাগে তপ। জোত ঐ। উদং ১/০

পূপং ১১২ ১১২ ইজু

১৬ দাগে তপু। জোত তিনকড়ি ঘোষ।

পূপং ১৬১ উদং ১১১ ২১৪ সালিসুরেয়ম

১৭ দাগে তপু। জোত ঐ। উদং ১/০

পূপং ১/০ ১১০ ব্রহ্মোত্তর

১৮ দাগে তউ। জোত বলরাম পাল।

উদং ১/০ পূপং ১১০ ৬০ আমবাগান

১৯ দাগে তপু। জোত গোরচাঁদ দাস।

উদং ১৬২ পূপং ১১০ ৬০ ডোবা

২০ দাগে তপু। খাস খামার। উদং ১/১

পূপং ১১১ ১১৪ ভাগাড়

২১ দাগে তপু। খাস খামার। উদং ১/১ পূপং ১১১ ১১৪ ভাগাড়

২২ দাগে তপু। খাস খামার। উদং ১/১ পূপং ১১১ ১১৪ ভাগাড়

২৩ দাগে তপু। খাস খামার। উদং ১/১ পূপং ১১১ ১১৪ ভাগাড়

২৪ দাগে তপু। খাস খামার। উদং ১/১ পূপং ১১১ ১১৪ ভাগাড়

দাগবিলা খতিয়ান ।

১৩

দাগবিলা খতিয়ান ।

দাগবিলা খতিয়ান, প্রজা হার, পরগণা গিরিগড় মোজে বলরামপুর ।

জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ননারায়ণ দেব ।

সন ১২৮১ সাল ।

শ্রীতিনকড়ি ঘোষ ।

শ্রীগোরাচাঁদ দাস ।

সাং বলরামপুর ।

সাং বলরামপুর ।

দাগ	জমি	জিনিস	দাগ	জমি	জিনিস
১	৩/০	শালি আউণ্ড	২	৪/৩	শালিহুয়েম
৮	৭/৪	বাস্ত ১/০	৩	১৬৩	মুনাআউণ্ড
		উদাস্ত ৩/৪	৯	১/০	বাস্ত ১/০
১৩	২/৪	শালিসুয়েম			উদাস্ত ৬/০
১৭	১/০	লকোণ্ড	১৯	৬/০	ডোবা

১৪/৩

৮/১

শ্রীখেলারাম কল্যা ।

শ্রীকল্যাচাঁদ দাস ।

	৩/৪	মুনাচাহারম	৬	৫/৩	শালিচাহারম
	১/২	ঘোন	১০	১/৩	ডোবা
৫	৪/৪	বাগাত	১২	৩/২	শালিসুয়েম
১১	১/০	বাস্ত ১/০			
		পুষ্করিণী ১/০			

৯/০

৯/০

শ্রীবলরাম পাল ।

খাস খামার ।

৭	২৬১	বাস্ত ৬১	১৩	১১৩	গোচর
		উদাস্ত ২/০	২০	১/৪	ভাগাড়
১৪	২/০	মুনাআউণ্ড			
১৫	১/২	ইকুচাব			
১৮	৬/০	আমবাগান			

৬/৩

২/২

একওয়াল খতিয়ান ।

[illegible]

मान-१२७३ अंश ।

ক্র.সং.	নাম	পদ	বয়স	শিক্ষা	পরিচয়	বৃত্তি	স্বাক্ষর	মোহর	তারিখ
১	ড. কালীচরণ	সচিব	৩৮	বি.এ.	কলিকতা	কলিকতা	কলিকতা	কলিকতা	১৯৫৩
২	ড. কালীচরণ	সচিব	৩৮	বি.এ.	কলিকতা	কলিকতা	কলিকতা	কলিকতা	১৯৫৩
৩	ড. কালীচরণ	সচিব	৩৮	বি.এ.	কলিকতা	কলিকতা	কলিকতা	কলিকতা	১৯৫৩
৪	ড. কালীচরণ	সচিব	৩৮	বি.এ.	কলিকতা	কলিকতা	কলিকতা	কলিকতা	১৯৫৩
৫	ড. কালীচরণ	সচিব	৩৮	বি.এ.	কলিকতা	কলিকতা	কলিকতা	কলিকতা	১৯৫৩

নিরিখনামা মোজে বলরামপুর ইত্যাদি ।

আসামী	জমি নিরিখ	জমিদারী কি বিঘা	নিরিখ রায়তী কি বিঘা
বাস্ত	১/০	৪	৫
উদাস্ত	১/০	২১০	৩
শালিআউওল	১/০	৩	৩১০
শালিহুয়েম	১/০	২১০	৩
শালিসুয়েম	১/০	২	২১০
শালিচাহারম	১/০	১১০	২
সুনীআউওল	১/০	৩১০	৪
সুনীহুয়েম	১/০	৩	৩১০
সুনীসুয়েম	১/০	২১০	৩
সুনীচাহারম	১/০	২	২১০
বাগাৎ	১/০	৫	৬
জলকর	১/০	৬	৭

শ্রী প্রসন্ননারায়ণ দেব । জমিদার ।

জমির হার নিরিখ স্থান ভেদে বিভিন্ন হইয়া থাকে ।

জমাবন্দী ।

জমাবন্দী জমীজমা পর্যায়ে গিরিগড়, মোজে বলরামপুর ।

জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ননারায়ণ দেব ।

জমাবন্দী । মোজে বলরাম পুর । ১২৮১ সাল ।

১ নং প্রজ্ঞা জিভিনকড়ি ঘোষ । সাং বলরাম পুর ।

আসামী	জমিবিভাগ	হারনিরিখ	নিটনকাত
বাস্ত	১/০	৪	৪
উদাস্ত	৩১৪	২১০	১৬০
শালি আউওল	৩/০	৩	২
শালিসুয়েম	২১৪	২	৪৫০
ব্রহ্মোত্তর	১/০	নিষ্কর	

১৪/৩

৩৪/৮

ময়াজীচাঁদবিঘা তিনকাঠামাত্র । মবলগে চৌত্রিশ টাকা আটগত ।

২ নং প্রজা জিগোরচাঁদ দাস। সাং বলরামপুর।

জামান	জমি বিহীন	ছাত্র নিরিখ	নিটনকাত
বাড়	৪০	৪	২
উষা	৫০	২৪০	১৫০/০
শালিপুরম	৪/৩	২৪০	১০১০/০
শুনাবাউওল	১৫৩	৩৪০	৩৪০/৮
জলকর	৫০	৬	৪৪০

৮/১

১০১০/৮

মরাজী আটবিঘা এককাঠা মাত্র। মবলগে পঁচিশটাকা ছরআনা আটগুণ।

৩ নং প্রজা জিধেলারাম কল্য। সাং বলরামপুর।

বাড়	৪০	৪	২
জলকর	১৪২	৬	২৪১/১২
শুনাবাউওল	৩/৪	২	৩১০/৮
বাগান	৪/৪	৫	২১

২৪০

৩৯

মরাজী নরবিঘা দশকাঠা মাত্র।

মবলগে উনচল্লিশ টাকা।

৪ নং প্রজা জিকালচাঁদ দাস। সাং রামেশ্বরপুর।

হাল দখলীকার কুশুমকামিনী দাসী।

শালি পুরম	৩/২	২	৬৪১/৪
শালি চাহারম	৫/৩	১৪	৭৪১/১২
জলকর	১/৩	৬	৬৫০/৮

২৪৩

২১১/৪

৫ নং প্রজা জিবলরাম পাল। সাং বলরামপুর।

বাড়	৫১	৪	৩৬/৪
উষা	২/০	২৪	৫
শুনাবাউওল	২১০	৩৪	৭৫০/৮
বাগান	১/২	৫	৬৫০

৩৪৩

২২৫/৪

জমাবন্দী ।

৭৭

৬ নং খালখামার গোচর ১৯৩
ভাগাড় ১৪

২১২

জমাবন্দী সমাধা হইলে, তাহা যথার্থ ও নিতুল হইয়াছে-কি না এই সন্দেহ ভঞ্জন করিবার নিমিত্ত, গোমেহারী বা একওয়ালকে প্রজার স্বরূপ গণ্য করিয়া, তাহার একটি জমাবন্দী করিতে হয়। এই জমাবন্দীর সহিত তেরিজের একা হইলে, জমাবন্দীর প্রতি সন্দেহ থাকে না, অনৈক্য হইলে, বিরয়ারি পরতল করিয়া মিল করিতে হয়। এই জন্য এই স্থলে একওয়ালের জমাবন্দী করা হইল।

এক ওয়ালের জমাবন্দী ।

নৌঃ বলরামপুর ।

রকম জমি	দর	তক্কা
শাস্ত্র ২৫১	৪	১১৮/৪
উদ্বাস্ত্র ৯/৪	২১০	২৩
শালি আউওল ৩/০	৩	৯
ঐ দুয়েম ৪/৩	২১	১০৮/০
ঐ সুরেম ৫৫১	২	১১১/১২
ঐ চাহারম ৫/৪	১১০	৭১৮/১২
সুনা আউওল ৪/৩	৩১০	১৪১ ৮
ঐ চাহারম ৩/৩	২	৬৮/৮
বাগাৎ ৫১১	৫	২৭৫০
জলকর ৩১০	৬	২১
খামার ২১২		
ব্রহ্মোত্তর ১১০		

৫০/২

১৪২১/৪

জমাবন্দী মিল হইলে, জমীজমার মবলগা ব্যক্তিরা প্রজাদিগের নাম স্বাক্ষর করাইয়া লইতে হয়, তাহা ১ম সংখ্যার প্রজা তিনকড়ি ঘোষের জমাবন্দীতে প্রকৃত্য।

সামান্য বিবরণ।

সেহা।

সামান্য সেহা রপেয়া পরগণে গিরিগড়, নৌজে বলরামপুর।
জমিদারী অধিকার বাবু প্রসন্ননারায়ণ দেব।

সন ১২৮১ সাল।

বিতরণ— ১০ আষাঢ়

রোজ— মোঃ নবাব

দিনার সেহা রপেয়া।

আসামী —	জাদদ তজা —	খরচ —	তজা
তিমকড়ি বোম		শুভ পুণ্যাহের খরচ	
সাং বলরামপুর		আতপচাউল —	১০
ওঃখোদ		উপকরণদিগার —	২১০
এককতা নোট নং		শ্যটি জোড় —	১০
৩৭৫০ —	১০	দধি —	২
গোরাচাঁদ দাস		চি ড় মৃড়কি —	১
সাং বলরামপুর		মলেশ —	৪
ওঃখোদ রোক —	৮	পানদুপারি —	১০
খেলারাম কলো		পুত্রাহিতের দক্ষিণা —	১০
সাং বলরামপুর		ভিক্ষা —	১০
ওঃখোদ রোক —	৬	বান্যকর —	১০
০ কলোচাঁদ দাস		ইরদাল খাতে	
হাল দখলীকার		মাং বাঞ্চারাম পাইক	
কুমারকামিনী দাসী		১ নং একচালম —	২০
সাং রামেশ্বরপুর		এককতা নোট ১০	
সাং হুলধর মণ্ডল রোক —	৮	নগদ —	১০
বলরাম পাল		বাঞ্চারাম পাইকের	
সাং বলরামপুর		রাহাখরচ —	১০
ওঃ প্রসাদ হাজরা			
রোক —	৪১০		

৩২১০

কৈকিরং নিজ রোজ আমদানী ৩৬০

বাদ খরচ ৩২১০

বাকী মোছদ ৩৬০

বিতারিখ ——— ৯ আশ্বিন।

রোজ ——— শুক্রবার।

দিনায় সেবা রূপেরা ———

আসামী ——— আদম ককা ——— খরচ ———

তিনকড়ি ঘোষ ——— কাছারি দর ঘেরাযুতি ———

ওঃ কাল্যাণ পাটক ——— উলুখড় ——— ২

বোক ——— ৩ ——— দড়ি ——— ১

খেলারাম কলো ——— বাঁশ ——— ২

ওঃখোদ ——— স্বতলী ——— ১০

৩৫৭৪ এককেতা নোট — ৫ ——— যরমিজনের মজুরি

গোবর্ডান দাস ——— ১৬ টা জনের কাত

ওঃ তসাপত্র ——— ৫১০ ——— মাঃ যকীরাম দাস — ৪

বলরাম পাল ——— মজুরজনের জলপান — ৯০

মাঃ রামধন দত্ত ——— সরঞ্জাম খরচ ———

রোক কোঃ ——— ১৫০ ——— মাংদাংগচ ২ দিল্লী — ৫০

১৬০ ——— রোসনাই খরচ তৈলখরিদ ৯০

বাজে জমা ——— ইরসাল খাতে

সাদী সেলামী ——— বঃ বলরামপুরর

দঃ গোবর্ডান দাসের ——— মনব কাছারী

পুন্ডের বিবাহ ——— ২ ——— ওঃ গোপাল সিং

কুমকামিনীর কছার ——— দ্বারবান ২ নং এক চালন

বিবাহ ——— ১১০ ——— এককেতা নোট — ১০

পাটী সেলামী ——— নগদ ——— ১০

দঃ খেলারাম কলো ——— ৫ ——— ঐ দ্বারবানের রাহা

ভোগাড় জমার মধ্যে ——— খরচ ——— ১৯০

মাঃ তিতু মুচী ——— ৫০

আম্র ছায়ের মাযুলী

৩১৯০

ওড় বিক্রয় ——— ৪

কৈ : নিজ রোজ আমদানী ৩০১০

সাবেক মোজুদ ——— ৩৫৯০

৩০১০

৩৪৯০

বাদ খরচ ——— ৩১৯০

বাকী মোজুদ ——— ৩১

জমিদারী হিসাব ।

বিত্তাবলি — ১৮ ভাদ্র ।

রোজ — সোমবার ।

দিনার মোহরপেয়া —

আসামী	আদান	তহা	খরচ	তহা
তিনকড়ি ঘোষ			মাহিন্দারান খরচ	
গুঃ খোদ এককেতা			গোমস্তা রাখানাথ সরকার	
গোদাচাঁদ দাস			মাসিক ৩ টাকার হিঃ	
গুঃ খোদ		৬	বৈশাখ মাং আশাঢ়—৯	
খেলারাম কলো			বাক্সারাম পাইক	
মাঃ তন্ত্রাতা		৮	২ টাকার কাত	
কান্দাচাঁদ দাস			ঐ ইস্তক নাগাদ	৬
মখলি সরবরাহকার				
মাং হলধর মণ্ডল হোক	৮০		ইরসাল খাতে	
	৩২০		বঃ বলরামপুরেব	
কৈঃ নিজরোজ আমদানী	৩২০		সদরকাছারী ৩মং এক চালান	
সাবেক মোজুদ	৩০		গুঃ বাক্সারাম পাইক	১০
	৩৫০		উহার কাছা ধর	১০
বাদ খরচ	৩৫০			৩৫০
বাকী মোজুদ	১০			

বিত্তাবলি — ১৭ আশ্বিন ।

রোজ — সোমবার ।

দিনার মোহরপেয়া —

আসামী	আদান	তহা	খরচ	তহা
তিনকড়ি ঘোষ			মাঘুলী গ্রামা খরচ	
গুঃ খোদ		২	মাং প্রজা হার	
সরবরাহকার			বারমারী পূজার খরচ—৫	
কলমকারিমা দাসী				
মাং বাক্সারাম পাইক	৭		কৈঃ নিজরোজ আমদানী	২৫৬
খেলারাম কলো			সাবেক মোজুদ	১০
মাং বাক্সারাম পাইক	৩৬০			২৬
বলরাম পাল			বাদ খরচ	৫
গুঃ খোদ বোক	১০		বাকী মোজুদ	২১

সেহা ।

৮১

বিতারিখ ————— ২০ মাঘ ।

রোজ ————— সোমবার ।

দিনার সেহারপেবা ————

বলরাম পাল	সরঞ্জী খাতে
গুঃখোদ ————— ৩	কাছারির বিছানার সপ — ১০/০
কালচাঁদ দাস	কাগজ ৪ দস্তা ————— ২৪০
হানদখলীকার	মসী ————— ১/০
কুসুমকামিনী দাসী	কলম ————— ১/০
মাং বাঞ্চারাম পাটক — ৩৬০	মোকদ্দমা খাতে
খেলারাম কলো	দং মুনসুফী আদালত
গুঃ শোদ রোক ————— ৮৭০	হইতে পেরদা আইসে
গোরাচাঁদ দাস	তাহার খোরাকীদিগর — ১০
মাং বাঞ্চারাম পাটক — ২	বাজে খরচ ————
তিনকড়ি যোব	কাছারীতে একজন অতিথী
গুঃ শোদ ————— ১	আইসে তাহার সেবার খরচ — ১/০

২১০

আরিম্মা ও খোরাকী
গোপাল সিংহ তৈনিত
আসার তাহার খোরাকী

আমদানী নিজরোজ — ২১০

৭ দিনের কাত ————— ১৫০

সাংক মোজুদ ————— ২১

ইরসাল খাতে

৪২০

মাং বাঞ্চারাম পাটক

৪ নং এক চালান রোক — ২৫

খাম খরচ ————— ২২১০/০

উহার রাহা খরচ ————— ১০/০

বাকী ————— ১২১০/০

২২১০/০

বিজয়িৎ — ২০ চৈত্র ।

রোজ — সোমবার ।

দিনার সেহা রূপেরা ।

তিনকড়ি ঘোষ

৩ঃ খোদ — ৩

গোমতাচাঁদ দাস

৩ঃ খোদ — ৩৮

খেলারাম কলো —

৩ঃ খোদ — ১১

কালচাঁদ দাস

৮২ কুমারকামিনী দাসী ২৫০

বলরাম পাল

৩ঃ খোদ — ৭৫০

খুটা গারির খাজানা আদায়

১লা আদায় নং ৩১ আখিন

৩ঃ খোদ — ৩০

বাসকর আদায়

৮২ রাধানাথ দাস — ১

চৌধ আদায়

৮২ বলরাম পালের

কৈতুল গাছ বিক্রয়

৮ টাকার চৌধ — ১

কীসখামার জমীর

আগাছা বিক্রয়

৮২ বাজারাম পাইক — ৪

জারাইড জমা

৮২ তিতু বুটি — ২১০

৩ঃ খোদ — ১

মাগুলী গ্রামা ধরচ

চড়ক পূজার ধরচ — ৮০

মাহিমদারাম ধরচ

গোমতা রাধানাথ সরকার

মাসিক ৩ টাকা হিঃ

৮২ জাবন নং কাকুলন — ২৪

বাজারাম পাইক মাসিক

২ টাকা হিঃ — ১ — ১৬

কাহারীর বিছানার সত্তরজী ৪

আমদানী নিজ রোজ — ৪১৮০

সানেক মোকদ — ১২৮০/০

বাদ ধরচ — ৫২১০

বাকী — ১৫০/০

হিসাববাকী অথবা খোকা বা কড়চা ।

হিসাববাকী রূপেণা পরগণে গিরিগড়, মৌজে বলরামপুর ।

জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ননারায়ণ দেব ।

সন ১২৮১ সাল ।

ইঃ স্মক নাগাদ আধিকারী ।

১ নং হিসাব প্রজ্ঞা ক্রিষ্টনকড়ি ঘোষ । সাং বলরামপুর ।

ওয়ারীল— — — — — বাকী — — — — —

২৩ আষাঢ়		জমাওজন্তা বিঃ জমাবন্দী	
পূণ্যাহ —————	১০	১৪/৩ জমির কাত ———	৩৪ ৮
—————		বকরা বাকী —————	১/০
২ আশ্বিন —————	৩		
১৮ ভাদ্র —————	১০		৩৪ ৮
২৭ আশ্বিন —————	২	বাদ খারিজ	
—————		দং বলরাম পাল	
	২৫	২ বিঘার কাত ———	৫
২০ মাঘ —————	১		
২৩ চৈত্র —————	৩		২৯ ৮
—————		বাদ ওঃ —————	২২
	২৯	বাকী —————	১৮

২ হিসাব প্রজা জিগোরচাঁদ দাস । সাং বলরামপুর ।

ওয়ারীদ ————— বাকী —————

২৩ আবাদ ————— জমাওজতা বিঃ জমাবন্দী ।

৩৩ পূর্ণাহ ————— ৮/১ জমির কাত — ২৫১০৮

৯ আবাদ ————— ৫১০ ————— বাদ ওঃ ————— ২৫

১৮ ডাউ ————— ৬ —————

২৭ আবাদ ————— ৮ ————— বাকী ১০৮

১২১০

২০ দাঁহ ————— ২

২৩ টেড ————— ৩১০

২৫

৩ নং হিসাব প্রজা জিগোরচাঁদ দাস । সাং বলরামপুর ।

ওয়ারীদ ————— —————

২৩ আবাদ ————— জমাওজতা বিঃ জমাবন্দী ।

৩৩ পূর্ণাহ ————— ৭ ————— ১০ জমির কাত — ৩৯

৯ আবাদ ————— ৫ ————— বাদ বাকী — ৫

১৮ ডাউ ————— ৮ ————— তত্ত্ব পূর্ণ — ৫৬০

২৭ আবাদ ————— ১৫০ —————

৪৪৫০

২৫৫০

বাদ বসদ ————— ২

২০ দাঁহ ————— ৮১০

২৩ টেড ————— ১১ ————— ৪৭৫০

বাদ ওঃ — ৪৫১০

৪৫১০

বাকী — ৩১০

হিসাব বাকী ।

৮৫

৪ নং হিসাব প্রজ্ঞা ক্রীকালার্চান দাস ।

দং সরবরাহকার কুম্ভকামিনী দাসী । সাং রায়েশ্বরপুর ।

ওঃ ----- বাকী -----

৩ আষাঢ়	জম ৫৫০০ বিঃ জমাবন্দী ।
শ্রুতপূর্ণাহ - - - - - ৮	৯১০ জমির কাত - ২৫/৭
১৮ ভাদ্র - - - - - ৮/৩	ওদারক দেবী
২৭ আশ্বিন - - - - - ৭	৮০০ সনকালের জমীপ
১০০	১৪০ বিঘার কাত - - - ৩
২০ ১ য - - - - - ১৬০	২৪১/৪
২৩ চৈত্র - - - - - ২৬০	১৮৫০ বাকী - - - ১৮৫০
-	বাকী বসদ - - - ২
৩২৬০	৩২
১৮৫০	৩২৬০

ফার্মজিল তদার ১৬০

৫ নং হিসাব প্রজ্ঞা ক্রীকালার্চান দাস । বসবাসপূর্ব ।

৩৩ আষাঢ় - - - - -	৬১০ জমির কাত - ২৫/৭
শ্রুতপূর্ণাহ - - - - - ৪১০	দাশিল আশ্রিত - -
৯ আশ্বিন - - - - - ২৬০	২/০ জমী
১৮ ভাদ্র - - - - - ০	৮ তিনকদি হোব - ৫
২৭ আশ্বিন - - - - - ১০	২৭৬/৪
১৭১০	হাজিও বসদ কয়ী - ২১০/০
২০ মাঘ - - - - - ৩	২৫১/৪
২৩ চৈত্র - - - - - ৭৬০	৩১০/০
২৮	২৮৬০/৪
২৮	২৮
৩১০	৩১০

বাঁকী জরিফ

কলিকাতা সুরক্ষা লীগের পিয়ারিফোর্ড বোলে বজ্রাসমুদ্র, জমিদার জিহুজ বাব এসময়সময়সময়

সন ১২৮১ সাল। ইতুক পুণাহ নোগিহিহি জাখিল।

আমদানী	জমা	বকেবা	সং	তদারক	দাখিল	এতন	বাসহাজত	বাঁকী	বাকী
গুজরা	বাকী	রসদ	বেগী	দেগী	দাখিল	এতন	বাসহাজত	বাকী	বাকী
জিনকটি বোম	৩৪.৮	১/০	"	"	"	৩৪১/৮	"	২৩১/৮	২৪
গোব্রাচাঁদ দাস	২৫১/৮	"	"	"	"	২৫১/৮	"	২৫১/৮	২৫১/৮
খোদারায় কলো	৩২	৫	২	"	"	৪৬	"	৪৬	২০০
কালচাঁদ দাস									
মহুসকাখিনিদাসী	১১/৪	৪১/৮	২	৩	"	৩১	"	৩১	২৩০
বলদায় পান	২২৬/৪	৩০/০	"	"	৫	৩১৪	"	২১০/৪	২১০
	১৪২১/৪	১৩১/৮	৪	৩	৫	১৬৮	৫	১৬৮/০	১৬৮/০

উপরে বখমাই অর্থাৎ বাণ্যাসিক বাঁকি জাম কাগজের উদাহরণ প্রদত্ত হইল। নকীজায় যে কেবল বাণ্যাসিক প্রস্তুত করিতে হয়
 প্রস্তুপ নহে, জমিদারের। কোন মহলের উত্তরবাকী নিকাল ক্রান্তিতে ইচ্ছা করিল, কর্তব্যবিব। এইকণ কাগজ প্রস্তুত করিয়া
 দেয়। গোব্রাচাঁদ, তহসিলদার অর্থাৎ কর্তব্যবিব। পাবর্ত্ত হইলেও তাহা দিগের নিকট এইকণ বাঁকিজায় গৃহীত হইয়া
 থাকে। দেশভেদে ও প্রয়োজনানুসারে বাঁকিজায়ের নতর বাব বহুলিখ হইতে পারে। এই স্থানে কেবল মূলমূল্য দাব
 প্রদর্শিত হইল।

১২৮১ সাল

ऊर्धा उद्ग्राभीनवर्कौ ।

অষ্টম্রাণীসবাকী, পঞ্চম্রাণী গির্গাণ্ড, দোজ্জ বসরাযপুত্র। জামিনার অ্যুকু কানু এসম্রনায়াবণ মেব।

मनः २४८९ मान । ईशुक भूगार नागइय अन्धियी ।

[illegible]

এই কাগজ দুকে তৎক্ষণাতঃ উদ্ধৃত্ত করিয়া রাখ। উপরি লিখিত সমস্ত বাব ব্যতীত জমা ওয়াসীদাকীর অন্যান্য অনেক বাব আছে। বাহ্যিক আবহাওয়া

সাক্ষাৎ

সন ১২৮১ সাল।

খরচ
ইংল আবেণ
মাং ৩০ রোজ
মোট খরচ — ৪৬০/০
৪৯১০/০
৪৩০/০

৩০

নগর মোজুদ
৩১/০ চারিআলাবার

সন ১২৮১ সাল।

জমা — খরচ
নিজ জমার তৈরিজ — ১৬০
জিমকতি বোম — ৩
খেলারাম কলো — ৫
গোরাচান দাস — ৫১০
বলরাম পাল — ২৫০
১৩১০

১৪১০
গোরাচান দাসের
প্রাক্তন বিবাহের
দাসি সেলামী — ২
কলিকাতার
দাসি বিবাহের এ — ২১০
দাসি সেলামী
দাসি বিবাহের কলো — ৫
ভাষা জমা
দাসি বিবাহের এ — ২১০
মারি ও কলিকাতা — ৪
১৪১০

হাওলাত
প্রজার হাওলাত — ৩
জিহা বাফারাম পাইক
দং কবজ — ০

২০
১ আবেণ
মাং গোপাল সিংহ — ২০

আরিন্দা ও ধোরা কী খাতে — ১০/০
দং সদর কাছারীতে
খাজানা চালান যায়
গোপাল সিংহের
রাহাখরচ — ১০/০

সরঞ্জামী খাতে — ১০/০
সাদাকাগজ ২ দিল্লী ৫০
বোসনাই
তৈল খরচ — ১০/০

১০/০
২১১০

নিকাশী জমাখরচ ।

৮৯

জমা	খরচ
জের ————— ৩০।০	জের খরচ ————— ২০।০
দেনা জমা ————— ১৫	কাছারী বর মেরানত খাতে ১০।০
রাধানাথ সরকার	খড় খরিদ ————— ২
দহ মাহিয়ানা হিঃ—৩	দড়ি খরিদ ————— ১
বাঞ্ছারাম পাইক — ৩	বাঁশ খরিদ ————— ২
—————	সুতলী খরিদ ————— ১০
১৫	ঘরমী জনের মজুরী
	১৩ জনার কাত — ৪
মোজুদ ————— ৩৬।০	জলপান তামাক — ০।০
	১১।০
আমাত মাসের	মাহিয়ানা খাতে ————— ১৫
মোজুদ ————— ৩৬।০	রাধানাথ সরকার —
—————	গোমস্তা ————— ১
৪২।০	বাঞ্ছারাম পাইক — ৩
	—————
	১৫
	৪৩।০

নিকাশী জমাখরচ ।

নিকাশী জমাখরচের প্রথম ফর্দে মোটজমা ও মোটখরচ নিখিত হইয়া থাকে। এই ফর্দকে সদর কহে। ইহার পরে মোটজমার তেরিজ বলিয়া যে নিখিত হইয়া থাকে, তাহাকে ঐ মোটজমার মকঃখল কহে। অনন্তর নিজ জমার তেরিজ বলিয়া যে নিখিত হইয়া থাকে, তাহাকে ঐ নিজ জমার মকঃখল কহে। ঐরূপ খরচের ও সদর মকঃখল হইয়া থাকে।

ভূমির অজ রাজস্ব ভিন্ন, জলকর, ফলকর, বাসকর, হাট, বাজার প্রভৃতি হইতে যে টাকা উৎপন্ন হয়, তাহাকে সায়রাং কহে।

হরবাব শব্দে নানাবিধ ।

আমদানি হিসাব ।

সালতামামী নিকাশী জমাখরচ রূপেয়া পরগণে

সিরিগড়, মোজে বলরামপুর ।

জমিদার জীবন্ত বাবু প্রসন্ননারায়ণ দেব ।

সন ১২৮১ সাল ।

ইন্তক পুণ্যাহ নাগাদ আখিরী ।

নিকাশী জমা খরচ — সন ১২৮১ সাল ।

জমা ————— খরচ —————

মোট জমা ————— ১৯২৫০ মোট খরচ ————— ১৯০৫০/০

বাক মোট খরচ ————— ১৯০৫০/০

বাকী মোজুদ ————— ১৫০/০

নিকাশী জমাখরচ — সন ১২৮১ সাল ।

জমা ————— খরচের তেরিজ —————

মোট জমার তেরিজ ————— শুভ পুণ্যাহ খাতে ————— ১২।০

নিজ জমা ————— ১৬০ ইরমাল খাতে ————— ৮৫

হুসনাব সাররাৎ কাছারী ঘরমেরামত খাতে — ৯১০/০

বাজে জমা ————— ২৭৫০ সরঞ্জামী খাতে ————— ৭০/০

সেনা জমা ————— ৫ আরিন্দা ও খোরাকী খাতে — ২।০

কাজ কর্ম জমা ————— ০ গ্রামামাযুলী খাতে — ১৩।০

————— মোকদ্দমা খাতে ————— ১।০

১৯২৫০ মাহিরানা খাতে ————— ৬০

বাক ————— ১৯০৫০/০ বাজে খরচ খাতে ————— ০/০

বাকী মোজুদ ————— ১৫০/০

১৯০৫০/০

১৯৩৩ সাল।

ভেরিজ নিজ জমা—

২০ আবার বিঃ সেহা	— ৩৬০
৯ আবার	— ১৩০
১৮ ভাড়া	— ৩১০
২৭ আধুন	— ২৫৫০
২০ মাঘ	— ২১০
২৩ চৈত্র	— ২৮

১৬০

দেনা জমা—

বঃ রাধানাথ সরকার	
গোমস্তা মাহিয়ানা বাবুদ	
৩ টাকার হিং ৩৬ টাকার	
মধ্যে হরঃ তারিখের	
খরচ বাদে	— ৩
বাঞ্ছারাম পাইক	
মাহিয়ানা বাবুদ	
২ টাকার হিসাবে	
২৪ টাকার মধ্যে	
হরঃ তারিখের খরচ বাদে	— ২

৫

ভেরিজ বাজে জমা—

৯ আবার জাদী সেলামী	
৮২ গৌরাচাঁদ মাসের	
পুত্রের বিবাহ	— ২
৮২ কুম্ভমকামিনীর কস্তার	
বিবাহ	— ২৪০

৯ আবার পাট্টোসেলামী	
৮২ খেলারাম কলো	— ৫
মামুলী আদায় ৮২ ৯ আবারের	
গুড় বিক্রী	— ৪

ভাগাড় জমা

ইং ৯ আবার নাং ২৩ চৈত্র	
মাং তিতু মুচী	— ৩
খুটাগাতি বাবুদ আদায়	
ইং ১ আবার নাং ৩১ আধুন	
হরঃ দফায়	— ৩০
ঘাসকর বাবুদ আদায়	
২৩ চৈত্র	
মাং রাধানাথ দাস	— ১
চৌধঃ আদায়	
বলরাম পালের তেতুলগাছ	
বিক্রয়ের ৮ টাকার	
চৌধঃ	— ২
আগাছা বিক্রী	
২৩ চৈত্র	
মাং বাঞ্ছারাম পাইক	৪
শুক্রঃ বিক্রী	— ১

সিঙ্গারী বিবরণ

সিঙ্গারী জমা খরচ—সন ১২৮১ সাল।

খরচের বিবরণ	কাছারী বর মেরামত খরচ
ইরসাল খরচ	খড় খরিস
২০ আষাঢ়	মড়ি খরিস
মাং বাঞ্চারাম পাইক	বাঁশ
৯ আশ্বিন	পুতালী
মাং গোপাল সিং	যরামীজনের মজুরী
১৮ ভাদ্র	১৬ টা জনের কাত
মাং বাঞ্চারাম পাইক	মাং ধর্মীরাম দাস
২০ মাঘ	মজুরজনের জলপান
মাং ঐ পাইক	

২১/১০

৮৫

সুত পুণ্যাহ খরচ	আরিসা ও খোরাকী খরচ
আতপ চাউল	২০ আষাঢ়
উপকরণ দিগর	সদর কাছারীতে খাজানার
খাজিঘোড়	চালান লইয়া বাঞ্চারাম পাইক
দধি	যার, তাতার রাইখ খরচ
চিড়ে মুড়কী সন্দেশ	৯ আশ্বিন ঐ গোপাল সিং
পানপুপারী	১৮ ভাদ্র ঐ বাঞ্চারাম পাইক
পুরোহিতের দক্ষিণা	২০ মাঘ ঐ
ভিক্রা ও বাদ্যকর	২০ মাঘ গোপাল সিং তৈনিত
	আসদায় তাহার খোরাকী

২১/১০

২১/১০

আম্য মামুলী খরচ
২০ চৈত্র চড়ক পুজার খরচ
২৭ আশ্বিন মাং প্রজা হার
বায়গারী পুজার রতি

১০/১০

সরঞ্জাম খরচ—

যৌবকদমী খরচ—

১ আবণ সাদাকাগচ— ১০

২০ মাঘ— ১০

২০ মাঘ— ১০

মাহিয়ানা খরচ—

ঐ মসীকলম— ১০

মাং রাধানাথ সরকার

রোস নাই

গোমস্তা ৩ টাকার হিঃ

১ আবণ তৈল— ১০

১২ মাহার কাত— ৩৬

২০ মাঘ

বাঞ্চারাম পাইক ২ হিঃ ঐ ২৪

কাছারীর বিছানার মণ— ১০

বাজে খরচ— ৬০

২০ চৈত্র

২০ মাঘ

কাছারীর একখণ্ড সত্তরঞ্জী ৪

কাছারীতে একজন অতিথী

আইসে তাহার সেবার খরচ— ১০

১০/০

জমিদারী সেরেস্তু সম্বন্ধে বিজয়রাম একতী আখ্যা রচনা
করিয়া গিয়াছেন তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

স্মৃতি

শারদার পদযুগে প্রণতি বিস্তর। তার পর নন্দিব পার্শ্বতী মহেশ্বর ॥
দাতক বালক শুন সাখত সন্ধান। চারি রেগণার হয় ওরফা প্রমাণ ॥
দাঁড় প্রস্থ চারিভাজে ওরফ ভাজিবে। বোলকলার ওরফ সমান সাজাইবে ॥
ভাহিনেবামে দুইজেল দুইদুই রেগণা। প্রথম রেগণার চারি মহলের থানা ॥
মুসন্ধর ওরফ আব দফাত করত। বামের জেলাব মধ্যে স্বস্তের বসন্ত ॥
প্রধান কাগজ জিা জল করি জমি। ইহার রত্নাত কিছু কহি শুন আমি ॥
রক্তে বিতারিখ দিয়া রোজ তারপর। তনুতে দিনায় জমি লিখি মুসন্ধর ॥

*একতা কাগজ সমান ৮ ভাগে বিভক্ত করিলে, তাহার প্রত্যেক
ভাগকে ওরফ কহে। লিখিবার সময় একএক ওরফ কাগজকে ভাজ
করিয়া দীর্ঘ প্রস্থ দুই দিকেই চারিচারি ভাগ করিয়া লইতে হয়।
ওরফের দীর্ঘদীর্ঘ যে চারি ভাগ হয়, তাহার প্রত্যেক ভাগকে রেগণা
কহে। প্রত্যেক পাশের দুইদুই রেগণা, অর্থাৎ ওরফের অর্ধেককে
জেলা কহে।

বাজার হিসাব ।

৯৫

গণিত কড়া ।

মুদ্রা বিতণি ।

৪ কাকে — ১ কড়া ।

৩ যাবে — ১ দস্তী ১

৪ কড়ায় — ১ গণ্ডা ১

৩ দস্তীতে — ১ ক্রান্তি —

৫ গণ্ডায় — ১ বুড়ি ৫

৩ ক্রান্তিতে ১ কড়া ।

৪ বুড়িতে — ১ পণ ৮

৪ কড়ায় — ১ গণ্ডা ১

৪ পণে — ১ চৌক ১০

৫ গণ্ডায় — ১ পাই ৫

৪ চৌকে — ১ কাছন ১

৪ পাইতে — ১ আনা ৮

১৩ আনার — ১ টাকা ১

১১ নিকিপাই,

২১ আদপাই,

৩৬ পৌনপাই ।

বাজার প্রকরণ ।

চাউলদান্য প্রভৃতির মাপ ।

৫ সিকিতে — ১ কাঁচা ৫

৫ ছটাক — ১ পুঁচি বা কুনিকা ৮

৪ কাঁচার — ১ ছটাক ৮

৪ কুনিকাতে ১ রেক ৮

৪ ছটাকে — ১ পোরা ৮

৪ রেক — ১ পালি বা পয়রি ৫

৪ পোরাতে — ১ মৌ ১১

১০ পালিতে — ১ শলি ৫

৫ মৌতে — ১ পয়রি ৮

১৬ শলিতে — ১ কাছন — ১

১২ পয়রিতে — ১ চৌক ১০

১ কাছনে — ১০ মণ — ৪০

৮ পয়রিতে — ১ মণ ১

কাপড়ের মাপ ।

উষধ পরিমাণের ক্রম ।

৩ যাবে — ১ অঙ্গুলি

৪ ধানে — ১ রতি

৩ অঙ্গুলিতে — ১ গিরা

১০ রতিতে — ১ মাসা

৮ গিরাতে — ১ হাত

৮ মাসায় — ১ তোলা

২ হাতে — ১ গজ

ভূমি পরিমাণ ।

প্রকারান্তর ।

৩ যাবে — ১ বুকল

৫ বর্গ হাতে — ১ কাঁচা

১২ বুকলে — ১ কুট

৪ কাঁচার — ১ ছটাক

১৪ কুটে — ১ হাত

৪ ছটাকে — ১ পোরা

২ হাতে — ১ গজ

৪ পোরাতে — ১ কাঁচা

২০ কাঁচার — ১ বিঘা

ইংরাজী মুদ্রার বিভাগ ।

- ৪ কালিঙে — ১ পেনি
১২ পেনিতে — ১ শিলিং
২ শিলিঙে — ১ ফ্লোরিন
১০ শিলিঙে — ১ পাউণ্ড
৫ শিলিঙে — ১ ক্রাউন

- ২১ শিলিঙে — ১ গিনি

ইংরাজী বাজার ওজন ।

- ১৬ ড্রামে — ১ আউন্স
১৬ আউন্সে — ১ পাউণ্ড
২৮ পাউণ্ডে — ১ কোয়ার্টার
৪ কোয়ার্টারে — ১ হান্ডর

- ২০ হান্ডরে — ১ টন

ইংরাজী ডাক্তরি ওজন ।

- ৬০ গ্রেনে — ১ স্ক্রুপল
স্ক্রুপলে — ১ ড্রাম
৮ ড্রামে — ১ আউন্স
১২ আউন্সে — ১ পাউণ্ড
১৮০ গ্রেনে — ১ তোলা বাভরি

ইংরাজী ১২ পাইতে এক

আনা হয় ।

ইং ১ পাই = বাং ১৫ =

এক পাউণ্ড — প্রায় অন্ধমের

এক হান্ডর — প্রায় ১১০ মণ

এক টন — প্রায় ৩০ মণ

ইংরাজী ডাক্তরি মাপ ।

- ৬০ মিনিমে — ১ ড্রাম
৮ ড্রামে — ১ আউন্স
১৬ আউন্সে — ১ পাইন্ট

বর্গ পরিমাণ ।

- ১৪৪ বর্গ ইঞ্চিতে — ১ বর্গ ফুট
৯ বর্গ ফুটে — ১ বর্গ গজ
৩০^৪ বর্গ গাজে — ১ বর্গ পোল
৪০ বর্গ পোলে — ১ বর্গ রুড
৪ রুডে — ১ একর

ঘন পরিমাণ ।

- ১৭২৮ ঘন ইঞ্চিতে — ১ ঘন ফুট
২৭ ফুটে — ১ ঘন গজ
৫০ ঘন ফুটে — ১ টন (টিয়রের)
৪২ ঘন ফুটে — ১ টন (জাহাজের)

গণনার ভিন্নভিন্ন ক্রম ।

- ১২ টাতে — ১ ডজন
১১ ডজনে — ১ গ্রোস
২০ টাতে — ১ স্কোর
২৪ টা কাগজে — ১ দস্তা
২০ দস্তাতে — ১ রিম

১০ রিমে — ১ বেল

২৪ টা কলমে — ১ বাণ্ডিল

সোণারূপার ওজন ।

- ৪ ধামে — ১ রতি
৬ রতিতে — ১ আনা
৮ রতিতে — ১ মাষা
১২ মাষার — ১ তোলা

মণদ্বয়ের প্রতি ।

মণ প্রতি বস্ত তকা হইবেক দর । তকা প্রতি আটগুণ্য সের তার দর ॥
আনা প্রতি দুইকড়া, গণ্ডার আটতিল । কড়া প্রতি দুইতিল গুনহু শীল ॥
উঃ । ২১/১০১ করিয়া চাউলের মণ হইলে /৪ এর দাম কত হইবে ?

	২১/১০১		/৪
টাকার (৮, ২ টাকার—	(১৬	$\times ৪ =$	৬৪
আনার ১, ১১ আনার	(৭১	"	/২
গণ্ডার তিল, ১৩ গণ্ডার—	১/৪	"	১১৬
কড়ার ২ তিল, ৩ কড়ার—	৬	"	/৪

একসেরের মূল্য /১৬/১০ চারি সেরের মূল্য /৭/১০

ছটাক প্রতি ।

মণ প্রতি বস্ত তকা হইবেক দর । তকা প্রতি দুই কড়া ছটাকেতে দর
আনা প্রতি দশ তিল, গণ্ডার অর্ধকর । শুভরর দাম বহে এইমত হয় ॥

অথবা

মণ প্রতি বস্ত তকা হইবেক দর । তকার অর্ধেক গণ্ডা ছটাকেতে দর ॥
উঃ । যদি ১ মণ চাউলের মূল্য ৪১/০ হয়, তাহা হইলে /৬/ ছটাকের
মূল্য কত হইবে ?

৪১/০

/৬/০

গুণ্য (২০/২৪ একছটাকের মূল্য

৭

(১৪১/১৭১ সাত ছটাকের মূল্য

তোলা অর্থাৎ কাঁচা প্রতি ।

মণ প্রতি বস্ত তকা হইবেক দর । তকা প্রতি দুই কাক, তোলা প্রতি দর ॥
লাবরি আটতিল, শুভরর তণে । তোলা কষা কর শিশু আনন্দিত মনে ॥
উঃ । ৩১/০ করিয়া মণ হইলে দুই তোলার মূল্য কত ?

৩১/০

(১০

টাকার ১ কাক, ৩ টাকার	১০	$\times ২$	২০
আনার ২১ তিল, ১১ আনার /৭১	৭১	"	৭/১০

এক তোলার দাম /৬/৭১ দুই তোলার দাম ১০/১০

সের কষা ।

সের দরে মণ প্রতি ।

প্রত্যেক সেরের দাম বড়েক হইবে । অর্থাৎ ১০ দিনে তারে হরণ করিবে ।
হরণে যতক অঙ্গ কবিতলে ময় । প্রত্যেক মণের দাম তত টাকা হয় ।

উঃ । ১/২৪ গণ্ডা করিয়া সের হইলে ৪/ মণের দাম কত ।

৮) ১/২৪ (২৬/০ একমণের দাম, অতএব ৪ মণের দাম ১০৪০ হইল ।

সের দরে ছটাক, পোয়া প্রভৃতির মূল্য নির্ণয় করিতে হইলে, সেরকে
টাকা বিবেচনা করিয়া কড়িকবার দ্বারা প্রকিয়া করিতে হয় ।

ছটাক দরে মণ প্রতি ।

প্রত্যেক ছটাক যত গণ্ডায় বিকায় । তাহার দিগুণ তদ্বা মণ দর হয় ।

উঃ । ১/১১ করিয়া ছটাক হইলে ৪/০ মণের দাম কত ।

১/১১ টাকা অর্থাৎ ২১১ গণ্ডাকে দিগুণ করিলে ৪২২০ হইল ।

৪২২০ টাকা ১ মণের মূল্য, অতএব ৪ মণের মূল্য ১৭০ টাকা হইল ।

মাস মাহিনা । (৩০ দিনে মাস)

মাস মাহিনা যার যত দিন তার পড়ে কত ।

তদ্ব্যপ্রতি বিয়াল্লিস কড়া দুই ক্রান্তি ।

আনা প্রতি দুই কড়া দুই ক্রান্তি, বলে গেল (মিলে গেল) মূল দতি ।

উঃ । মাসে ৬৪০ বেতন হইলে ৪ দিনে কত হইবে ?

	৬৪০		৪
	<hr/>		<hr/>
১০৪ =	X ৬, ৮৪	X ৪ =	৬১৬
১ =	X ৮, ৫১		/ ১ =
	<hr/>		<hr/>

একদিনের বেতন ১/১১— চারদিনের বেতন ৪/১১—

বৎসর মাহিনা । (৩৬০ দিনে বৎসর)

বৎসর মাহিনা যার যত দিন তার পড়ে কত ।

তদ্ব্যপ্রতি ত্রিশকড়া পাঁচদতি, আনার প্রতি দুই ক্রান্তি ।

উঃ । বৎসরে ১০৪/০ মাহিনা হইলে ১০ দিনের মাহিনা কত হইবে ?

	১০৪/০		১০
	<hr/>		<hr/>
টাকার দিঃ ৬৪ দতি X ১০	৬৪০	X ১০	৬৪০০
আনার দিঃ ২ দতি X ১	২		২০
	<hr/>		<hr/>

এক দিনের মাহিনা ১/১১ দশদিনের মাহিনা ১১/১১০০

বাজার হিসাব।

বৎসর সাহিনা বার কত মাসে তার গড়ে কত।

তারা প্রতি একতানা সাড়ে দুয়ান্না দুই ক্রান্তি।

আমার প্রতি হঃ কড়া দুই ক্রান্তি।

উঃ। বৎসরে ১১/৮ আর চাইলে ৬ মাসে কত হবে?

টাকার হিঃ $11 \frac{1}{8} \times 8 = 90$ ৯০

আমার হিঃ $11 \frac{1}{8} \times 8 = 90$ ৯০

এক মাসের বেতন ৮১০ ছয় মাসের বেতন ৪৮৬০

বাহ্যিক সমা।

কিভাবে বতের বাট্টা হইবে কদর। তজ্জায় তিনগণ্ডা নেত্র কাক চারি তিনধরা
আমার প্রতি তিনকাক চারি তিন জাম। একম করিয়া বর বাট্টার প্রমাণ।
আমল হইতে বাট্টা বানে বাছা বয়। তত টাকা ধার্য হয় শতকর ১২%।

উঃ। শতকর ১০ বাট্টা হইলে ৫ টাকার কত বাট্টা হইবে?

৩১০

তজ্জায় ৩১/৮ তিল, ৬ তজ্জায় ১১১/৮

আমার ১/৮ তিল, ৪ আমার ৮১০

এক টাকার বাট্টা ১/১০ পাঁচ টাকার বাট্টা ১/১০

বিনিময় বিধি।

কাহার কতি না বহু কোন প্রকার জবোরে পরিবর্তে অন্য প্রকার
জবো বিনিময় করণের নিয়মকে বিনিময় বিধি কহে।

প্রথম প্রথম বহু পদার্থকে দ্বিতীয় পদার্থের দ্বারা গুণ করিয়া,
কল কলকে দ্বিতীয় পদার্থ ও প্রথম পদার্থের দ্বারা এত দুইয়ের গুণকল
দ্বারা ভাগ কর, ভাগ কল বদলীয় জবো হইবে।

উঃ। যদি ১২ টাকা করিয়া আলোরান ও ১২ টাকা করিয়া রেপাড হয়,
তবে ২০ বাসা আলোরানের পরিবর্তে কতখানি রেপাড পাওয়া যাইবে?

$$12 \times 12 = 144 \quad 144 \div 12 = 12 \quad 12 \times 20 = 240$$

শতকর ১০০ + ১২ = ২৪ বাসা।

মাথট ।

মাথটের কথা কিছু শুন শিশুগণে । যে হয় মাথট অঙ্ক রাখিবে যতনে ॥
বত তহা কত গণা তার তলে দিয়া । হরিবে মাথট অঙ্ক সাধারণ হইয়া ॥
হরিলে যতেক অঙ্ক কসিতলে রহি । তহা প্রতি তত গণা শুভস্বর কর ॥

উঃ । যে গ্রামে ৫০০ টাকা খাজনা আদায় হয়, তাহাতে ২৫ টাকা মাথট হইলে, টাকার প্রতি কত পড়িবে ?

এই স্থলে মাথটের অঙ্ক ২৫ টাকাকে ৫০০ গণা অর্থাৎ ১১/৫ দিয়া ভাগ করিতে হইবে । ভাগ করিলে যে ১৬ পাইবে, তাহার বামে ইলেক দিলে অর্থাৎ ১৬ গণা উত্তর হইবে ।

আমললভ্য ।

আমল লভ্য খড়ি শুনহ বিবরণ । লভ্য মূলে যত পারে করিবে সাধন ॥
আমল লভ্যের অঙ্ক উপরেতে ধুরে । বিক্রয়ের দর দিয়া আনিবে পরিণে ॥
খরিদের দরে পুনঃ করিবে পুরণ । এযতে আমল তহা হবে নিরূপণ ॥

উঃ । এক ব্যক্তি ফি মণ চিনি ৩ টাকা দরে খরিদ করিয়া ৪ টাকার দরে বিক্রয় করিতে লাভ মূলে ৪০০ টাকা পাইল, আমল কত টাকা ?

এখানে লাভমূলে ৪০০ টাকাকে বিক্রয়ের দর ৪ দিয়া হরণ করা হরণ ফল ১০০ কে খরিদ দর ৩ দিয়া গুণ কর । গুণফল ৩০০ আমল টাকা হইবে ।

উঃ । এক সের লবঙ্গ ক্রয় করিতে ৮/৫ পড়িয়াছে, তবে উহা কত করিয়া বিক্রয় করিলে শতকরা ২৫ টাকা লাভ হইবেক ?

$$১০০ : ১২৫ :: ৮/৫ : ১১ \text{ বা } ১২৫ \times ৮/৫ \div ১০০ = ১১$$

এখানে প্রমাণ টাকা ১০০ প্রথম রাশিতে রাখা গেল । প্রমাণ টাকা ১০০ ও তাহার লভ্য ২৫ এতদ্বয়ের সমষ্টি ১২৫ দ্বিতীয় রাশি হইল, এবং দর ৮/৫ তৃতীয় রাশিতে রাখিয়া ত্রৈরাশিকমতে অঙ্ক কয় ১১ উত্তর হইল ।

লভ্যলব্ধখান ।

হুই কিবা বহু ব্যক্তি কিছু কিছু অর্থ দিয়া একত্রে ব্যবসায় দ্বারা লাভ কিস্তি করিলে, সেই লাভ কি কতি তাহাদিগের স্ব স্ব অংশানুযায়ী বিভাগ করার প্রক্রিয়াকে লভ্যলব্ধখান কহে ।

অংশীদারের মূল ধনের অংশ সকলের সমষ্টি করিয়া, সেই সমষ্টির সমুদয় লাভ বা ক্ষতির সহিত যে অনুপাত, এতদ্ব্যতীত অংশীর মূল বসতিশের সহিত কেই অনুপাত এইরূপে ব্যক্তির অংশ থাকিবে, তত বার প্রক্রিয়া করিলে, প্রত্যেক ব্যক্তির লাভ কি ক্ষতি জানা যাইবেক।

উঃ। কালী ও বহু দুইজনে ৬০ টাকা দিয়া কিছুকাল ব্যবসায় করিয়া ৫০ টাকা পাইল। কালী ২০ ও বহু ৩০ টাকা দিয়াছিল, সমুদয় লাভকে কত পাইবে স্থির কর।

$$২০ + ৪০ = ৬০, ৬০ : ৫০ :: ২০ \text{ কিয়া}$$

$$৫০ \times ২০ = ১০০০ + ৬০ = ১৬০/১০০ = \text{কালীর লাভ।}$$

$$৬০ : ৫০ :: ৪০ \text{ কিয়া}$$

$$৫০ \times ৪০ = ২০০০ + ৬০ = ৩৬০/১০০ = \text{বহুর লাভ।}$$

অংশীদারেরা এক সময়ে টাকা না দিয়া যদি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে টাকা দেয়, তবে যে অংশীদারের যত টাকা যতকাল ব্যবসায় থাকে, সেই টাকাকে সেই কাল পরিমাণ দ্বারা গুণ করিয়া প্রথম রাশিতে রাখিবে; উদনন্তর পূর্ব হুতানুসারে দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাশি রাখিয়া প্রক্রিয়া করিবে।

উঃ। রাম ও বহু দুইজনে যথাক্রমে ৪০ ও ৭০ টাকা দিয়া ব্যবসায় করিতে লাগিল, রামের টাকা তিনমাস ও বহুর টাকা ৪ মাস ব্যবসায় থাকিয়া ৫০ টাকা লাভ হইল, কে কত লাভাংশ পাইবে স্থির কর।

$$৪০ \times ৩ = ১২০ \quad ৪০০ : ৫০ :: ১২০ \text{ কিয়া}$$

$$৭০ \times ৪ = ২৮০ \quad ৫০ \times ১২০ = ৬০০০ \div ৪০০ = ১৫ \text{ টাকা রামের অংশ।}$$

$$\text{৪০০ : ৫০ :: ২৮০ কিয়া}$$

$$৫০০ \times ২৮০ = ১৪০০০ \div ৪০০ = ৩৫ \text{ টাকা বহুর অংশ।}$$

সপকালী।

কীর্ষে সপা যত হাত, এই দিয়া পূর তত।

এতেরো দিয়া হয়ে কাল, সপের কালি তবে জান।

উঃ। ৬৪ হাত এম ২২ হাত সীত, সপের কালি কত।

মাতে ৬৪ হাত এম ২২ হাত সীত, ৬৪ হাতের ১০ ভাগ করিলে ৬ হাত কালি হইল।

কাগজ ক্রয়।

কাগজের দস্তা প্রতি বস্ত সহস্রমুদ্রে তেরগুণ চারিকান্দি টাকার প্রতিদানে তিনকড়া এককান্দি, যেতোক আদায়। ভুত্তরাম দাস কহে পড়ে প্রতিদায় উঃ। ২৪ বরিয়া কাগজের দস্তা হইলে ৪ টা কাগজের দাম কত হইবে।

২।

৪ তা

টাকায় ১৩।--	২ টাকায়—	৬।==	১/৬।==
দ্বানি ১৮	২ তানা	৩।—	১৩।—

৩। প্রতি ১/১০ ৪ তার দাম ১/০

নৌগাক্ষা।

সোণা ভরি বস্ত উদ্ধা লবে তত পাই। এত কান্দি অল্প রাখ তিন টাই। এক ঘুচালে থাকে বস্ত, প্রতি শুদ্ধি পাত ৩ত।

উঃ। ১৫৯ টাকা কান্দি রতি হইলে, ৬ বতি স্বর্ণের মূল্য কত ?

১৫৯ সাড়েচৌদ্দ টাকায় ১/১২। সাড়েচৌদ্দকাককে তিনভাগ কর।

১) ১/১২। (1/8 = পরে 1/8 = কে দুই ভাগ কর।

৩। হইলে রতি প্রতি ১/৮।— দাম হইল, অতএব তিনবতির মূল্য ১/৫

কোম্পানির কাগজ ক্রয় বিক্রয়।

গবর্ণমেন্ট টাকা করজ করিলে উত্তমর্ণকে যে একখানা স্বাকার পত্র দেন তাহাকে কোম্পানির কাগজ কহে।

অপরাধের জবাব দায় কোম্পানির কাগজও ক্রয় বিক্রয় হয় এবং ইহার দরদরক সর্বদা পরিবর্ত হইয়া থাকে। যত টাকার কাগজ যখন তাহা ভুত টাকায় বিক্রীত হয়, তখন কাগজের মূল্য পার অর্থাৎ সমান থাকে। যখন যত টাকার কাগজ তদপেক্ষা অধিক মূল্য দিয়া খরিদ করিতে হয়, তখন যে টাকা অধিক দেওয়া যায় তাহাকে প্রিমিয়ম কহে; এবং যখন যত টাকার কাগজ তদপেক্ষা কম টাকায় ক্রয় করা যায়, তখন যত টাকার কম হয়, তাহাকে ডিসকাউন্ট কহে। এই প্রিমিয়ম ও ডিসকাউন্ট শীতকরা হারেণরা হইয়া থাকে।

উঃ। যখন শতকরা ১১ শতকের কাগজ ১১ টাকার বিক্রীত হয়, তখন ১১০০ টাকার কাগজ ক্রয় করিলে বার্ষিক কত আয় হইবে ?।

১০০ টাকার কাগজ ১১ টাকার পাওরী যায়, অতএব যত শ টাকার কাগজ ১০০০০ টাকার পাওরী হইবে তাহা— $\frac{১১০০}{১১}$ এবং শতকরা সুদ ৪% বলিয়া ১ টাকার সুদ— $\frac{১১০০}{১১} \times ৪\% = ৫০০$ টাকা

সুদ কথা।

যে টাকা কর্ক দেওয়া যায়, তাহাকে আসল বা মূলধন কহে, আসল টাকা কর্ক দেওয়াতে যে টাকা প্রতিবৃত্তি পাওয়া যায়, তাহাকে সুসীদ বা সুদ কহে। যে সময়ে যত টাকার যে পবিমাণ সুদ পাওয়া যায়, তাহাকে হার কহে।

প্রথম প্রকার। সুদের হার, আসল টাকা এবং কাল দেওয়া থাকিলে সুদ নির্ণয় করিবার নিয়ম।

আসলকে সুদের হার দ্বারা গুণ করিয়া একশত দ্বারা ভাগ করিলে, ভাগফল একবৎসর সুদ হইবে।

উঃ। এক বৎসরে শতকরা ৫ টাকা সুদ হইলে, ২৮৪৮ টাকার সুদ দুই বৎসর ছয় মাসে কত হইবে ?

$$২৮৪৮ \times ৫ \div ১০০ = ১৪২.৪$$

$$১৪২.৪ \times ১.৫ = ২১৩.৬$$

দ্বিতীয় প্রকার। সুদের হার, কাল এবং সুদের টাকা দেওয়া থাকিলে আসল টাকা বাহির করিবার নিয়ম।

সুদকে একশত দ্বারা গুণ করিয়া যে গুণফল হইবে, তাহাকে সময় ও সুদ একত্রিতরের গুণফল দ্বারা ভাগ কর, ভাগফল আসল হইবেক ?

উঃ। বৎসরে ৮ টাকার হারে ৩ বৎসরে কত আসলের সুদ ৯০ টাকা হইবে ?

$$\frac{৯০ \times ১০০}{৩ \times ৮} = \frac{৯০০০}{২৪} = ৩৭৫ \text{ টাকা আসল।}$$

তৃতীয় প্রকার। সময়, আসল টাকা এবং সুদ দেওয়া থাকিলে, সুদের হার বাহির করিবার নিয়ম।

মোট সুদকে ১০০ অঙ্ক দ্বারা গুণ করিয়া যে গুণফল হইবে, তাহাকে আসল টাকা ও সময় এতদ্রুতের গুণফল দ্বারা ভাগ কর। ভাগফল শতকরা সুদের হার হইবেক।

উঃ। ৩ বৎসরে ৫০০ টাকা আসলের ২০ টাকা সুদ হইলে, সুদের হার কত হইবে ?

$$\frac{২০ \times ১০০}{৩ \times ৫০০} = \frac{২০০০}{১৫০০} = \frac{২০}{১৫} = ১\frac{২}{৩} \text{ টাকা দর।}$$

৪র্থ প্রকার। সুদের হার, আসল টাকা এবং সুদ দেওয়া থাকিলে সময় নিরূপণ করিবার নিয়ম।

মোট সুদকে ১০০ দ্বারা গুণ করিয়া যে গুণফল হইবেক, তাহাকে আসল ও সুদ এতদ্রুতের গুণফল দ্বারা ভাগ কর, ভাগফল সময় হইবেক।

উঃ। ২৫ বৎসে শতকরা ৬ টাকা হারে ৫০০ টাকার আসলের কত কালে ২০ টাকা সুদ হইবে ?

$$\frac{২০ \times ১০০}{৬ \times ৫০০} = \frac{২০০০}{৩০০০} = \frac{২}{৩} = ৩ \text{ বৎসর।}$$

আসল কমা।

আসল কমার কথা শুন শিশুগণে। স্বত টাকা কর্জ লবে শুনিবে শ্রমে ॥ তক্ষা প্রতি যত সুদ করস করিবে। যত মাস কর্জ লবে তত গুণ হবে ॥ তাহাতে সংযোগ দিয়া, একতক্ষা কর। শুভঙ্কর কহে শিশু মোর বাঁকাধর ॥ তাহা দিয়া হরিলে যতক সুদা দিবে। হরিলে আসল তক্ষা নিরূপণ হবে ॥

উঃ। টাকার অর্ধ আনার হিসাবে সুদ ধরিয়া, ৬ মাসে সুদ আসলে ৫৯৯/১০ হইরাছে, আসল কত ?

এক টাকা ৬ মাসে সুদে আসলে ১১/১০ হইল। এইরূপে ৫৯৯/১০ কে ঐ ১১/১০ দিয়া হরণ করিতে, হরণফল ৫০ হইল। অতএব আসল ৫০ টাকা।

বাজার ওজনে কুটার ওজনে আন না।

যত মণ ত্রযা লবে বাজার ওজনে। তাহার দশম ভাগ যুক্তিবে যতনে ॥ একুনেতে সেই অঙ্ক কমিতলে রয়। কুটার ওজন সেই জানিহ নিশ্চয় ॥

উঃ। বাজার ওজনে ১০ মণ ত্রযা, কুটার ওজনে কত হইবেক ?

বাজার ওজনে ১০ মণ

$$১০ \div ১০ = ১$$

কুটীর ওজন ১১ মণ।

কোন দ্রব্য ওজনে যত হ্রাস হয়, তাহাকে দেড়গুন করিলে ফেক্টরি অর্থাৎ কুটীর মণ হইয়া থাকে।

কুটীর ওজনকে বাজার ওজনে আনয়ন।

কুটীর ওজনে দ্রব্য যত মণ হবে। এগার ভাগের ভাগ অন্তর করিবে ॥

অন্তরেতে যেই অঙ্ক থাকে কসিতলে। বাজার ওজন সেই শুভ্রর বলে ॥

উঃ। কুটীর ওজনে ১১ মণ দ্রব্য বাজার ওজনে কত ?

কুটীর ওজন ১১/০

$$১১/ \div ১১ = ১/০$$

বাকী ১০/০ বাজার ওজন।

জমাবন্দী।

জমা বিঘা যত উদ্ধা হইবেক দর। তহা প্রতি ঘোলগণা কাঠা প্রতি ধর ॥

যত আনা তত গণা পাই প্রতি বট। গণা প্রতি ঘোল তিল দুচাও কপট ॥

কড়া প্রতি চারি তিল শুভ্রর ভণে। জমাবন্দী কর শিশু আনন্দিত মনে ॥

উঃ। ১/ বিঘা ভূমির রাজস্ব ৩/১২ ॥ হইলে ১১ ভূমির রাজস্ব কত হইবে ?

	৩/১২ ॥	১১
টাকার ১৬ গণা ৩ টাকার	৮/৮	৮০/৮
আনার গণা, ১/০ আনার	৫	১০
গণার ১৬ তিল, ১২ গণার	১১/১২	৩১/১২
কড়ার ৪ তিল, ১১ কড়ার	৮	৮

এককাঠার রাজস্ব ১/১৩ ॥ ছয়কাঠার রাজস্ব ১৫ ১৬

সলিকষা ধান্যাদি।

ধান্য চাউল সব সর্বা বা কিনিতে যাই।

তহা দরে আনা প্রতি কত দ্রব্য পাই ॥

রিশে প্রতি পাঁচ কাঠা সলিতে পাঁচ পৌরা।

আড়ি প্রতি ধরিয়া লইবে এক পৌরা ॥

কাঠা প্রতি এক কোণ করিবে এহণ। ভূমিরাজস্ব কহে শুন শিশুগণ ॥

অথবা । শলি* প্রতি পাঁচ পোয়া ছটাক কাঠার ।

শুভর শলিকরা মোক্রে পিখার ।

উঃ । টাকার /৩০ ধার হইলে ১০ আনার কত হইবে ?

	/৩০	১০
বিশে প্রতি (১০, ১ বিশে)	(১০.	(৫
আড়ি প্রতি (১ পোয়া, ৬ আড়িতে)	১০	(১১০
কাঠার কোণ, ১০ কাঠার	(১০	০/০

এক আনার ধাত (১১০/১০ চারি আনার ধাত (৩১০

বেলমোক্তা সেরকমা ।

বেলমোক্তা যত জিনিষ লবে ক্রয় করে । মণ প্রতি দুই পণ লইবেক ধরে ॥

যত সের থাকে তত গণ্ডা ধরি লবে । ছটাকেতে কাক ধরি একুন করিবে ॥

এইরূপ হিসাবেতে যততরা পাবে । তাহা দিয়া জিনিসের মূল্যকে হরিবে ॥

হরণেতে সেই অঙ্ক কসি তলে রয় । প্রত্যেক সেরের দাম তত গণ্ডা হয় ॥

উঃ । ২/৭১ মণ ধাতের মূল্য ১৮০/১২১ হইলে ১০ সেরের দাম কত হইবে ?

* ৪ কোণে ..	১ পোয়া /০	৩ যবে	১ দস্তি ১
৪ পোয়াতে ...	১ কাঠা ১০	৩ দস্তিতে	১ ক্রান্তি—
৪ কাঠার ...	১ আড়ি (১	৩ ক্রান্তিতে	১ কড়া ১০
৫ আড়িতে ...	১ শলি (৫	২০ বিন্দুতে	১ শূণ /০
২০ আড়িতে ...	১ বিশ /০	১৬ শূণে	১ তিল ১
১৬ বিশে ...	১ পোঁটী ১	২০ তিলে	১ কাক /০
		৪ কাকে	১ কড়া ।

এতদ্বাৰীত কড়াকে আরও স্বক্ষমরূপে বিভাগ কর : যাইতে

পারে । অথবা ৫ বট, ৬ ঞ্জু, ৭ সমুদ্র বা দ্বীপ, ৮ বন্দু, ৯ দস্তি,

১০ দিক, ১১ কত্র, ১২ ছুঁয়া, ১৩ বেদ, ১৪ ডুবন, ১৫ তিখি,

১৬ কল, ১৭ বব, ১৮ দাড়, ১৯ রেণু, ২০ বহরে কড়া হয় ।

২/৭॥	মণ প্রতি ১০ হিসাবে ২/৭॥
মণে ১০, ২ মণে	সেরের মূল্য ৭॥ গুণ্য হইল ।
সেই গুণ্য ১/৭॥ মের	এইক্ষণে ত্রবোর আসল মূল্য
১৭॥	১৮০/১২॥ কে ৭॥ দিয়া ভাগ
৭॥	করাতে, ভাগফল ৭ গুণ্য
	এক সেরের মূল্য হইল । অত-
	এব ১০ সেরের মূল্য ১/৫ হইল ।
	এইক্ষণে ৭॥ ১৮০/১২॥ (৭ গুণ্য এক সেরের মূল্য,

৫

১০/১৫ গুণ্য পাঁচ সেরের মূল্য ।

বেলমোক্তা মণকষা ।

বেলমোক্তা যত ত্রব্য এক দিকে ধর । মণ প্রতি তন্ম দরে মূল্য তার কর ॥
 এইরূপ হিসাবেতে যততন্ম হবে । তাহা দিয়া আসনের মূল্য ক হরিবে ॥
 হরণেতে যেই অঙ্ক কসিতলে রয় । মণ প্রতি তত তন্ম দর তার হয় ॥

উঃ । মণ ৩২ এর মূল্য ৩১/১২ হইলে, একমণের মূল্য কত ?

৩২	৩১/১২ (২ টাকা একমণের দাম । মণ প্রতি
৩	১১ দরে সের করার নিয়মে ৩২ সেরের মূল্য ৩১৬
১৬	হইল । এইক্ষণে ৩১/১২ কে ৩১৬ দিয়া ভাগ করাতে,
৩১৬	ভাগ ফল ২১ টাকা একমণের দাম হইল ।
৩১৬	

বেলমোক্তা জমাবন্দী ।

বেলমোক্তা যত জমি জমাকরে লবে । বিঘাপ্রতি ১ পণ দর তার হবে ॥
 দরে করে যত তন্ম কসিতলে রয় । তত গুণ্য কাঠা পড়ে শুভক্ষর কর ॥

উঃ । ২৪৪ জমির রাজস্ব ৮১/১২ হইলে ১২ কাঠা জমির রাজস্ব

কত ?

২৪৪

১২১) ৮১/১২ (১/১৬ এককাঠা জমির রাজস্ব ।

১০/১২ সাতকাঠা জমির রাজস্ব ।

পিতল কথা ।

পিতল কথার কথা শুন শিশুগণে । বিশা প্রতি পঞ্চবুড়ি ধরিবে যতনে ॥
পলপ্রতি পঞ্চবট ধরিয়া লইবে । তোলা প্রতি অর্দ্ধবট ধরিতে হইবে ॥
একুন করিয়া কড়ি যত মোট হইবে । একুনের মোট কড়ি উপরে রাখিবে ॥
বিশা, পল, তোলা যেই দরেতে বিকার । পূর্ব উক্ত নিয়মেতে ধর তাহার ॥
জায় করি হিসাবেতে যত কড়ি হইবে । উপরের মোট কড়ি তাহাতে হরিবে ॥
হরিলে যতক অঙ্ক কসিতলে রয় । তত টাকা মূল্য হয় শুভঙ্কর কর ॥

উঃ । টাকায় ২৬৩/৪ পিতল হইলে ৭১১ পিতলের দাম কত ?

বিশা প্রতি	১/৫	২ বিশায়	০/১০	৭ বিশায়	৥১৫
পল প্রতি	১/৫	১৮ পলে	২/২৥	১১ পলে	৭১
তোলা প্রতি	০/১	৪ তোলায়	৥		

মোট ১/১৩ উত্তর ৥২/২৥

১/১৩ দিয়া ৥২/২৥ কে ভাগকরাতে ২৥ টাকা হয়, অতএব তাহাই উত্তর ।

মালাশায়েরি ।

মালাশায়েরির খড়ি শুন শিশুগণে । যেই অংশে যেই দর শুনিবে শ্রবণে ॥
সেই দরে সেই অংশে যত অঙ্ক হয় । পৃথক পৃথক করি রাখহ সমায় ॥
সকল অংশের অঙ্ক একুন করিবে । তাহা দিয়া আদায়ের অঙ্কে হরিবে ॥
হরিলে যতক অঙ্ক কসিতলে রয় । তত টাকার গ্রাম সেই শুভঙ্কর কর ॥

উঃ । এক গ্রামে যত টাকা জমা, তাহার ৥১/০ সরিকের টাকায় ০/০
আনা ও ১/০ সরিকের টাকায় ১/০ হিসাবে আদায় করিয়া ৫৭১০
টাকা হইয়াছে, ঐ গ্রামের জমা কত ?

টাকায় ৥১/০ পণ কড়ি,	০/০	আনার	২/২৥
টাকায় ১/০ পণ কড়ি,	১/০	আদায়	৮৬

১/১১

এইরূপে ৫৭১০ কে ১/১১ দিয়া ভাগ করিলে, ৫৮৪১ টাকা উত্তর হইল ।

বাজার হিসাব সমাপ্ত ।

*ভৃগুরাম দাস নামে একজন গণিতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন । গণিত শাস্ত্র
অপ্প আয়াসে বোধগম্য করাইবার জন্ত, তিনি অতি সরল পদাবলিতে
গণিতের নিয়মগুলি প্রস্তুত করিয়া দেশের শুভঙ্কর হয় । এই জন্ত তিনি
শুভঙ্কর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ।

পরিশিষ্ট ।

জমিদারী ও মহাজনী সংক্রান্ত পত্রাদি লিখিবার ধারা ।

দালালের একরার ।

মহামহিম শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ নন্দী

মহাশয় বরাবরেষু ।

শ্রীকাশীনাথ দে
সং হাতিখোলা ।

লিখিতঃ শ্রীকাশীনাথ দে দালাল কন্ঠ একরার পত্রমিদং কার্য-
কাণে । শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষ বাকরগঞ্জ হইতে যে ধানী বালাম চাউল
আমদানী করিয়াছেন এবং যাহার নমুন। আমি দর্শাইলাম; ঐ চাউলের
১০০০ মণ বিরাসী সিকার ওজনে, মণ করা ১১০ টাকা দরে, ১৫ই আশ্বি-
নের মধ্যে আমি সরবরাহ করিব, এবং আমার পরিশ্রমের জন্ত শতকরা
৪ টাকা হারে দালালী মহাশয়ের সরকারে পাইব। যদি উক্ত মেয়াদ
মধ্যে সমুদায় মাল পৌঁছিয়া দিতে না পারি, তবে আপনার যে ক্ষতি
হইবে তাহা পূরণ করিয়া দিব। এতদর্থে একরারনামা লিখিয়া দিলাম
ইতি। সন ১২৮১ সাল, ১৯এ ভাদ্র ।

মহাজনের একরার ।

সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দে

দালাল মহাশয় স্মরণিতেষু ।

শ্রীকাশীনাথ দে
সং হাতিখোলা ।

লিখিতঃ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ নন্দী কন্ঠ একরার পত্রমিদং কার্যকাণে ।
১৫ই আশ্বিনের মধ্যে, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষের বাকরগঞ্জ আমদানী
ধানী বালাম চাউল ১০০০ মণ বিরাসী সিকার ওজনে ১১০ টাকা দরে,
তুমি সরবরাহ করিলে, তোমার পরিশ্রমের জন্ত শতকরা ৪ টাকা হারে
দালালী পাইবে। হালসনের নাগাইন ১৫ই আশ্বিন সমুদায় মাল ওজন
না দেক, তাহাতে আমার যে ক্ষতি হইবেক, তাহা তোমাকে পূরণ
করিয়া দিতে হইবে। এতদর্থে একরার পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি। সন
১২৮১ সাল, ১৯এ ভাদ্র ।

সওদা পত্র ।

মহামহিম শ্রীযুক্ত —

মহাশয় বরাবরেষু ।

লিখিতং শ্রী —

কন্ত নীল সওদা পত্রমিদং কার্য্যকাণে । আমি মহাশয়ের নিকটে ৯৫২ বাক্স নীল খরিদ করিলাম । ইহার দর মণ করা ১৩০ টাকার হারে দিব । ওজন সুরতে কড়তা বাদে যত মণ হইবেক, তাহার সমুদায় মূল্য ৪১ দিন বাদে দিব । যদি ৪১ দিনের মধ্যে দিই, তবে নির্দিষ্ট মতি কাটাইয়া নগদ টাকা দিব । এতদর্থে সওদা পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি । সন ১২—মাল তাং—।

• স্বাক্ষরকারীকে এইখানে সই করিতে হয় ।

সওদা বায়নাপত্র ।

মাণ্ডবর শ্রীযুক্ত —

মহাশয় বরাবরেষু ।

লিখিতং —

কন্ত সওদা বায়নাপত্রমিদং কার্য্যকাণে । মহাশয়ের বাক্সজের চালানী বালাম চাউল, বাহা কলিকাতা হাটখোলার — নং ওদামে মজুদ আছে, ওযধ্যে আমি ৫০০/ পাঁচশতমণ, মণকরা ২৯০/০ দরে, সওদা করিলাম । চারিদিবসের মধ্যে উক্ত দ্রব্য ওজন শেষ করিয়া লইব । অত্য়কার তারিখে নগদ ৫০ টাকা বায়না দিলাম । যদি উক্ত মেয়াদ মধ্যে ওজন শেষ করিয়া চাউল না লই, বাজার অনুযায়ীক দরের হানতা, ওদামভাড়া প্রভৃতি সকল ক্ষতির দায়ী হইব । যদি আপনার অনবধানতার মেয়াদমধ্যে আমি চাউলের ওজন না পাই, তাহা হইলে আমার যে ক্ষতি হইকে, আপনি তাহা পূরণ করিয়া দিবেন । এতদর্থে বায়নাপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি । সন— তাং—।

সাকী (ইসাদী)

শ্রী —

মাং —

১১২ জমিদারী ও মহাশয়ী সংক্রান্ত পত্রাদি লিখিবার ধারা ।

শ্রীমদ্রাজ (তমঃসুক) লিখিবার ধারা ।

মহামহিম শ্রীযুক্ত রমিদাস চট্টোপাধ্যায়

মহাশয় বরাবরেবু ।

জিলাদবিহারি দাস

সাং বালি ।

লিখিতঃ শ্রীঃ দবিহারি দাস কন্তু ঋণ পত্রমিদং কার্য্যকাগে । আমি মহাশয়ের নিকট হইতে নগদ ২৫ পঁচিশ টাকা কড়ি লইলাম । ইহার স্তর প্রতি পক্ষে ১ টাকার হিসাবে মাসমাস দিব, এবং সন ১২৮২ সালের ১০ই কাঙ্কির মঘ্যে স্তর সমেত সমুদায় টাকা পরিশোধ করিব । এই স্বীকারে আপন ইচ্ছানুসারে নগদ টাকা হাতেহাতে লইয়া ঋণপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি । সন ১২৮১ সাল তাং ৯ই মাঘ ।

সাক্ষী (ইসাদী)

জীরামচন্দ্র দাঁ, সাং শ্রামপুর । শ্রীগোপালচন্দ্র দে, সাং জনাই ।

কিস্তিবন্দী লিখিবার ধারা ।

মহামহিম শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর মল্লিক

মহাশয় বরাবরেবু ।

জিহরিচরণ দাস

সাং হাবড়া ।

লিখিতঃ শ্রীহরিচরণ দাস কন্তু কিস্তিবন্দী পত্রমিদং কার্য্যকাগে । আমি মহাশয়ের নিকট ১২৮০ সালের ১৫ই বৈশাখ এককেতা তমঃসুক দিয়া ৫০ টাকা কড়ি লইয়াছিলাম । ইহার স্তর হিসাব অনুসারে ৫০ টাকা, এক্ষণে ৫০০ পঞ্চাশটাকা আটআনা মহাশয়ের নিকট আমার দেনা ছিল । এইক্ষণে আমার অবস্থা মন্দ, স্তর সমেত সমুদায় টাকা দিতে অক্ষম । এক্ষত নাচের লিখিত তপশীল অনুসারে কিস্তিবন্দী করিয়া সমুদায় টাকা মহাশয়কে দিব । বড়পি কিস্তি খেলাপ হয়, তাহা হইলে কিস্তির মিস্তি দিব, ময় যত দিন পায়ে টাকা দিব, তত দিনের স্তর তমঃসুক উল্লিখিত হারে দিব । এই কল্পারে কিস্তিবন্দী লিখিয়া দিলাম ইতি । সন ১২৮১ সাল ১লা জ্যৈষ্ঠ ।

জায় কিস্তিবন্দী ।

আধিন — ২০

মোব — ১৮

কাঙ্কণ — ১৭০

মঃ ৫৫৪৭ পঞ্চাশটাকা আটআনা মাত্র ।

জমিদারী ও মহাজনীসংক্রান্ত পত্রাদি লিখিবার ধার। ১১৩

রসীদ (প্রাপণ) পত্র।

• মহামহিম শ্রীযুক্ত রামধন চৌধুরী

মহাশয় বরাবরেম্।

শ্রী রামধন দে
মাং দেবজ্ঞান।

লিখিতঃ শ্রীরামধন দে কস্তা রসীদপত্রমিদং কার্যকরণে। আমার
পিতা মহাশয় মোং বাকরজ্জ হইতে জীহারগ ভড়ের নৌকাতে ১২৫ মণ
বাল্যাম চাউল, ৩০ মণ আতপচাউল ও ২৫ মণ কলাই পাঠাইয়াছিলেন,
তাহাৎ চালান দুটে, মহাশয়ের নিকটে আমি সমুদায় ত্রয় বন্দিয়া
পাইয়া বসীদ লিপি দিলাম ইতি। সন ১২৮১ সাল, তারিখ ৫ই ভাদ্র।
সাক্ষী। জীণোপালচন্দ্র মিত্র, মাং সালিখা। জীহমচন্দ্র দত্ত, মাং তথা।

• কারখৎ (মোচনপত্র) লিখিবার ধারা।

মহামহিম শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন

মহাশয় বরাবরেম্।

শ্রী রামধন দে
মাং হাবড়া।

লিখিতঃ শ্রীরামধন দে কস্তা কারখৎ পত্রমিদং কার্যকরণে।
আপনি আমার নিকটে যে কর্তৃত্ব লইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধ আমার স্মদ
সমেত ৩০ তিরিশ টাকা পাওনা হইয়াছে। সেই ৩০ টাকা আমি সমু-
দায় বন্দিয়া পাইলাম। এই কর্তৃত্ব সম্বন্ধ আপনি আমাকে যে ঋণপত্র
লিখিয়া দিয়াছিলেন তাহা হারাষ্টয়া গিয়াছে। যত্বেপি এই ঋণপত্র
কখন পাওয়া যায়, তবে তাহা লইয়া আমি কিছা আমার উত্তরাধি-
কারীগণ কেহ আবার টংকার দাওয়া করিতে পারিবে না; যদি করে,
তবে সে দাওয়া অগ্রাহ্য হইবে। এতদর্থে কারখৎ লিখিয়া দিলাম
ইতি। সন ১২৮১ সাল, তাং ১২ই মাঘ।

সাক্ষী।

শ্রীরামকান্ত দত্ত, নবিশুদ্ধি মাং কালনা। শ্রীরাধানাপমিত্র, মাং জোঁগ্রাম।

• জমিদারের পরওয়ানা। •

বর্ধমান জিলার অন্তর্গত শ্যামপুর গ্রামের মাননীয়

ও প্রধান প্রজাবর্গ কৃচরিত্রেম্।

শ্রী সচি
জমিদার

আমার জমিদারী বর্ধমান জিলার অন্তর্গত শ্যামপুর গ্রামের জমি

সকলের একাদাজ জরীপ করিবার নিমিত্ত, শ্রীযুক্ত পার্শ্বতীচরণ রায়কে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিতেছি। আপনারা উপস্থিত থাকিয়া জমি মাপ করিয়া দিবেন, ইহাতে কোন গোপন করিবা না ইতি। সন—তাং

জরীপ আমীনের সনন্দ।

শ্রীপার্বতীচরণ রায় স্বচরিত্রেণ।

সন
দেখ
কো

লিখিতং কার্যকাণ্ডে। বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত শ্রামপুর গ্রামের জমি-
সকলের একাদাজ জরীপ করিবার নিমিত্ত তোমাকে আমীনী কর্ণে
নিযুক্ত করিলাম। তুমি উল্লিখিত গ্রামে উপস্থিত থাকিয়া জমি জরীপ
করিয়া চিঠা, খতিয়ান প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিবে। আর কোন প্রজার
সহিত যোগ করিয়া কিতা তুল ও বন্দ ছাপাইয়া রাখ, তদারকে এমত
প্রমাণ হয় তাহাতে আমার যে ক্ষতি হইবে, তাহা তুমি বিনা আপ-
ত্তিতে পূরণ করিয়া দিবে। বেতন মাসে দশ টাকার হিঃ পাইবে। এই
করাদে জরিপের আমীনী সনন্দ দেওয়া গেল ইতি। সন—তাং—

আমীনের কবুলতি।

মহামহিম শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র পাল চৌধুরী

জমিদার মহাশয় বরাবরেণ।

সন
দেখ
কো

লিখিতং শ্রীপার্বতীচরণ রায়, কস্ত কবুলতি পত্রমিদং কার্যকাণ্ডে।
মহাশয় আমাকে বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত শ্রামপুর গ্রামের মধ্যে আপ-
নার অধিকারভুক্ত জমি সকল জরীপ করিতে নিযুক্ত করিলেন। আমি
মহাশয়ের সরখৎ (স্বীকারপত্র) অনুসারে রীতিমত জরীপ করিয়া
চিঠা, খতিয়ান প্রভৃতি কাগজপত্র প্রস্তুত করিয়া দিব এবং প্রজাদিগের
সহিত যোগ করিয়া অথবা অস্ত্র কোন প্রকারে তঞ্চকতা করিব না;
বহি করি তবে আইনমতে দণ্ডনীয় হইব। বেতন মাসে মাসে দশ টাকার
হিসাবে পাইব। এতদর্থে আমীনী কর্ণে নিযুক্ত হইয়া কবুলতি লিখিয়া
দিলাম। ইতি—তাং—

মালজামিনীপত্র ।

মহামহিম শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র চৌধুরী

রায় বাহাদুর মহাশয় বরাবরেণু ।

স্বাক্ষর
মহামহিম
শ্রীযুক্ত
গিরীশচন্দ্র
চৌধুরী

লিখিতঃ শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত কন্য মালজামিনী পত্রমিদং কার্য্যকাগে ।
শ্রীরামহরি বসুকে মহাশয়ের জমিদারী কাজারীর নায়েরী পদে নিযুক্ত
করিলেন । আমি তাহার জামিন হইলাম, অর্থাৎ যতপি তিনি আপ-
নার কোন ক্ষতি করেন, তাহা আমি প্রণয় করিয়া দিব । এতদর্থে
মালজামিনী পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি । সন—তাং— ।

সাক্ষী । শ্রী ——— নাং ——— ।

কবুলতি ।

মহামহিম শ্রীযুক্ত—

জমিদার মহাশয় বরাবরেণু ।

লিখিতঃ শ্রী ——— নাং ——— সবরেজেক্টরি ——— কন্য কবুলতি পত্র-
মিদং কার্য্যকাগে । মহাশয় আপনার জমিদারী বর্জমান জিলার অন্ত-
র্গত শ্যামপুর গ্রামের মধ্যে,—পূর্বে,—উত্তরে,—দক্ষিণে,—পশ্চিমে যে
জমি আছে, আমি তাহা পাট্টা লইবার প্রার্থনা করায়, মহাশয় ঐ
জমির বাৎসরিক ২৫ টাকা জমা ধার্য্য করিয়া সন ১২৮১ সালের ১লা
বৈশাখ হইতে ১২৮৫ সালের ৩০এ চৈত্র পর্য্যন্ত ৫ পাঁচ বৎসর মেয়াদে
আমাকে পাট্টা দিলেন । আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ঐ নিয়মে উক্ত জমি
পাট্টা লইলাম । মহাশয়ের গোমাস্তাকে কিস্তি অনুসারে খাজনা প্রদান
করিব ; অল্পখা কিস্তি খেলাপী হইব । যদি কোন দৈবকারণ বশতঃ
ঐ জমিতে ফসল না হয়, তথাপি আমি নিয়মিত খাজনা দাখিল করিতে
ত্রুটি করিব না । খাজনা দিতে অস্বীকার করিলে তাহা অগ্রাহ হইবে
ও জমি ছাড়াইয়া লইবেন । এতদর্থে কবুলতি লিখিয়া দিলাম ইতি ।
সন ——— তাং ———

সাক্ষী । শ্রী ——— নৃবিশুদ্ধি, নাং ——— শ্রী ——— নাং ———

পাট্টা ।

স্বস্তি সকল মঙ্গললয় শ্রীযুক্ত ——— সূচরিত্রেণু ।

বসু শুভ পট্টকপত্রমিদং কার্য্যকাগে । আমার জমিদারী জিল

স্বাক্ষর
মহামহিম
শ্রীযুক্ত
গিরীশচন্দ্র
চৌধুরী

খরদানের অন্তর্গত জামাইর গ্রামের মধ্যে, —পূর্বে,— উত্তরে,— দক্ষিণে,—
পশ্চিমে যে জমি আছে, তুমি তাহা জমা লইবার প্রার্থনা করিতে,
তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া উহার বার্ষিক জমা ২৫ পঁচিশ টংক। খায়া
করিয়া সম ১২৮১ সালের ১লা বৈশাখ হইতে ১২৮৫ সালের ৩০ চৈত্র
পর্যন্ত ৫ পাঁচ বৎসর মেয়াদে তোমাকে পাট্টা দিলাম। তুমি উল্লিখিত
খাজানা কিন্তু অনুসারে আমার গোমাস্তাকে প্রদান করিবে ও বিতি
মত দাখিল লইবে। অন্যথা কিস্তিখেলাপীন্দ দিবে। যদি কোন দৈব
কারণবশতঃ এই জমিতে বন্যাদি না জন্ম, তাহা খাজনা দিতে অস্বী-
কার করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না। খাজনা দিতে ত্রুটি করিলে জরি
ফাদিরা লইব। এতদর্থে পাট্টা লিখিয়া দিলাম ইতি। সন—তাং—।

ইজারার দখলি।

স্বাক্ষর
করিলে
১২৮৫
১লা
বৈশাখ

পরগণে—মোজা—গ্রামের কর্তার পাইক, মণ্ডল ও প্রজ্ঞা-গণনাৎ
প্রতি লেখনং কার্যকরণে। বাচা সাক্ষিনব জীকরগণী সরকারকে উল্লি
খিত গ্রাম ইং — ১২ — , — সন মিষাদে
ইজারা দেওয়া গেল। অতএব তোমাদিগকে দেখা হইতেছে। তোমরা
ইজারদার মজকুরেব মিকট হাজির করিয়া, লগাজা বাগলপত্র ৩ মাল
খাজানা ওগররহ সকল দকাস আক্রাম দিবা। কোন বিবর গোপন
করিবে না ইতি। সন — তাং — — — ।

কোবলা পত্রে লিখিবার ধাৰা।

মহামহিম জীবামকুম বন্দ্যোপাধ্যায়,

পিতার নাম ৮ কমলকুম বন্দ্যোপাধ্যায়,

সাহা বালি, জিলা হুগলি। মহাশয় বরানরেষু।

স্বাক্ষর
করিলে
১২৮৫
১লা
বৈশাখ

লিখিত জীবলকমল ঘোষ, পিতার নাম ৮ বামহবি ঘোষ সাহা বালি
সব্বেরজেউরি হারড়া, জিলা তগলি, কস্ত পৈতুক নাথেরাজ একোওর
জমিদার কোবলা পত্রমিদং কার্যকরণে। পরগণে তগলি, মোনাভুখী
গ্রামের পাইকিণে, সমাজন রায়ের মালের জমির উত্তরে, গোপীনাথ
মিত্রের নাথেরাজ জমির পূর্বে, পরাগ পাইকের চাকরাণ জমির দক্ষিণে,
হামবিধি বিজ্ঞানস্বাক্ষর নাথেরাজ পদলি জমির পশ্চিমে, আমার একবন্দে

যে ৮/ বিঘা শানিজমি আছে, তাহা মায় দলিলাদি, স্বস্ত শরীরে আপন মেজাপূর্বক উচিত মূল্য ২৫০ আড়াই শত টাকা পণে মহাশয়ের নিকট বিক্রয় করিলাম। আপনি উল্লিখিত জমিতে আমার স্বস্তে স্বস্তবান হইয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ দখল ককন। উহাতে আমি নিশ্চয় হইলাম, মহাশয় দান বিক্রয়ের অধিকারী হইলেন। অতঃপর কখনকালে আমি কিম্বা আমার উত্তরাধিকারীগণ কেহ উক্ত সম্পত্তির স্বস্তস্বস্তে কখন আপত্তি করি বা করে সে অপ্রোক্ত হইবে। এতদ্বারা উপরের লিখিত জমি বিক্রয়ের সমুদায় টাকা বুঝিয়া পাইয়া কোবলা লিখিয়া দিলাম ইতি। সন—তারিখ— ।

সাক্ষী। জী——নবিসন্দি। সাং—— জী—— সাং—— ।

ছাড়চিঠি ।

পরগণে বোর মোজে রামপুরের কৰ্মচারী, মণ্ডল ও
পাইক প্রভৃতি সমীপেষু ।

জমিদার
জমিদার

রামপুরগ্রামের মধ্যে বৈজ্ঞাপাড়া সাকিনের জীবকুণ্ঠনাথ গঙ্গো-
পাধ্যায় আসিয়া প্রকাশ করিলেন যে, উক্ত গ্রামে তাহার যে ১০ বিঘা
জমি আটক করা হইয়াছে, তাহা তাহার প্রপিতামহ ৮ মালটাদ
গঙ্গোপাধ্যায়ের আমল হইতে, তাহার আবহমান ভোগদখল করিয়া
আসিতেছেন; এবং তিনি যে কাগজ পত্র দর্শাইলেন, তদ্বারা এই ভোগ
দখল সপ্রমাণ হইল। অতএব তোমাদিগকে লেখা যায় যে, অত্র ছাড়
দৃষ্টে তোমরা উল্লিখিত দশ বিঘা জমি গঙ্গোপাধ্যায় মজকুরকে প্রত্য-
পর্ণ করিবে, ইহাতে কোন আপত্তি করিবে না ইতি। সন—তারিখ—

শুভ পুণ্যাহের চিঠি লিখিবার ধারা ।

জমিদার
জমিদার

শুভমন্ত—

চিঠি তলব খাজনা মোজে রামপুরের পরগণে গিরিগড়, সন ১২৮১
সাল ১৩ আষাঢ় ।

ইজারদার জীবসন্তকুমার মাহাতা ।

আমাদী—— কুমলা—— তহা

ইং বৈশাখ সাং আষাঢ় তিন মাহের চারিশত টাকা ।

১৩ই আষাঢ় বেলা দুপ্রহরের সময় গ্রাম মজকুরের শুভ পুণ্যাহ ।

দ্বিষ পূর্বাব্দে দশমাব্দিকার মধ্যে তলবের বেবাক টাকা লইয়া, জমিদারী
কাছারিতে হাজির হইয়া, শুভ পুণ্যাহ কাৰ্য্য সমাধা করিবে, ইহাতে
তামিল (৩২) জানিবে ইতি। সম—তাং—।

দাখিলা।

দাখিলা রূপেরা পরগণে গিরিগড়, মোজা বলরামপুর

সম—সাল— তাং—।

প্রজা জী— সাং—।

মিজরোজ ———

গুজরৎ ———

মবলগে ——— টাকামাত্র।

চালান।

চালান রূপেরা পরগণে ——— মোজা ———

জমিদার জীযুক্ত ——— সম—তাং—।

তকা ———

ইরসাল খাজনা চলিত মোং— বরাবর

জীযুক্ত ——— খাজাজী ——— মারফৎ ———।

দগর ——— টাকা—

মঃ ——— টাকামাত্র।

তলবচিঠি।

চিঠি তলব খাজনা পরগণে ——— মোজা ———

সক—সাল— তাং—।

প্রজা জী ——— সাং ———

তোয়ার নিকট খাজনার দং যাহা বাকী পাওনা আছে, তাহা না
দিয়া নিশ্চিত রহিয়াছ ও দিতে অবহেলা করিতেছ। এজন্য তুম্ব কর
বাইতেছে যে, শবিসবে স্বীয় দেনার বেবাক টাকা লইয়া তুম্বের
দাখিল করিবে।

তাগাবি খত লিখিবার ধারা।

মহামহিম জীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

মহাশয় বরাবরেষু।

নিম্নলিখিত জীপাচকড় দস্তা। কত জামারি খত পত্রমিদং কলংকালে।

জমিদার
দাখিলা
চালান
তলব
চিঠি
তাগাবি
খত

আমি মহাশয়ের জাহানাবাদ পরগণা সাধিপুত্র তালুকের প্রজা।
আমার অবস্থা অতি মন্দ, এজন্য আমি আবাদ করিবার নিমিত্ত মহাশ-
য়ের গোমাস্তা শ্রীরাধানাদ সরকারের তহবিল হইতে নগদ ২৫৭ পাঁচশ
টাকা ভাগাবি কর্ত্ত লইলাম। মন মজকুরের আধিরিতে নিয়মিত সুদ
সহিত সমুদায় টাকা দিব। এতদর্থে আপন খুসিতে ভাগাবি কর্ত্ত লইয়া
খতপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি। ১২৮১ সাল ১৫ই জ্যৈষ্ঠ।

সাক্ষী। শ্রী——

সাং——

বাকী খাজনা নালিশের দরখাস্ত।

জিলা হাবড়ার মহামহিম মুন্সেফ মহাশয় বরাবরেরে।

ঐপ্রাণকর হালদার বাদী।

পিতার নাম শ্রীমিননাথ হালদার।

পেশা জমিদারী, সাং কলিকাতা।

শ্রীরামধন মণ্ডল প্রতিবাদী।

পিতার নাম শ্রীহরনাথ মণ্ডল।

পেশা গাতিদারী, সাং বেলগছিয়া, জেলা হাবড়া।

দাবী

বাকী খাজনা ১০০ টাকা।

জিলা হাবড়ার কানেক্টরী ডেপুটি ৩০ নং তালুক পরগণা ঘোরর
অন্তঃপাতি বেলগছিয়া গ্রামে আমার সম্পত্তি। উক্ত গ্রামে প্রতিবাদী
২৪ বিঘা জমির কাং ৭২ টাকার এক রায়তি জমায় ১২৫৮ সালের ২রা
বৈশাখে কবুলতি দিয়া পাট্টা পাইয়া দখল করিতেছি। ঐ জমায় ১২৬০
সালের প্রাপ্য খাজনার ৭২ টাকার মধ্যে ১০ টাকা ও ১২৮১ সালের
নাগাইদ আশ্বিন ১০ আনা তলবের প্রাপ্য ৩৬ টাকার মধ্যে ২ টাকা
দিয়া। প্রতিবাদী বাকী টাকা তলব ভাগাদার না দেওয়াতে আসল
৯৬ ও তাহার কিস্তীখেলাপী সুদ ৪ টাকা একুশে ১০০ টাকা পাইবার
প্রার্থনায় নালিশ করিতেছি। দাবী সপ্রমাণ করিবার জন্য ত্রিঃ কিরীকী
আদায় তহশীলের কাগজপত্রাদি দাখিল করিলাম।

আমি ঐপ্রাণকর হালদার প্রকাশ করিতেছি যে, ঐ দরখাস্তে
লিখিত সমুদায় কথা আমার জানমতে সত্য, আর এই দরখাস্তে
দাবী করিলাম ইতি। মন ১২৮১ তার ১৫ই জ্যৈষ্ঠ।

ঐপ্রাণকর হালদার। সাং কলিকাতা।

১২০ জমিদারী ও মহাজনীসংক্রান্ত পত্রাদি লিখিবার ধারা।

উকালতনামা নং—

মহামহিম শ্রীযুক্ত জিলা হাবড়ার মুন্সেফ মহাশয়

বরাবরেষু।

লিখিতঃ শ্রী রামধন মণ্ডল সাহেব হাবড়া কলকাতা ওকালতনামা পত্র-
মিদং কার্যকাণ্ডে। আমার নামে জমিদার শ্রীযুক্ত প্রাণরুক্মি হালদার
এই আদালতে ১২৮১ সালে এই কার্তিক বাকী খাজনা ১০০ টাকা পাঠ-
বার জ্ঞান নালিশ করিয়াছেন। অতএব এই মোকদ্দমার দলিলাদি দাখিল
ও মওজাল জবাব প্রভৃতি কার্য করিবর জ্ঞান সেরেস্তার উকীল শ্রী
শ্রীযুক্তনাথ সিংহ ও বার গজাগোবিন্দ রায়কে উকীল নিযুক্ত করিয়া
উকীলগণের মধ্যে যিনি উপস্থিত থাকিয়া আদালতে আমার তরফে
জবাব করিবেন ও দলিল প্রভৃতি ফেরত পাইবেন, তাহা আমার স্বক
কার্যের জ্ঞান জ্ঞান করিবেন ইতি। সন — তাং —

জামিনতি, নং।

মহামহিম শ্রীযুক্ত জিলা হাবড়ার মুন্সেফ মহাশয়

বরাবরেষু।

লিখিতঃ শ্রীরামদাস সেন কলকাতা ওকালত পত্রমিদং কার্যকাণ্ডে
কলিকাতা নিবাসী শ্রীপ্রাণরুক্মি হালদার, হাবড়া সাকিনের রামধ
নমণ্ডলের নামে বাকী খাজনা পাওনা বাবতী ১০০ টাকার দাখিল
১২৮১ সালের এই কার্তিকে এককোটা আরজী দিয়া নালিশ করি
য়াছেন। অতএব আমি স্বেচ্ছাপূর্বক রামধন মণ্ডলের জামিন লইলাম।
মুন্সেফ মহাশয়ের মোকদ্দমার আত্মোপাস্তকাল আদালতে উপস্থিত থাকি
য়া প্রত্যাহার করিবে। ইহার মধ্যে অনুপস্থিত হই, উপস্থিত ক
হইব। এই বিবরণিতে না পারি, দাবীর ওয়া মার খরচা যত ট
কায়, তাহা আত্মদ্বিনা প্রত্যাহার করিব, তাহাও কোন আ
ত্মদ্বিনা আত্মদ্বিনা করিবে ইতি। অতএব স্বেচ্ছাক্রমে জ
জামিনতি দিলাম। ইতি। সন — তাং —

